আদমচরিত

মুখফোড়

সূচীপত্র

Suggested
eBook Reader

EPUB Readers

Android

Lithum

Moon+ Reader (Supports MOBI formats also)

Desktop

Calibre

Apple

আদমচরিত ০০১

মুখফোড়

(আদমচরিত শব্দটির ওপর আমি পোস্টের শিরোনাম হিসেবে মৌরসী পাট্টা নিলাম। এখন থেকে আদম ব্যাটার কান্ড কারখানা ধারাবাহিকভাবে ফাঁস করা হবে।)

আদম একটু দুষ্টু, নিয়মকানুন মানতে চায় না। কিন্তু স্বর্গের নন্দনকাননের কানুন বড় কঠিন, পান থেকে চুন খসলে স্বর্গ থেকে খেদিয়ে দেয়া হয়। আদম সেটা জানে, কিন্তু পরোয়া করে না। বড় ব্যাদড়া।

ঈভ আগের রাতে কচুসেদ্ধ আর ভাত রান্না করেছিলো। পেটপুরে খেয়েছিলো আদম। ঈভ মাগী তরকারিতে সবসময় লবণের নয়ছয় করে, কিন্তু গতরাতে একেবারে টিপটপ লবণ ছিলো সালুনে। শানকি চেটে ফর্সা করে দিয়েছিলো আদম। ঈভ ঠাট্টা করে বলেছিলো, ভুলো কুত্তাটার জন্যেও কিছু রাখলে না? আদম মনে মনে এক দুষ্টু স্বর্গদূতের কাছে শেখা কয়েকটা বাজে গাল দিয়েছিলো ঈভকে। আরে, কুত্তা কচু খায়? কচু তো খায়, শুয়োর! ঈশ্বর তো সেদিন বলেছিলেন, রতনে রতন চেনে শুয়োরে চেনে কচু!

কিন্তু অমন পেটপুরে খেয়েই আদমের কাল হয়েছে। স্বর্গের উদ্যানের একটু দূরে চরতে বেরিয়েছিলো সে বিকেলে, সন্ধ্যে হবো হবো করছে, কুটির বহুদূর, এর মধ্যে প্রবল টাট্টি চেপেছে আদম বাবাজীর। বাধ্য হয়ে এক ঝোপের আড়ালে বসে পড়েছে সে।

স্বর্গে যেখানে সেখানে হাগু করা কঠোর দন্ডনীয় অপরাধ। কত গরুছাগল এই অপরাধে স্বর্গচ্যুত হয়ে পৃথিবীর এখানে ওখানে ছিটকে পড়েছে। কিন্তু আদম বড় ব্যাদড়া। তাছাড়া কাপড় নষ্ট করাও স্বর্গে নিষিদ্ধ। কী করবে বেচারা? পড়েছে শাঁখের করাতের মুখে।

গুনগুন গান গাইতে গাইতে একেবারে মন খুলে হেগে যাচ্ছে আদম, এমন সময় তার মনে হলো, ঝোপের বাইরে দাঁড়িয়ে কে যেন তাকে দেখছে। আদমের একটু ভয় লাগলো, শিয়াল না তো? শিয়ালে কামড়ে দিলে জলাতঙ্ক হবে তো!

কাঁপাকাঁপা গলায় আদম বলে, "ক্যাঠা রে? ক্যাঠা ঐখানে? ঐ কথা কছ না ক্যা?"

এবার কে যেন ছুটে পালায় সশব্দে।

আদম একটু নিশ্চিন্ত হয়। খাটাস হবে কোন। শালা, হাগুর সময় দিষ্টোরাপ!

কয়েকটা বড় বড় পাতা প্রয়োগে একটু সাফ সুতরো হয়ে আদম আবারও নিজের আপেলপাতাটা কোমরে পরে নেয়।

পরদিন সকালে একেবারে কুরুক্ষেত্র বেধে যায়।

স্বর্গের পত্রিকা দৈনিক স্বর্গবার্তা খুলে আদম হতবাক! একেবারে প্রথম পৃষ্ঠায় তার ছবি ছাপা হয়েছে, ঝোপে বসে হাসিমুখে মলত্যাগ করছে সে। বড় বড় লাল শিরোনাম,

"আদমের কান্ড!"

পত্রিকা পড়ে আদম শিউরে ওঠে, একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, আদম কী কী গান গাইছিলো, কোন দিকে মুখ করে এই কর্মটি করছিলো, কী কী পাতা দিয়ে পরিষ্কৃত হলো তার বুকভাঙা বিবরণ। আর এহেন কুকর্মের কুফল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ স্বর্গদূতদের সাক্ষাৎকারও আছে। পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে আদম, এ ব্যাপারে কারও কোন সন্দেহ নাই।

ঈভ তো পত্রিকা পড়ে হেসে খুন। আদম বার কয়েখ চোখ রাঙিয়েছে, ঈভ বারণ শোনে না, সে বড় অবাধ্য। আদম মনে মনে শপথ উচ্চারণ করে, ঈভকে সে একদিন রীতিমতো ইয়ে করে ছাড়বে!

আদমের পত্রিকা পড়া শেষ হতে না হতেই এক লেঠেল স্বর্গদূত এসে মোচে তা দিয়ে বলে, "আদম, চলো হামার সাথে! কত◌ুা তোমাকে বুলাইতেছে!"

আদমের হাঁটু কেঁপে ওঠে। সর্বনাশ, স্বর্গবাসের পালা চুকলো নাকি?

আদম ঈশ্বরের কাছে গিয়ে একেবারে পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কান্না জুড়ে দেয়। লজ্জা পেয়েছে সে। ঈশ্বর ভ্রূকুটি করেন। আদম ইনিয়ে বিনিয়ে সব খুলে বলে, কিভাবে ঈভ

কচুসেদ্ধ রান্না করেছিলো, লবণ ঠিক হওয়ায় লোভে পড়ে বেশি খেয়ে ফেলেছিলো সে, পরে বেগ সামলাতে না পেরে ঝোপেঝাড়ে কাজ সারতে হয়েছিলো। সে বড় লজ্জিত, এমনটা সে আর করবে না।

ঈশ্বর একটু নরম হয়ে আসেন। বেচারা, ছেলেমানুষ। না হয় একটু বেজায়গায় হেগে ফেলেছে, জ্ঞানবৃক্ষের ফল তো আর খায় নি! থাক। তিনি এবারের মতো আদমকে ক্ষমা করে দ্যান।

আদম চোখ মুছতে মুছতে আবার ঘরের দিকে হাঁটা শুরু করে। হাঁটতে হাঁটতে সে ঈশ্বরের অলক্ষ্যে এক কঠিন শপথ নেয়। এক দিন আসবে, আজ হোক কাল হোক দশ বছর পর হোক, এই মিডিয়ার মস্তানি সে নিকেশ করে ছাড়বে। সে না পারলে তার পুত্র, পুত্র না পারলে পৌত্র, পৌত্র না পারলে প্রপৌত্র ... পুরুষানুক্রমে মিডিয়ার টুঁটি চেপে ধরবে আদম। ব্যাটারা সব ফাঁস করে দেয়!

(আচ্ছা, আমাদের মন্ত্রীরাও তো সব আদমসন্তান, নাকি?)

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: শুক্র, ২৪/০২/২০০৬ - ৪:১৮পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত - ০০২

মুখফোড়

আদম জুলজুল করে তাকিয়ে থাকে ঈভের দিকে। ঈভের পরনে লতাপাতার কাঁচুলি, লতাপাতার কৌপীন, তার শরীরে এক রুক্ষ লাবণ্য, আদম হাঁ করে তাকিয়ে দেখে।

ঈভ বলে, "আদম, তুমি কেন এইভাবে তাকিয়ে আছো? হাঁ বন্ধ করো, মুখে মাছি ঢুকবে।"

আদম তাড়াতাড়ি মুখ বুঁজিয়ে ফেলে সরে পড়ে।

ঝামেলার শুরু হয়েছে এক স্বর্গদূতকে নিয়ে। তার নাম রসময়, সে স্বর্গদূত আর স্বর্গবালাদের নিয়ে নানারকম গরম গল্প তৈরিতে ওস্তাদ। আদম মাঝে মাঝে বড় জঙ্গল পেরিয়ে ঐ মাঠের কাছে গাঁজার পাতা ছিঁড়তে যায়, সেখানেই ঐ রসময়ের সাথে তার ক্রমান্বয়ে সাক্ষাৎ, আলাপ ও দোস্তি হয়েছে। রসময়ের কাছে গল্প শুনে শুনে ইদানীং আদম একটু গরম হয়ে আছে।

সম্প্রতি "পাশের বাড়ির স্বর্গভাবী" নামে একটা কাহানি বানিয়েছে রসময়, সেটা শুনে আদমের মাথা ঝিমঝিম করছে। স্বর্গবালাদের গড়ন মানুষের মতই, তাই ঈভের সাথে অনেকখানিই মিলে যায় অনেককিছু। আদমের দুষ্টু মাথায় নানা পরিকল্পনা খেলতে থাকে।

কিন্তু পরিকল্পনা ও গল্পমাফিক অগ্রসর হতে গিয়ে বাধা পায় আদম। ঈভ মোটেও পাশের বাড়ির স্বর্গভাবীর মতো উদার নয়, সে ঝটকা মেরে নিজের শরীরের উল্লেখযোগ্য অংশ থেকে আদমের হাত সরিয়ে দেয়, তারপর ঠাস করে একটা চড় লাগায় আদমের মুখে। "ছি আদম, তুমি আবার গাঁজা খেয়ে এসেছো? আবার যদি আমার গায়ে হাত দাও আমি সোজা ঈশ্বরের কাছে নালিশ ঠুকে দেবো।"

আদম চড় খেয়ে গোমড়া মুখে চলে যায় কোথায় যেন।

কিন্তু দিন কতক বাদে রসময়ের কাছ থেকে "পাশের বাড়ির স্বর্গমাসি" নামে আরেকটা গল্প শুনে এসে আদম ঈভকে জাপটে ধরে। ঈভ এবার বহুকষ্টে নিজেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়, কিন্তু আদম তার লতার বাঁধন খসিয়ে ফেলে, ঈভ কোনমতে ছুটে পালায় সোজা ঈশ্বরের দরবারে।

নালিশ শুনে ঈশ্বর গম্ভীর হয়ে ওঠেন। তারপর আদমকে ডেকে পাঠান। আদম মাথা নিচু করে গুটিগুটি পায়ে ঢোকে দরবারে।

"আদম, তুমি নর। নর আদম। নরাধম নও। কেন ঈভকে ওভাবে হামলা করলে?" ঈশ্বর গম্ভীর গলায় বলেন।

আদম ফোঁসফোঁস করে কাঁদে শুধু।

ঈশ্বর বলেন, "জ্ঞানবৃক্ষের ফল না খেয়েই তুমি যেমন উত্থিত হয়ে চলাফেরা করছো, ঐ ফল খেলে কী কান্ড করে বেড়াবে কল্পনা করতে গিয়ে আমি শিউরে উঠছি! তোমাকে হুঁশিয়ার করে দিলাম আদম, এরপর এসব দুষ্টুমি করলে তোমাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে কিন্তু!"

আদম হাউমাউ করে কেঁদে বলে, "কী করবো? ঈভের শরীরটা দেখলেই আমার কেমন কেমন লাগে! আর ও কাপড়চোপড় পরে না ঠিকমতো, কতো কিছু দেখা যায়, আমার মাথাটাই গরম হয়ে যায় ওকে দেখলে!"

ঈশ্বর কঠোরভাবে বলেন, "সেটা তোমার মাথার দোষ, ঈভের কাপড়ের দোষ না। নিজের মাথা ঠিক করো।"

আদম গোঁয়ারের মতো বলে, "আপনি ঈভকে বলুন না একটু ঢেকেঢুকে চলতে, আমি গরম হয়ে যাই তো!"

ঈশ্বর বলেন, "কী আশ্চর্য আদম! তোমার নষ্ট মাথার জন্য দেখি দুনিয়াটাই দুইদিন পর ঢেকে ফেলতে হবে! যাও যাও, বাজে বোকো না, জড়িবুটি খেয়ে একটু সুস্থ হও। আবার যদি তোমাকে উত্থিত হতে দেখি, একদম স্বর্গ থেকে কানে ধরে বার করে দেবো!"

আদম চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসে। আর মনে মনে কঠিন শপথ করে সে। ঈভকে কাবু করবেই সে একদিন, তার ওপর চড়বেই সে একদিন। আর যদি না পারে, তাহলে ... তাহলে ... ঐ পঁচা জলার অম্ল খানিকটা যোগাড় করে ঈভের শরীরটা পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে সে!

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: মঙ্গল, ৩১/০৭/২০০৭ - ৬:৩২অপরাহ্ন)

আদমচরিত - ০০৩

মুখফোড়

আদম মনে মনে হাসে।

হুঁ হুঁ বাওয়া, একদম নিখুঁত পিলান! জ্ঞানবৃক্ষের ফল আদম খেয়েই ছাড়বে, সে ঈশ্বর যত ১৪৪ ধারা জারি করুন না কেন।

আদম নিজের ভবনে বসে হাওয়া খেতে খেতে অনেক গবেষণাই করেছে। জ্ঞানবৃক্ষের বিশ হাতের মধ্যে যাওয়া নিষেধ, এক ভীষণদর্শন তাগড়া স্বর্গদূত লাঠি হাতে সে বৃক্ষ পাহারা দেয়, পশুপক্ষী কারো সাধ্য নেই জ্ঞানবৃক্ষের কাছে গিয়ে তার ফলে মুখ দেয়।

আদম মহা বিরক্ত জ্ঞানবৃক্ষ নিয়ে এসব ফালতু বিধিনিষেধে। আরে বাবা, ফল যদি না-ই খাওয়া, তো ঐ ফল সৃষ্টির দরকারটা কী? জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেলে তো জ্ঞানই বাড়ার কথা, আর জ্ঞান বেড়ে গেলে ঈশ্বরের সমস্যাটা কোথায়?

সেটাও ভেবে বার করেছে আদম। ঈশ্বর তাবৎ সৃষ্টিকে বোকাচো-- বানিয়ে রাখতে চান। কারো জ্ঞান পেকে উঠুক সেটাই তিনি চান না। তবে জ্ঞানবৃক্ষের ফল কেন বানানো হয়েছে ভেবে পায় না আদম।

স্বর্গদূতরা যে জ্ঞানবৃক্ষের ফল মাঝেসাঝে খায়, সেটা আবিষ্কার করে মহা ক্ষেপে গিয়েছিলো আদম। এই ফল খেলে নাকি কীসব শক্তি বৃদ্ধি পায়, দূতগুলো ফল খেয়ে স্বর্গের অপ্সরাগুলোর সাথে রাতভর হুল্লোড় করে। আদম তাই ঠিক করেছে, চুপিচুপি ফল পেড়ে এনে খেয়ে সে-ও ঈভের সাথে হুল্লোড় করবে। এমনিতে ঈভ কিচ্ছু করতে দেয় না, কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেলে জোশ অনেক বেড়ে যায়, তখন ঈভের সাধ্য নেই আদমকে ঠ্যাকায়।

কিভাবে ফল হস্তগত করবে, ছকে ফেলেছে আদম। পাহারাদার স্বর্গদূতটার সাথে ষড় করে রেখেছে সে, এমনকি ওর লাঠিটা দিয়ে গুঁতিয়েই ফল পাড়া হবে। আধাআধি বখরা হবে, তাতে আদমের আপত্তি নেই। রক্ষক তো ভক্ষক হতেই পারে, সমস্যা কোথায়? খাক সবাই, খেয়ে দেয়ে জ্ঞান বাড়াক, জোশ বাড়াক ...।

ধরা পড়ার ভয় আছে, কিন্তু আদম ভেবে রেখেছে সে দিকটাও। ঈশ্বর কৈফিয়ৎ চাইলে সে বলবে, ঈভই তাকে এ ফল পেড়ে এনে খেতে ফুসলি দিয়েছে, মুহুহুহুহুহু ... আদম অশ্লীল হাসে, তার মনে আজ বড় ফূর্তি।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: মঙ্গল, ০৭/০৮/২০০৭ - ১২:০১পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত - ০০৪

মুখফোড়
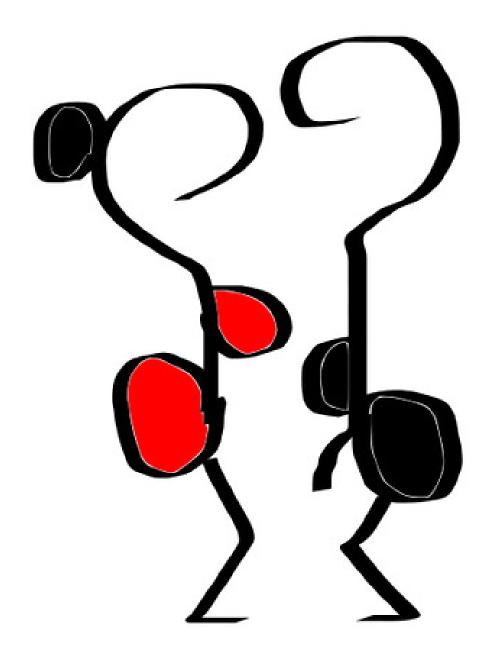
আদম বিড়বিড় করে, "এই স্বর্গটা শালা পুরা দুই নাম্বার হয়ে গেছে!"

ঈভ বলে, "বিড়বিড় করে কী বলো? গালি দাও নাকি?"

আদম উষ্ণ হয়ে ওঠে, বলে, "ঐ, তোমারে বিড়বিড় কইরা গালি দিমু ক্যান? জোরে গাইল দিতে পারি না? আমার নাম আদম, কোন হালারে আমি পুইছা চলি না, বোঝলা? আর গাইল তোমারে দিমু না ক্যান, বাপের বাড়ি থিকা কিছু আনছো যে সোহাগ কইরা কথা কমু?"

ঈভ ক্ষেপে ওঠে, বলে, "অ্যাদ্দিন চিল্লাচিলি্ল করলা, আমার লাইগা তোমার সিনার হাড্ডি একটা শর্ট পড়ছে, বুকটা খালি খালি লাগে, শ্বাস ফালাইতে কষ্ট হয়, আর আইজকা কও বাপের বাড়ির কথা? আর খবরদার, বাপের বাড়ির খোঁটা দিবা না!"

আদম ঝাড়ি খেয়ে চুপ করে থাকে, আবার বিড়বিড় করেবলে, "দুই নাম্বার, সব দুই নাম্বার!"

আদমের রাগ করার কারণ আছে। স্বর্গে যে তলে তলে অ্যাতো দুই নাম্বারি চলে, সে আগে টের পায়নি। স্বর্গদূতগুলো আদমের চেয়েও অনেক ঝানু।

জ্ঞানবৃক্ষের ফল নিয়েই যত ঘাপলা লেগেছে। টহলদার মুশকো স্বর্গদূতটাকে জপিয়ে বেশ বশে এনে ফেলা গেছে, ভেবেছিলো আদম। কিন্তু টহলদারের পালা যে আবার কিছুদিন পর পর পালটায় তা তো আর আদমের জানা ছিলো না। সেদিন সন্ধ্যায় জ্ঞানবৃক্ষের কাছে গিয়ে সে দেখে, আগেরটার চে মুশকোতর আরেক স্বর্গদূত দাঁড়িয়ে, এর হাতে আবার নানচাক্কু, হাবভাবও সুবিধার না। আদমকে দেখেই সাঁই সাঁই করে নানচাক্কু নেড়ে এক পেল্লায় ধমক, "আদম! দূর হও এখান থেকে!"

ধমক খেয়ে আদমের পিলে চমকে গিয়েছিলো। বাপরে! হনহন করে উলটোদিকে চলতে চলতে সে বিড়বিড় করে বলে, "দ্যাখো কান্ড! এই সেদিন প্রণাম করলি ব্যাটা, আর আজ ধমকাস! রোসো, আমারও দিন আসবে!"

বলতে না বলতেই হঠাৎ কোত্থেকে চিমসে এক স্বর্গদূত এসে ফিসফিস করে বললো, "লাগবে নাকি কত্তা? কচি মাল আছে, একদম ফেরেস!"

আদম থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, তারপর বলে, "না না, আমার কচি মালটাল লাগবে না, আমার ঈভ আছে ঘরে!"

স্বর্গদূত হেসে কুটিপাটি হয়ে পড়ে। বলে, "ওরে শোন শোন, তোরা আদমকত্তার কথা শোন! ... না না কত্তা, আপনাকে কচি কোন স্বর্গছুঁড়ির কথা বলছি না। আর এখনও তো জ্ঞানবৃক্ষের ফলই পেটে পড়লো না আপনার, আবার ঈভ দ্যাখাচ্ছেন আমাকে, হো হো হো!"

আদম চটেমটে লাল হয়ে যায়, কিন্তু কিছু বলতে পারে না। স্বর্গদূত চিমসেটা কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলে, "কচি মাল মানে জ্ঞানবৃক্ষের ফল কত্তা! একেবারে ফেরেস। টাটকা পেড়ে আনা! চলবে নাকি?"

আদম একেবারে উলু দিয়ে ওঠে খুশিতে, দূর থেকে টহলদার মুশকোটা হুঙ্কার দ্যায়, "ঐ ক্যাঠারে ঐখানে?"

চিমসে স্বর্গদূত আদমের হাত ধরে একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে যায়, "আস্তে কত্তা আস্তে! চেঁচাবেন খেয়েদেয়ে! এখন চুপ করে শুনুন!"

জ্ঞানবৃক্ষের ফলের দাম শুনে আদম ভড়কে যায়। স্বর্গে তো আর মুদ্রাব্যবস্থা নেই, মালের বদলে মাল। ঈশ্বরের কাছে কিছু তদবির করে দিতে হবে আদমকে। আদম তদবিরের বর্ণনা শুনে আরো ভড়কে যায়। কিন্তু লোভের কাছে নত হয় শেষ পর্যন্ত।

চিমসে স্বর্গদূত একটা চটের পোঁটলাতে করে কিছু একটা দেয় আদমকে। "চুপিচুপি কোথাও গিয়ে খান। ধরা পড়লে কিন্তু জামিন নাই! একেবারে লাথি দিয়ে বার করে দেয়া হবে! হুঁশিয়ার!"

আদম সেই পোঁটলা হাতে করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আরেক ঝোপের পেছনে বসে গিয়ে অন্ধকারে গপগপ করে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খায়। ওয়াক থু! এমন বিশ্রী স্বাদ কোন খাবারের হতে পারে? তিতা আর টকের মাঝামাঝি আরেকটা বিশ্রী জিভে বৈরাগ্য ধরানো স্বাদ, আর গন্ধটা তো অবর্ণনীয়!

জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে বেশিদূর যেতে পারে না আদম, মিনিট পনেরো বাড়ির পথে হাঁটতেই প্রবল পেট মোচড়ায় তার। ঝোপেঝাড়ে প্রবল শব্দ সহযোগে কাজ সেরে খানিক দূর যেতে না যেতে আবার। তারপর আবার। তারপর আবারও। এমনি করে আটবার এমন ঝোড়ো টয়লেট সেরে ঘরে ফিরতে পারে সে।

বাড়ি ফিরে সে শোনে ঈভ ঘ্যান ঘ্যান করছে। বাজারে কোন স্বর্গদূত নাকি কার্বাইড দিয়ে পাকানো কলা বিক্রি করেছিলো গতকাল, ঐ খেয়ে ঈভের পেটটা নাকি একটু চিনচিন করছে। আদম রাগে বাক্যহারা হয়ে যায় এ কথা শুনে। তাহলে জ্ঞানবৃক্ষের ফলও নিশ্চয়ই ওরকম কার্বাইড গোছের কিছু দিয়ে পাকিয়ে তোলা! জ্ঞান তো হয়নি কিছুই, বরং যা ছিলো বিপথে বেরিয়ে যাবার যোগাড়! তার ওপর ঈভের প্যানপ্যানানি। ওরে মাগী, পেটের যন্ত্রণা তুই বুঝিস কী?

আদম বিড়বিড় করে ঈভকে অভিশাপ দ্যায়, "দাঁড়া না, জ্ঞানবৃক্ষের ভ্যাজালমুক্ত টাটকা ফল হাতের নাগালে আসুক, পেট ব্যথা কাকে বলে তোকে রগে রগে বুঝিয়ে ছাড়বো!"

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: শনি, ২৯/০৯/২০০৭ - ১১:৩০অপরাহ্ন)

আদমচরিত ০০৫

মুখফোড়

আদম নিজের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে গলা খাকরায়।

"ভাইসব!" শুরু করে সে। "আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, ঘরে এখন জ্বালানি কাঠ পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ আছে। জ্বালানি কাঠের কোন সঙ্কট ঘরে নাই। আরো দুই পূর্ণিমা পার করা যাবে এই মজুদ করা কাঠ দিয়ে। কিন্তু, একটি কুচক্রী মহল ষড়যন্ত্র করে এই কাঠের কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করতে চাইছে! কাঠ নাই কাঠ নাই বলে তারা ঘরে অশান্তি সৃষ্টি করছে! কিন্তু এদের কথায় আপনারা কান দিবেন না!"

ঈভ ছাড়া আদমের সামনে আর কেউ নাই। ঈভ তড়পে ওঠে, "গত দুইদিন ধইরা আমি কষ্ট কইরা কইরা কাঠ টোকায় আনছি, তুমি বয়া বয়া প্যাপার পড়ছো!"

আদম আড়চোখে ঈভকে দ্যাখে আপাদমস্তক, তারপর আবার শুরু করে। "ভাইসব! ঘরে মৃৎপাত্রেরও কোন অভাব নাই। পিছনের বাগানের লাউয়ের মাচায় পানি দেয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ মৃৎপাত্র ঘরে মজুদ আছে! কিন্তু একটি কুচক্রী মহল রটিয়ে দিয়েছে যে ঘরে মৃৎপাত্র নাই! এ নিয়ে বিপ্লব, বিদ্রোহ ও ভাঙচুর ঘটেছে! এ মোটেও কাম্য নয়। ঘরের উন্নতি চাইলে এ ধরনের নাশকতামূলক কাজ থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে!"

ঈভ চেঁচিয়ে ওঠে, "নারিকেলের মালসায় করে লাউয়ের মাচায় পানি দেই, কত কইরা কইলাম, হাবিলের বাপ, যাও বড় দেইখা একটা কলসি বানায় নিয়া আসো! গত পাঁচ বছর ধইরা চিল্লাই মিনসার কানে পানি ঢুকে না! নারিকেলের মালসায় কইরা গাছে পানি দ্যাওন যায়?"

আদম বিড়বিড় করে, "সদিচ্ছা থাকলে সবই সম্ভব!"

ঈভ চেঁচায়, "কী? কী কইলা? গাইল দিলা নাকি?"

আদম আবার গলা খাকরায়, "ভাইসব! আপনারা জেনে খুশি হবেন যে ঘরে গোবরেরও কোন সঙ্কট নাই! পর্যাপ্ত পরিমাণ গোবর ঘরে মজুদ আছে! বাগানের পাশে লালশাকের ক্ষেতে দেয়ার জন্য গোবরের কোন অভাব হবে না! ফলনও আগের বছরের তুলনায়

বাম্পার হবে! ভাবতে ভালো লাগে যে ঘর এগিয়ে যাচ্ছে! আসুন আমরা উন্নয়নের কথা ভাবি!"

ঈভ উদ্বাহু নৃত্য করে ওঠে, "ঘরে গোবরের অভাব ক্যামনে হইবো, তুমি থাকতে? হালায় মাথা ভর্তি গোবর তোমার!"

আদম জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে, বলে, "ঘরে মধুর একটু বাড়ন্ত, কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে মধুর দাম একটু চড়া। মৌমাছিরা দিন দিন অলস হয়ে পড়েছে, তাদের মধ্যে পলিটিকস ঢুকে গেছে, রাণীর কথা শোনে না, যে যার ধান্ধায় ঘোরে। রাণীর কথা, রাজপুত্রের কথা না শুনলে এমন বিশৃঙ্খলা তো হবেই! তাই মৌমাছিদের চাকে আগের মতো মধু নাই! তাই মধু একটু কম আছে! কিন্তু মধু একটু কম খেলে কী হয়? আপনারা মধুর পরিবর্তে বেশি করে নুন খান আর গুণ গান!"

ঈভ ফুঁসে ওঠে, "চাক ভাইঙ্গা মধু পাইড়া তো নিজেই খাও গপগপ কইরা, ঘরের লাইগা কি আনো নাকি? আর যতটুকু আনো নিজেই তো পরে চাইট্টাপুইট্টা খাও। মধু থাকবো ক্যামতে?"

আদম অন্য পায়ে ভর বদলায়। "ভাইসব! ঘরে মাঝে মাঝে ছোট ছোট সমস্যা হয়ই! সবার ঘরেই হয়। এ নতুন কিছু নয়! কিন্তু আপনাদের মনে রাখতে হবে, এটা স্বর্গ! স্বর্গের শান্তি বজায় রাখা আমাদের কর্তব্য। এসব ছোটখাটো জিনিস নিয়ে আন্দোলন করে ঘরকে অস্থিতিশীল করে তোলার যে ষড়যন্ত্র তা রুখে দাঁড়ান!"

ঈভ নিস্ফল আক্রোশে আকাশের দিকে তাকিয়ে মুঠি পাকায়! ঈশ্বর এ কেমন মরদ দিলো তার ঘরে?

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: সোম, ০১/০৫/২০০৬ - ৮:২৫পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত ০৬

মুখফোড়
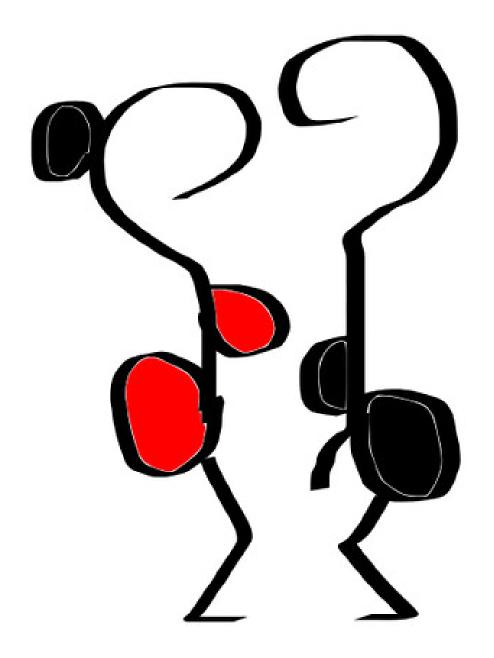
আদম হরকরা স্বর্গদূত গিবরিলকে ভাড়া করিয়াছে কিছু ফলমূলের বিনিময়ে। গিবরিল বর্তমানে বেকার, ভবিষ্যতে নাকি ঈশ্বর তাহাকে ঘনঘন পৃথিবীতে পাঠাইবেন বলিয়া আশ্বাস

দিয়াছেন। তাই সে চৌপর আড্ডা ভাঁজে, স্বর্গ অপ্সরাদের পিছে লাইন ঠোকে। আদম এমনই এক আড্ডা হইতে তাহাকে গেরেফতার করিয়াছে।

গিবরিল অবশ্য জ্ঞানবৃক্ষের ফলের জন্য লালায়িত নহে, একটি মর্তমান কদলী পাইয়াই সে ভজিয়া গেলো। আদম তাহার হস্তে ভূর্জপত্রের পুঁথি গুঁজিয়া দিয়া জিজ্ঞাসিলো, "বন্ধু গিবরিল, টোলে লেখাপড়া কিছু শিখেছিলে?"

গিবরিল লাজুক হাসিয়া রশ্মিনির্মিত মস্তক চুলকায়।

আদম আবার শুধায়, "বলি হিয়েরোগ্লিফিক্স পড়তে পারো?"

গিবরিল পায়ের নখ দ্বারা স্বর্গের মাটি খুঁটিতে থাকে অধোবদনে।

আদম মনে মনে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে, যাক বাবা, গিবরিলটা মূর্খ নিকালিয়া ভালোই হইয়াছে, নতুবা বানান ও ব্যকরণে ভুলভাল ধরিয়া তাহাকে নাকাল করিয়া ছাড়িতো।

সে গম্ভীর মুখে বলে সাধু ভাষায় বলে, "তাহলে পত্রে কাজ নাই। মুখেই বলিতেছি শুনো। ঈভকে গিয়া বলিবে, আলোচনায় বসিতে আমি আগ্রহী। সে যেন তাহার প্রতিনিধি দলের নাম পাঠায়। আর আলোচনায় আমি কাহাকে সাথে রাখিবো, কাহাকে রাখিবো না, তাহা লইয়া বিবাদ উহাকে শোভা পায় না। আমি কি কখনো গিয়া বলিয়াছি, তুমি অমুক স্বর্গসখীর সহিত তমুক নদীতে স্নান করিতে যাও? সহচর নির্বাচনে তাহার যেমন অফুরন্ত স্বাধীনতা, তেমনি আমারও। কাজেই আমি শয়তানকে সঙ্গী করিয়াই আলোচনার মাদুরে বসিবো।"

গিবরিল বার কতক মুখস্থ করিয়া লয় আদমের কথাগুলি, তাহার স্মরণশক্তি মোটামুটি মন্দ নয়।

আদম কিছু চৈনিক বাদাম ধরাইয়া দেয় গিবরিলের হাতে, যাত্রাপথে চিবাইবার জন্য। গিবরিল ডানা ঝাপটাইতে ঝাপটাইতে উড়াল দেয়।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় না, গিবরিল আবার ফেরত আসে। তাহার হস্তে একটি ডাঁসা পেয়ারা, সে মন দিয়া চিবাইতেছে। প্রতীয়মান হয় পেয়ারাটি ঈভদত্ত।

"আদম," পেয়ারা চিবাইতে চিবাইতে গিবরিল বলে, "তোমার বউ মহা খাপপা। সে শয়তানের সাথে আলোচনায় বসিতে রাজি নয়। শয়তান নাকি স্বর্গদূত ভালো নয়। ঈভকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইতে ব্যাপক ফুসলি দিয়াছিলো। আর তুমি তোমার ঘরে যে ভোটার তালিকা নির্মাণ করিয়াছো, দুইজনের সংসারে ভোটারের সংখ্যা তিনজন দেখাইয়াছো, ইহা সংশোধন না করিলে ঈভ তোমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে দিবে না। সে মুড়ো খ্যাংরা হস্তে অবিরাম বাড়ি পাহারা দিতেছে।"

আদম চটিয়া ওঠে, বলে, "আরে এ যে দেখছি মহা ল্যাঠা। আমার পোষা রামছাগল ত্রিভূজ কি তবে মহাপ্লাবনের জলে ভেসে এলো? ও ভোট দেবে না? নাহয় ওর বুদ্ধিশুদ্ধি নেই এক ফোঁটা, তাই বলে কি ও ঘরের কেউ নয়? বয়সও তো ওর আঠারোর ওপরে! এ অন্যায়, এ বড় অন্যায়!"

গিবরিল পেয়ারাটা পুরোটাই খেয়ে ফেলে, বিচিগুলো থু থু করে ছিটাতে ছিটাতে বলে, "কিন্তু ঈভ বললো তুমি নাকি ঈভকেই ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছো?"

আদম বলে, "হাঁ! মেয়েমানুষ ভোট দিয়ে কী করবে?"

গিবরিল বলে, "তাহলে ভোটার তিনজন হলো কিভাবে?"

আদম হাসে। বলে, "ঐ যে শয়তান। ও তো বলতে গেলে ঘরেরই লোক। ওকেও তুলে দিয়েছি লিস্টিতে।"

গিবরিল মাথা চুলকায়।

আদম বলে, "যা-ই হোক গিবরিল, শ্রবণ কর! ঈভকে গিয়া কহ, সে যাতে তাহার খ্যাংরা নত করিয়া ঘরকে স্থিতিশীল করিতে সহায়তা করে। সমগ্র স্বর্গের চোখে আমার ঘরের ভাবমূর্তি নষ্ট হইতেছে। এ কাম্য নহে। তুমি সত্বর গিয়া তাহাকে বলিবে ....।"

দূর হইতে অন্যান্য স্বর্গদূতেরা নিজেদের মধ্যে গুজগুজ করিতে লাগিলো, গিবরিল হঠাৎ এতো উড়িতেছে কেন? স্বর্গের কোথাও কি পত্র চালাচালি হইতেছে নাকি?

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: মঙ্গল, ০৯/০৫/২০০৬ - ১০:০৬পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত ০০৭

মুখফোড়

স্বর্গে মহা ক্যাচাল লাগিয়া গিয়াছে। পালের গোদা স্বর্গদূতগণের মধ্যে কাজকর্মে ফাঁকি দিয়া দুই নম্বরি কাজে মন দেয়ার কারণে স্বর্গের বড়বড় কাজ সব ভজঘট লাগিবার যোগাড়।

গুজরিলের দায়িত্ব ছিলো প্রাণসংহারের। সে বড়সড় একখানি রশ্মিনির্মিত দাও লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, কারো আয়ু ফুরাইলে সে গিয়া দাও দিয়া কোপাইয়া সংশ্লিষ্ট হতভাগ্যের জান কাটিয়া লইয়া আসে। সম্প্রতি তাহার কী জানি হইয়াছে, সে আনমনা হইয়া থাকে, মাঝে মাঝে বিনা কারণেই এর ওর জান স্তুপাকারে কাটিয়া লইয়া আসে, আবার কারো কারো আয়ু ফুরাইয়া লাট হওয়া সত্ত্বেও তাহার ধারেকাছে যায় না। অনেকে ধারণা করিতেছে এর পিছনে দুন্ীতি আছে। গুজরিলের সয়সম্পত্তির একটা হিসাব লওয়া দরকার বলিয়া কোন কোন স্বর্গদূত মত দিয়াছে।

গিবরিল হতভাগাটার কাজ হরকরাগিরি করা। এর খবর ওর কাছে লইয়া যাওয়া, মাঝে মাঝে প্রয়োজন মোতাবেক এর ওর কান ভারি করা। কিন্তু গিবরিল পেশাদারি সততার অভাব দেখাইয়াছে, সে ভুল লোকের কাছে বার্তা লইয়া গিয়া গন্ডগোল বাধাইয়াছে বলিয়া পাকা খবর মিলিয়াছে।

দুখায়িলের হাতে ছিলো আবহাওয়া দপ্তর, মর্ত্যে অবস্থা বুঝিয়া আবহাওয়া পালটানো। কিন্তু দুখায়িল নাকি মাঝে মাঝে গঞ্জিকা টানিয়া নেশা করে, গত ক্রিটাশিয়াস টারশিয়ারিতে নাকি সে মস্ত একখানা উল্কা মারিয়া মর্ত্যের যাবতীয় ডাইনোসরের গুষ্টি লোপাট করিয়া ছাড়িয়াছে। দুখায়িল নাকি এর আগেও বরফযুগ লইয়া হোলিখেলা করিয়াছে, ঈশ্বর আর পাঁচটা কাজে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া খেয়াল করেন নাই।

মাশরাফিলটা আরেক বেয়াড়া, তার কাজ হচ্ছে বিগ ক্রাঞ্চের সময়ে একখানা বেণু বাজানো। এর আগে তার কী বিকার হইয়াছিলো কে জানে, এক বিকালে একটি কদম্বগাছের তলে বসিয়া সে মনের সুখে বেণুতে রাগ পিলুতে আলাপ করিয়া বসিয়াছিলো। ব্যাটা ঢোল বাজা, সারেঙ্গি বাজা, দোতরা বাজা, বেণু বাজাইতে গেলি কী বুদ্ধিতে? মহাপ্রলয়ের উদ্যোগ প্রায় নেয়া হইয়া গিয়াছিলো, একেবারে শেষ মূহুর্তে গিয়া মিশন অ্যাবর্ট করা হইয়াছে।

ঈশ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, "আদম, তোমার কী মনে হয়, উহাদের সমস্যা কোথায়?"

আদম মাথা চুলকাইয়া কহিলো, "জি্ব, বলিতে পারি না। মনে হয় গরমে মাথা আউলা হইয়াছে। চুল কামাইয়া দিলে সারিতে পারে।"

ঈশ্বর বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আদম, কী বলো ছাগলের মতো? দুইটি ভূজ দিয়াছি, তারপরও কথা বলো ত্রিভূজের মতো?"

আদম লজ্জা পাইয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়া থাকে।

ঈশ্বর চিন্তামগ্ন হইয়া পড়েন।

হঠাৎ আদম বলে, "ইউরেকা!"

ঈশ্বর বিরক্ত হইয়া বলেন, "হাউকাউ করিও না। উলঙ্গ মানুষের মুখে ইউরেকা শুনিলে বিরক্ত লাগে।"

আদম কহিলো, "ঈশ্বর, আপনি উহাদের দপ্তর পালটাইয়া দিন। দুখায়িলকে বেণুবাজানো দপ্তরে পাঠাইয়া মাশরাফিলকে আবহাওয়া দপ্তরে লইয়া আসেন।"

ঈশ্বর তাকাইয়া থাকেন আদমের পানে।

আদম সোৎসাহে বলিতে থাকে, "কিংবা গুজরিলের দাওখানা গিবরিলকে দিয়া গুজরিলকে বার্তাদপ্তরের খতভর্তি ঝোলাখানা গছাইয়া দিন।"

ঈশ্বর বজ্রনির্ঘোষে বলেন, "আদম, তোমার কী মাথায় মস্তিষ্ক বলিয়া কোন পদার্থ নাই? বেয়াকুব! এই গর্দভের দলকে শায়েস্তা না করিয়া শুধু দপ্তর বদলাইয়া দিলেই কাজ চলিবে? দূর হও মূর্খ!"

আদম মনক্ষুন্ন হইয়া নিজ কুটির পানে রওনা দেয়। ঈশ্বর যেন কেমন, সোজা সমাধান পছন্দ করেন না।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: শনি, ২৭/০৫/২০০৬ - ৯:২০অপরাহ্ন)

আদমচরিত ০০৮

মুখফোড়

পুরাতন লোডশেডিং নতুন বোতলে। তাই পুরাতন গল্প নতুন লেবেলে।

আদমের হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেলো গরমে। গায়ে জবজব ঘাম। পাশের খাটে শায়িতা ঈভ। বেলাল্লা বেটি, গাত্রে জামাকাপড়ের ঠিকঠাক নাই, নিঃশ্বাসের তালে তালে তাহার বক্ষ উঠিতেছে আর নামিতেছে। আদম মুগ্ধলোচনে চাহিয়া থাকিয়া গুনগুনাইয়া ওঠে, তোমার বুকের ফুলদানিতে ফুল হবো বধূ আমিইইইইইইই ...।

ঈভের নিদ্রা ভাঙিয়া যায়, সে ধড়ফড়াইয়া উঠিয়া দুই হস্তে বক্ষ আবৃত করে। নিষিদ্ধ ফলের পশ্চাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আদমের অবস্থা কাহিল, ফল চাখিয়া না দেখিলেও শুঁকিয়া সে দেখিয়াছে বিস্তর। ঘ্রাণম অর্ধভোজনম, তাই আদ্ধেকটা আছর পড়িয়াছে আদমের ওপর। আজকাল সে নানা কদর্থক ইঙ্গিত করে, ফুলটুল আনিয়া দিয়া ঈভের অঙ্গে আনমনে হস্তক্ষেপ করিতে চায় ... অবস্থা খারাপ।

ঈভ খ্যাঁক করিয়া ওঠে, "ঘুমাও না ক্যান?"

আদমের মেজাজ চটিয়া যায়। সে দন্তে দন্তে প্রবল ঘর্ষণ করিয়া বলে, "ঘুমাই ক্যামনে? কারেন্ট নাই!"

ঈভ চাহিয়া দেখে, আসলেই, ভ্যাপসা গরম। ফ্যান নাই। স্বর্গে কয়েকদিন ধরেই ঘন ঘন লোডশেডিং চলছে।

আদম রাগে গরগর করিতে থাকে, তারপর খাটিয়ার তলদেশ হইতে একটি খর্বকায় লাঠি লইয়া বাহির হয়।

পরদিন দৈনিক স্বর্গবার্তায় বিরাট বড় হেডলাইন ছাপা হয়:

আদমজীর লঙ্কাকান্ড!

ছবিতে দেখা যায়, উন্মত্ত আদম লাঠি দ্বারা পিটাইয়া বৃক্ষগুল্মতৃণ স্বর্গদূত পুষ্পকানন সব তছনছ করিতেছে। ইনসেটে আহত গুটি কতক প্রহরী স্বর্গদূতের পট্টিবন্দী মস্তকের ছবি। তাহাদের মুখচ্ছবি বিষণ্ন।

ঈশ্বর আদমকে ডাকিয়া পাঠান। আদম গোমড়াবদনে গিয়া দরবারে হাজির হয়।

ঈশ্বর গম্ভীর মুখে বলেন, "আদম, তুমি যে পাপ করেছো, তার শাস্তি কী, তা জানো?"

আদম ডুকরিয়া উঠিয়া বলে, "খালি শাস্তির ভয় দ্যাখান! আর ঐদিকে যে রাত্রে কারেন্ট থাকে না, ঘুমাতে পারি না ... সেটার কী হবে?"

ঈশ্বর বিরক্ত হইয়া বলেন, "আশ্চর্য কথা! একটু খোলা বাতাসে বেরিয়ে হেঁটে চলে আসবে। এখন স্বর্গে শরৎকাল, মৃদুমন্দ বাতাস চালায়, তার ওপর আকাশে কত বড় চাঁদ, অতি বড় পাষন্ডও এই পরিবেশে রসগ্রস্ত হয়, আর তুমি কি না দাঙ্গা ফ্যাসাদ করলে? স্বর্গের শান্তিশৃঙ্খলাউন্নয়নের কথা ভাবলে না? এসব নাশকতামূলককাজ করলে চলবে?"

আদম ক্ষেপিয়া গিয়া কহিলো, "রসগ্রস্ত হয়ে লাভ কী? ঈভের কাছে গেলেই সে আমাকে ধাক্কা দেয়, ঐদিন নেংটুতে হাঁটু দিয়ে গুঁতা দিছে, ব্যথা পাইছি ... ই ই ই ...।" আদম নেংটুর বেদনা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলে।

ঈশ্বর একটু বিব্রত হন। কিন্তু তবুও কঠোর মুখে বলেন, "আমি লক্ষ্য করেছি, তুমি খালি দাঙ্গাহাঙ্গামার দিকে যাও। আইনের শাসনের প্রতি তোমার কোন শ্রদ্ধা নাই। এরপর যদি

এমন করো তাহলে কিন্তু খুব কড়া স্বর্গদূতের হাতে তোমাকে সমর্পণ করা হবে। কোহিনূর স্বর্গদূত নূরের তৈরি হলেও তার হাতের মার বড় কড়া ... তখন চিকিৎসার জন্য স্বর্গের বাইরেও যেতে হতে পারে ... হুঁশিয়ার!"

আদম খুব ক্ষেপিয়া ওঠে, বলে, "খালি স্বর্গ থেকে বাইর করার হুমকি দ্যান ক্যান, হুমকি দ্যান ক্যান? এইরকম করলে কিন্তু আমি নিজেই বালবাচ্চা নিয়া যামুগা, হ! থাকুম না স্বর্গে। স্বর্গের মায়রে বাপ। আমি দুনিয়াতে যামুগা ঈভরে লইয়া।"

ঈশ্বর বড় বিচলিত হইয়া পড়েন।

আদম বকিয়া চলে, "হ, পদত্যাগ করুম। সবাইরে গিয়া কমু, আপনে খালি পার্শিয়ালিটি করেন। দুর্নীতি করেন। তখন বুইঝেন কইলাম।"

এই বলিয়া সে দুপদাপ পা ফেলিয়া নিষ্ক্রান্ত হয়।

ঈশ্বর চিন্তিত হইয়া পড়েন। তারপর খানিক ভাবিয়া তাঁহার লিপিকার স্বর্গদূতকে বলেন, "পবিত্র মহাগ্রন্থে আদমের শ্লোকগুলোতে একটু পরিবর্তন হবে। লেখো এইভাবে ...

নিষিদ্ধ ফলের তরে জিভে তার লালা ঝরে
চুরি করি খাইয়া আদম
বমাল পড়িলো ধরা শাস্তি হইলো কড়া
যাবজ্জীবন ও সশ্রম
কারাদন্ড দুনিয়াতে ঈভও গেলো তার সাথে
তার পাপও ছিলো না তো কম
সে-ই গিয়া সাধি সাধি করাইলো পাপ আদি
দুইজনে গিলিলো গন্ধম।

আদমকে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের অপরাধে পৃথিবীতে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়েছিলো। ওকে?"

লিপিকার স্বর্গদূত একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া কহিলো, "বস, মিথ্যা কথা লিখবো?"

ঈশ্বর মহা চটিলেন। বলিলেন, "মিথ্যা হবে কেন, এমনটাই ঘটবে! আদম যদি পদত্যাগ করে, আমার মান সম্মান কিছু থাকবে? ওকে আমি স্বর্গ থেকে ... অব্যাহতি দেবো!"

বি.দ্র. আনোয়ার তালুকদারের পদচ্যুতি, যাহাকে উনি পদত্যাগ আর প্রধানমন্ত্রীর অফিস অব্যাহতি বলিতেছে, তাহার সহিত এই গল্পের কোন সম্পর্ক নাই।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: বিষ্যুদ, ৩০/০৪/২০০৯ - ৭:১৬পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত ০০৮

মুখফোড়
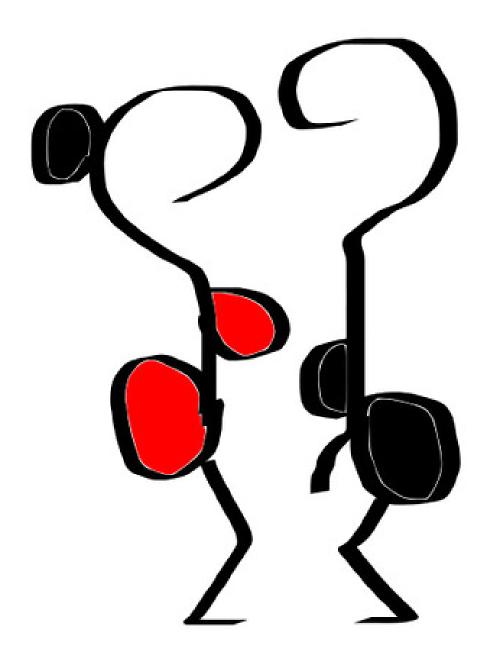
স্বর্গে বড় গোল হইতেছে।

ঈশ্বর একখানি তোয়ালা ঠান্ডা পানিতে ভিজাইয়া মস্তকে মাঝে মাঝে ঘষিতেছেন। অদূরে আদম-ঈভের কুটির হইতে অশালীন গালাগালি ভাসিয়া আসিতেছে।

আদম বলিতেছিলো, "রমণ করিতে দিবি না কেন মাগী? মাগনা পাইয়াছি নাকি তোকে? নগদ একখানি পঞ্জরাস্থি খরচা করিতে হইয়াছে তোকে ঘরে তুলিতে। কড়ায় গন্ডায় উশুল করিয়া ছাড়িব!"

ঈভ চেঁচাইয়া কহিতেছিলো, "যা যা তোর মত ফুটা বোটের কাপ্তেন কত দেখিলাম! খালি মুখে ফটর ফটর! রমণ করিতে চাস তো যা আগে গিয়া নিষিদ্ধ ফল গোটা কতক চাবাইয়া আয়। তারপর যদি তোর সংবিধান সমুন্নত হয় তো আসিস!"

আদম আবার চিৎকার করিয়া কহিল, "সমুন্নত হইবে কীরূপে? ছলাকলা কিছু দেখাবি তবে না হইবে! যে-ই না চেহারার ছিরি! যা গিয়া স্নান করিয়া সুগন্ধি মাখিয়া ঘন্টা খানেক চৌষট্টি কলা চর্চাইয়া দ্যাখা! তাহার পরে দেখিস রমণ কাকে বলে! তোর চৌদ্দগুষ্টিকে রমণাইয়া ছাড়িব, মাগী ...।"

ঈশ্বর কানে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিলেন। তাঁহার সৃজনের এই পরিণতি! এমন ইতর ভাষায় মনুষ্য কথা কহে? তদুপরি ইহারা নরনারী, একে অপরের পরিপূরক! ইহারা কোথায় অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষরূপে জীবন যাপন করিবে, তাহা নহে, দিনরাত রমণ লইয়া কাজিয়া করিতেছে।

ঈশ্বর ঠিক করিলেন, আদম ঈভের কুটিরে একজন মডারেটর নিয়োগ করিবেন। সে ইহাদের সামলাইয়া রাখিবে।

কাকে মডারেটর নিয়োগ দেয়া যায় তাহা লইয়া ঈশ্বর একটু পেরেশানিতে পড়িলেন। স্বর্গদূত কাউকে নিয়োগ দিলে ঝামেলা, উহারা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, আদম ঈভকে নিরস্ত করা

তাহাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। তাছাড়া তাহারা ঐ কুটিরে থাকিলে প্রচুর কুবাক্য শিখিয়া নিজেরাই বখিয়া যাইবে।

চিন্তার অবসরে অদূরে ম্যাৎকার শুনিয়া ঈশ্বর সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন। দেখিলেন, অদূরে একটি পনসবৃক্ষের কান্ডে দু'টি পদ তুলিয়া দিয়া পরম আরামে পানসপত্র চিবাইতেছে আদমের পোষা ছাগুটি।

ঈশ্বরের মাথায় বুদ্ধি খেলিয়া উঠিল। তিনি ইশারায় ছাগুরামকে কাছে ডাকিয়া সমস্ত ব্যাপার জলবত্তরলম করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন। ছাগু পিতামাতার তৃতীয় সন্তান, সে নাচিতে নাচিতে আদম-ঈভের কুটিরে গিয়া ঢুকিল।

ঈশ্বর তোয়ালা মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া চৌকিতে লম্বা হইলেন। দূরে হট্টগোল কিছুটা স্তিমিত হইয়াছে।

ছাগুরাম গম্ভীর মুখে আদমকে বলিল, "কোন অশালীন কথা বলিও না আদম। ঈভ, তুমিও অশালীন কথা বলিও না।"

আদম দন্ত খিঁচাইয়া কহিল, "ক্যানো রে ছাগু? তুই কোথাকার কে?"

ছাগুরাম বলিল, "আমি মডুরাম। অদ্য হইতে তোমাদের মডারেট করিব। বাজে কথা বলিলে গুঁতাইয়া দিব। এই দেখ শিং।" সে নিজের শৃঙ্গ দেখায়।

আদম মুষড়িয়া পড়িয়া বলিল, "ঈশ্বর খালি পোঁদে কাঞ্চি দ্যান। স্বীয় স্ত্রীর সহিত ঝগড়া করিতেছি, তাঁহার কেন ইয়ে জ্বলে?"

ছাগুরাম ক্রুর হাসিয়া বলিল, "বাজে কথা চো*;:ইও না আদম। বাজে কথা চো*;:নো আমি পছন্দ করি না।"

ঈভ চেঁচাইয়া বলিল, "ওরে ছাগু, তুই নিজেই তো গালাগালি করিতেছিস ...!"

ছাগু চোখ টিপিয়া বলিল, "মড়ুরাম হওয়ার মজাই তো ইহা! বুঝিলে মাগী?"

আদম ঈভ ঠান্ডা মারিয়া গেলো। ছাগুরাম আপনমনে খিস্তি করিতে লাগিলো। ঈশ্বর ততক্ষণে চৌকিতে শুইয়া নাসিকা গর্জন করিতেছেন।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: সোম, ২৫/১২/২০০৬ - ১:০১পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত ০০৯

মুখফোড়

আদম ক্রোধান্ধ হুহুঙ্কার ছাড়িতে ছাড়িতে ঈশ্বরের দরবারে প্রবেশ করিলো।

দ্বারপথে জনৈক স্বর্গদূত তাহার আইডেন্টিটি কার্ড দেখিতে চাহিয়াছিলো। কহিয়াছিলো, "ডান্ডি কার্ড হায় কেয়া?"

আদমের মেজাজ অদ্য দুরস্ত নাই, সে দন্ত খিঁচাইয়া কহিলো, "কদ্দিন আগেই না সেজদা দিয়ে পায়ের গোদে চুমাচাটি খাইলি? ভুলে গেলি এর মধ্যেই? আমার আবার ডান্ডি কার্ড কিসের র্যা?" এই বলিয়া সে প্রহরী স্বর্গদূতের হাতের লাঠি কাড়িয়া লইয়া এক অনর্থ কর্ম করিলো। তারপর হনহন করিয়া গিয়া হাজির হইলো আরশে আসীন ঈশ্বর বাহাদুরের সামনে।

ঈশ্বরের কোন ভাবান্তর নাই, তিনি নির্বিকার মুখে বসিয়া রহিলেন।

আদম কুর্ণিশ করিয়া কহিলো, "হে পিতা ঈশ্বর, ঈভ মাগীকে অতি সত্বর শায়েস্তা করতে হবে। মাগী রোজ আমাকে ঘ্যাম যৌন নির্যাতন করে চলছে মাইরি।"

ঈশ্বর স্মিতমুখে বসিয়া শুনিতে লাগিলেন, কোনরূপ উত্তর করিলেন না।

আদম কহিলো, "বহুকষ্টে মাগীকে সেদিন রাজি করিয়েছি ইয়ে করার জন্য। তার সেই এক গোঁ, আমাকে নিষিদ্ধ ফল গিলতে হবে, তারপর রীতিমতো উত্থান নিয়ে তার কাছে যেতে হবে। যতই বলি এইসব কেমিক্যাল খাওয়া স্বর্গে নিষিদ্ধ, ঈশ্বর নিজে নিষেধ করেছেন, বলেছেন কখনো খেতে দেখলে পোঁদে লাথি মেরে বার করে দেবেন, সে ততই বলে, তাহলে যাও, এইসব ইয়ে তোমার ঈশ্বরের সাথে গিয়ে করো! আমার কাছো আসো কেন? মাগীর আস্পদ্দা চিন্তা করে দেখুন! আর কী অশ্লীল সব কথাবার্তা! বলে কি না ... যা-ই হোক!"

ঈশ্বর প্রশান্ত মুখে বসে রইলেন।

আদম বকিয়া চলিলো, "মাগীর উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে সেদিন গিবরিলকে ঘুষ দিলাম, একটি স্বর্গবেশ্যাদের সচিত্র পত্রিকা, মাসিক কামরশ্মির অক্টোবর সংখ্যাটি, বস আপনি দেখেছেন কি না জানি না, প্রচ্ছদেই সেরকম রগরগে সব ছবি, গিবরিল আমাকে কড়ার

করলো সে আমাকে একটা নিষিদ্ধ ফল সেদিন সন্ধ্যায়ই যোগাড় করে দেবে। ... আমি জানি, আপনি শুনলে রাগ করবেন, কিন্তু মা কসম ঠাকুর, সত্যি কথা বলছি!"

ঈশ্বর বাধা দিলেন না আদমকে, শুনিয়া যাইতে লাগিলেন।

আদম কহিলো, "সন্ধ্যাবেলা গিবরিল এসে হাজির, হাতের পোঁটলায় ফল। আমি তো তখনই ঘরে সুগন্ধি ধূপ জ্বেলে, একটা পরিষ্কার হাফপ্যান্ট পড়ে, চুল আঁচড়ে, ঈভের দরজায় টোকা দিয়ে দাঁড়ালাম ফল হাতে করে। মাগী দরজা খুলে প্রথমেই ছোঁ মেরে ফলটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে শুঁকে দেখলো, তারপর এক কামড় খেয়ে বলে কী শুনবেন? বলে, এটা আসল নিষিদ্ধ ফল না। এটা রেপ্লিকা। যাও ভাগো!"

ঈশ্বর কিছু কহিলেন না।

আদম ফুঁসিতে লাগিলো, "ভেবে দেখুন গিবরিলের হারামিপনাটা! আস্ত একটা ন্যাংটা কাগজ দিলাম, আর সে কি না আমাকে একটা নকল ফল এনে দিলো! কোন মানে হয়? ইস, কত কষ্ট হয়েছে হাফপ্যান্টটা পরার সময়!"

ঈশ্বর নিরুত্তর শুনিতে লাগিলেন প্রসন্ন বদনে।

আদম কহিলো, "তারপর মাগীর কান্ডটা শুনুন! শুনলে আপনারও গায়ের পশম খাড়া হয়ে যাবে! আমার মুখের ওপর দরজাটা গদাম করে লাগিয়ে দিলো! বলে কি না, আগে দাঁড়া করাও তারপরে এসো! ... আপনিই বলুন, এ অপমান সহ্য হয়? আমি যত বলি আরে দরজা খোলো, আসো একটু রোমান্স করি, একটু জাবড়াজাবড়ি চুমাচুমি করলে আর নিষিদ্ধ ফল লাগবে না, বাৎস্যায়নশাস্ত্র থেকে কোট করলাম, দরজার ওপাশ থেকে বলে কি, তাহলে বাৎস্যায়নের সাথে গিয়ে এইসব করো, আমার সাথে কী?"

ঈশ্বর চুপচাপ শুনিয়া যাইতে লাগিলেন।

আদম দন্ত কিড়মিড় করিয়া কহিলো, "আমি কিছুক্ষণ ছটফট করলাম, মাসিক কামরশ্মির নভেম্বর সংখ্যাটি উল্টেপাল্টে দেখলাম, কিন্তু লাভ হলো না। আবার গিয়ে ঈভের দরজায় টোকা দিলাম, কোন সাড়া নাই। তখন মেজাজ গেলো খারাপ হয়ে, বললাম, তবে রে মাগী, এইভাবে এই ফাল্গুন মাসটা নষ্ট করবি? দাঁড়া দেখাচ্ছি! ... বলে লাথি মেরে ঘরের দরজা ভেঙে ঢুকলাম। ঢুকে দেখি, ঈভ বিছানার ওপর শোয়া, পরনে শুধু একটা ফিনফিনে কাঁচুলি আর একটা একরত্তি জাঙ্গিয়া! দু'টোই গোলাপি রঙের! আমার তো দেখে মাথা গরম হয়ে গেলো, ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওর ওপর!"

ঈশ্বর কোন মন্তব্য করিলেন না।

আদম রোষতপ্ত কণ্ঠে কহিলো, "মিনিট পনেরো বাদে হুঁশ হতে খেয়াল করে দেখি কী শুনবেন? ওটা ঈভ ছিলো না, ছিলো ঈভের রেপ্লিকা! মাগী নিজের একটা রেপ্লিকা বানিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে! ... কেমন লাগে বলুন? এমন একটা বউ দিলেন পাঁজরের একটা হাড্ডি খরচা করে, যে কিনা কোন কাজেই আসে না, খালি পেরেশানি দেওয়া ছাড়া! আর মাথায় খালি নিষিদ্ধ ফল, নিষিদ্ধ ফল! আর কোন চিন্তাই নাই তার মাথায়! কত আদর করে ডাকি, সোনা মানিক বলে, বলি আয় একটু হয়ে যাক, মাগী এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বার করে দেয়! আরে, এই তল্লাটে আর কোন মরদ আছে নাকি ওর জন্য যে এতো বাছাবাছি করে, য়্যাঁ?"

ঈশ্বর কোন উত্তর দিলেন না।

আদমের এইবার একটু সন্দেহ হয়, সে বলে, "বস? আপনি শুনছেন তো আমার কথা?"

ঈশ্বর নিরুত্তর রহিলেন।

আদম আগাইয়া গিয়া দেখিলো, সমস্যা গুরুতর। কে বা কাহারা যেন আরশের উপর ঈশ্বরের একটি রেপ্লিকা গড়িয়া রাখিয়া দিয়া গেছে ...।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: বুধ, ২৬/১২/২০০৭ - ৪:০৩পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত ০১০

মুখফোড়
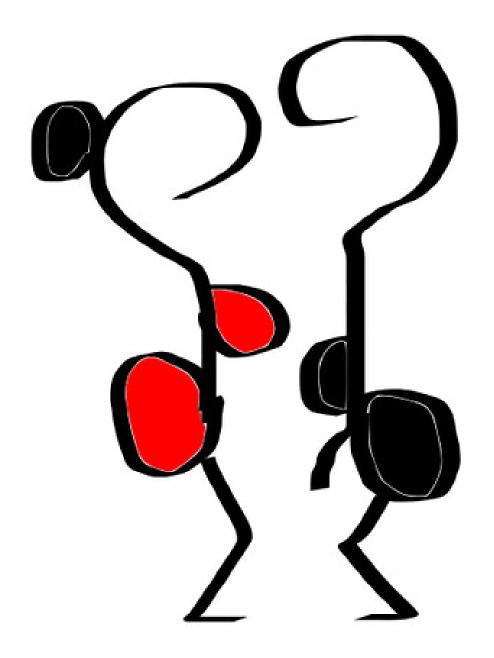
আদম বিষন্নবদনে একটি দুধের নহরে পা ডুবাইয়া বসিয়াছিলো, স্বর্গদূত গিবরিল একটা রশ্মিনির্মিত গেন্ডারি চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া কহিলো, "আদম! হইয়াছে কী? মুখখানি

মলিন কেন?"

আদম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলো, "আর কী হইবে? ঈভকে পটাইয়া খাটে তুলিতে পারিতেছি না। মাগী কেবলই নিষিদ্ধ ফলের জন্য বায়নাক্কা ধরে।"

গিবরিল কহিলো, "তুমি আর কতদিন ঈভের পশ্চাদ্ধাবন করিবে? এই বেলা আমাদের সাথে রশ্মিপট্টিতে চলো। সেইখানে গিজগিজ করিতেছে স্বর্গবেশ্যাদের দল!"

আদম চটিয়া গিয়া কহিলো, "তোমার মতো রশ্মিনির্মিত উজবুক যদি বটিতাম তবে কবেই রশ্মিপট্টি ছারখার করিয়া আসিতাম! আমি মৃত্তিকা নির্মিত আদম! আমার ঈভ আর এই দক্ষিণ হস্ত ছাড়া আর গতি কী?"

গিবরিল গেন্ডারির রশ্মিনির্মিত খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে কহিলো, "তোমার বাম হস্তে কী হইয়াছে?"

আদম থতমত খাইয়া কহিলো, "বাম হস্তে ঠিক জুইত লাভ করি না। ক্যামন যেন বোধ হয়!"

গিবরিল কিছুক্ষণ আনমনে গেন্ডারি খাইয়া কহিলো, "ঈশ্বরকে বুঝাইয়া বলিলে তিনি হয়তো তোমার জন্য আরেকজন বেইব নির্মাণ করিবেন।"

আদম দাঁত খিঁচাইয়া কহিলো, "হাঁ, বলিয়াছে তোকে! আমার পঞ্জরাস্থিখানা খুলিয়া লইবার আগে ঈশ্বর কত মূলাই দোদুল্যমান করিয়াছিলেন আমার নাসিকার সম্মুখে! বলিয়াছিলেন, হাতের কাজে খ্যামা দাও আদম! তোমাকে একখানা সঙ্গিনী বানাইয়া দিতেছি, তাহার সহিত যাহা মন চায় করিও! ... উঁহুহু, ঐসব বালকভুলানো কায়দায় আমি আর পটিতেছি না! তখন পঞ্জর গিয়াছে, এরপর হয়তো একখানি রানের হাড্ডি খুলিয়া লইয়া আরেক নচ্ছাড় মেয়েছেলে তৈয়ার করিবেন! আর দিনকাল ভালো না, ইদানীং

শুনিতেছি নারীরা নারীর প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িতেছে। নতুন একখানা মেয়ে আমদানি হইলে আমার আমছালা সবই লুপ্ত হইতে পারে!"

গিবরিল বলিলো, "তোমার মস্তিষ্ক অত্যন্ত ক্ষিপ্র, হে আদম! এতো এতো নৈরাশ্যজনক সম্ভাবনা তুমি ভাবিয়া রাখিয়াছো!"

আদম দুধের নহরে নিষ্ঠীবন ফেলিয়া কহিলো, "আমার মতো ফাঁপরে থাকিলে তুমিও ভাবিতে। ঈশ্বরকে একখানা আলটিমেটাম দিবো ভাবিতেছি, নিষিদ্ধ ফলের অ্যাকসেস কিয়দকালের জন্য উন্মুক্ত করিতে! রাজি না হইলে সপরিবারে স্বর্গ ত্যাগ করিবো!"

গিবরিল বলিলো, "তুমি নিষিদ্ধ ফলই কেন খাইতে চাও বারে বারে? আলু খাইয়া দেখো না কেন?"

আদম চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলো, "আলু খাইয়া কী হইবে?"

গিবরিল কহিলো, "স্বর্গবার্তা চ্যানেলে মমতাজের সঙ্গীতখানি শ্রবণ করো নাই বুঝি? শুনিলেই উপলব্ধি করিবে, আলু কতো উপকারী ফল!"

আদম দন্তসংঘর্ষ সহযোগে কহিলো, "আলু ফল?"

গিবরিল হাসিমুখে ইতিবাচক উত্তর দিতে যাইতেছিলো, আদম চোখের পলকে খাড়া হইয়া তাহাকে বিকট এক পদাঘাতে দূর করিয়া দিলো। গিবরিলের শরীর রশ্মিনির্মিত বলিয়া তেমন কোন চোট না লাগিলেও সে দুঃখিত চিত্ত রশ্মপট্টির দিকে যাত্রা করিলো ডানা ঝাপটাইয়া।

আদম আবার আনমনে দুধের নহরের তীরে বসিয়া সপ্তপঞ্চ চিন্তা করিতেছিলো, হঠাৎ বোঁটকা ঘ্রাণ নাসিকায় আঘাত করিতে চমকাইয়া উঠিয়া দেখিলো, শয়তান তাহার পাশে আসিয়া বসিয়াছে। তাহার হস্তে একটি ঠোঙা।

আদম বলিলো, "ওরে নীচ শয়তান! কী বারতা কহ!"

শয়তান মিটিমিটি হাসিয়া কহিলো, "আমি তো ভালোই আছি। তোমার অবস্থা দেখিয়া মনটা ভালো নাই।"

আদম কহিলো, "নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার একটা উপায় বাতলাইতে পারো?"

শয়তান কহিলো, "নিষিদ্ধ ফল খাওয়া এখন শয়তানেরও অসাধ্য হইয়া গিয়াছে। রীতিমতো অগ্নিমূল্য! তবে বিকল্প আছে বৈকি।"

আদম লম্ফ দিয়া উঠিয়া কহিলো, "আছে?"

শয়তান কহিলো, "আছে। সে এক আজব ফল। একটি খাইলেই দেহে পাইবে লাবণ্য, মনে পাইবে আনন্দ। অশ্বের ন্যায় শক্তিলাভ করিবে শরীরে। শরীরের কোন কোন স্থানে লৌহভাব দেখা দিতে পারে। দিনে একাধিকবার সক্রিয় হইলেও অস্ত্র টলিবে না। স্ত্রীলোক মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পায়ে পায়ে ঘুরিবে। ... কী, খাইয়া দেখিবে নাকি?"

আদম শয়তানের দুই পদ জড়াইয়া ধরিয়া ফোঁপাইয়া উঠিলো।

শয়তান ধীরলয়ে ঠোঙা হইতে একটি ফল বাহির করিয়া আচমকা আদমের মুখে সজোরে গুঁজিয়া দিলো। ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া আদম কোঁৎ করিয়া গিলিয়া ফেলিলো।

"ইহা কী ফল?" আদম মুখ বিকৃত করিয়া প্রশ্ন করিলো।

শয়তান মিটিমিটি হাসিয়া কহিলো, "জলপাই।"

আদম বার কয়েক জলপাই নামটি জপিয়া হঠাৎ উঠিয়া শয়তানের করমর্দন করিয়া জোর পায়ে বাটীর পথে হাঁটা ধরিলো।

শয়তান আনমনে হাসিতে লাগিলো আদমের গুহ্যদ্বারের প্রস্থচ্ছেদের কথা ভাবিয়া। বোকা আদম জানে না, জলপাই যত সহজে প্রবেশ করে, তত সহজে নিষ্ক্রান্ত হয় না।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: বিষ্যুদ, ০৫/০৬/২০০৮ - ২:০৫পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত ০১১

মুখফোড়
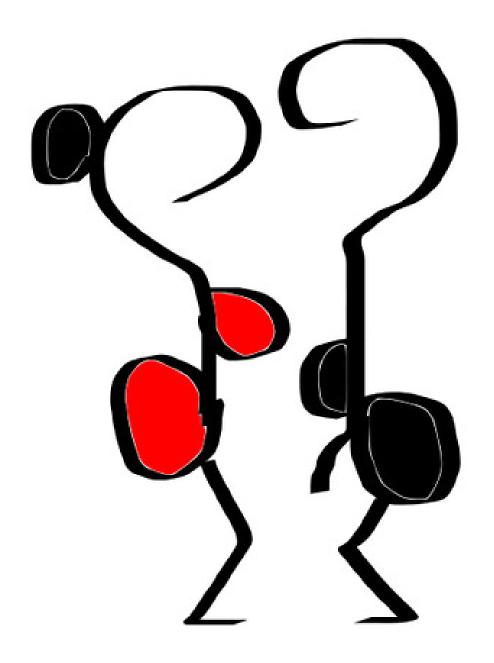
ঈশ্বর আসনে বসিয়া ঢুলিতেছিলেন, ইদানীং হাতে কাজের চাপ কম, খালি তন্দ্রা আসে। সৃষ্টির শুরুতে এক হপ্তা গাধার খাটুনি খাটিতে হইয়াছিলো, বর্তমানে বেশ বিশ্রামযুগ

কাটাইতেছেন। বোর অনুভব করিলে তিনি মাঝে মাঝে আসনপার্শ্বে রক্ষিত চিলুমচি হইতে বরফখন্ড লইয়া ইতস্তত ছুঁড়িয়া মারেন। সেগুলি মহাকাশে লাট খাইতে থাকে, বোকা লোকে তাহাকে ধূমকেতু মনে করিয়া জোর গবেষণা শুরু করিয়া দেয়।

হঠাৎ বিকট ম্যাৎকারে ঈশ্বরের তন্দ্রা টুটিয়া খানখান হইলো। তিনি চক্ষু ডলিতে ডলিতে তাকাইয়া দেখিলেন. আদমের পালতু ছাগুরামটি তাহার সম্মুখে দন্ডায়মান। তাহার মুখচ্ছবি জ্ঞানের ভারে বিকট। চোয়াল নড়িতেছে। নিশ্চয়ই কাঁটালপাতা চিবাইতেছে। ছাগুরাম কাঁটালপাতার যম।

ঈশ্বর ছাগুরামের কর্মকান্ডে ব্যাপক আমোদ লভিয়া থাকেন। তিনি সহাস্যে শুধাইলেন, "কী গো ছাগু, কী সংবাদ? দন্তমার্জনা কর না কেন? দাঁতের ফাঁকে কাঁটালপাতা দেখিতেছি যে!"

ছাগু মাটিতে পা ঠুকিয়া বলিলো, "কাঁটাল পাতা ফুরাইয়া গিয়াছে।"

ঈশ্বর সস্নেহে বলিলেন, "কাঁটাল পাতা সব খাইয়া শেষ করিয়াছো?"

ছাগু গোঁ গোঁ করিয়া বলিলো, "আমার নাগালে যত পাতা ছিলো চিবাইয়া বিনাশ করিয়াছি। অবশিষ্ট কাঁটাল পাতা আমার নাগালের উপরে। পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়াও তাহাদের আয়ত্বে আনিতে পারি না।"

ঈশ্বর বলিলেন, "এখন আমাকে কী করিতে হইবে বল।"

ছাগু বলিলো, "মাঠের যত ঘাস আছে, উহাদের কাঁটাল পাতা ঘোষণা করুন।"

ঈশ্বর চমকিয়া উঠিলেন। এ কেমন বিখাউজ আব্দার?

তিনি বলিলেন, "ঘাসেদের পিছে কেন লাগিয়াছো? উহারা তোমার কী ক্ষতি করিয়াছে? আমি বরং তোমার উচ্চতা কয়েক ইঞ্চি বর্ধন করিবার ব্যবস্থা দেখি। কিংবা কাঁটাল গাছকে

বলি তাহার যেন কান্ডদেশে আরো বেশি পত্র ধারণ করে। তাহলে চলিবে না?"

ছাগু ডানে বামে মাথা নাড়ে। "মাঠের ঘাসগুলি আমি চিবাইয়া দেখিয়াছি। মন্দ নহে। ভাবিয়া দেখিলাম, উহারা প্রকৃতপক্ষে কাঁটাল পাতা। কিন্তু নিজেদের ঘাস বলিয়া দাবি করিয়া আমার মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াইতেছে। উহাদের কাঁটালপাতা ঘোষণা করুন, ল্যাঠা চুকিয়া যায়।"

ঈশ্বর ছাগুরামকে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘাস আর কাঁটালের ফাইলোজেনি খুলিয়া ছাগুরামকে দেখাইলেন, তাহাদের উদ্ভবের ইতিহাস আলোচনা করিলেন, ঘাসের ঘাসত্ব লইয়া ঘাসের বক্তব্যও পাঠ করিয়া শুনাইলেন। কিন্তু ছাগুরাম মানিতে নারাজ। তাহার এক দফা এক দাবি।

অবশেষে ঈশ্বর চটিয়ামটিয়া ছাগুকে খেদাইয়া দিলেন। ছাগু রোষকষায়িত লোচনে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া প্রস্থান করিলো। যাইবার আগে মাটিতে ছরছর করিয়া একগাদা লাদিও ছাড়িয়া গেলো।

ঈশ্বর তাঁহার ইন্টেলিজেনস বিভাগের ভারপ্রাপ্ত স্বর্গদূত জেমসবন্ডাইলকে তলব করিলেন। জেমসবন্ডাইল সন্তর্পণে আসিয়া কুর্ণিশ করিলো।

"ছাগুরামের হঠাৎ এইরূপ উগ্রতার কারণ কি?" ঈশ্বর সোজাসাপ্টা জানতে চাইলেন।

জেমসবন্ডাইল একখানি বিড়ি ধরাইলো। "বন্ডাইল। জেমস বন্ডাইল।"

ঈশ্বর মহা ক্ষেপিয়া গেলেন। "ভড়ং ছাড়ো মূর্খ! ঐসব অপ্সরা পটানো বুলি আমার সামনে আরেকবার আওড়াইলে মারিয়া পস্তা উড়াইবো!"

জেমসবন্ডাইল থতমত খাইয়া বিড়িটা ফেলিয়া দিলো। "গোস্তাকি মাফ করবেন হুজুর, বদভ্যাস ছাড়িতে পারিতেছি না। ... হইয়াছে কি, কিয়ৎকালপূর্বে ছাগুরাম গোঁধরিয়াছিলো,

সে আর স্বর্গে বাস করিবে না। আদম নাকি ঈভকে পটকাইতে না পারিয়া মাঝেমধ্যে তাহাতে উপগত হইবার কুচেষ্টা করিয়াছে। ছাগুরাম কয়েকদিন ঠিকমতো হাঁটিতে পারে নাই। বুঝতেই পারিতেছেন ...।"

ঈশ্বর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "প্রাসঙ্গিক কথা বলো অর্বাচীন।"

জেমসবন্ডাইল বলিলো, "তো ... ছাগুরাম ঠিক করিয়াছিলো সে স্বর্গ ত্যাগ করিবে। এইখানে তাহার বড় কষ্ট। সকলে তিরিভুজ বলিয়া গালাগালি করে, হো*া মারিতে চায় ... তো সে তাহার গামছায় রসদপত্র লইয়া স্বর্গ ত্যাগ করিবার সময় শয়তান আসিয়া তাহাকে ভুলাইয়াভালাইয়া একটি ঝোপের আড়ালে লইয়া গিয়াছিলো। সেইখানে তাহারা কী করিয়াছে তাহা আমি আপনাকে বলিতে পারিবো না, বড়ই শরমের বিষয় ... তবে শুনিয়াছি প্রচুর মৌদুধিকাঁটা ছাগুরামকে খাওয়ানো হইয়াছে। আমার ধারণা উহার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াতেই তাহার মস্তিষ্কে এইরূপ বিকৃতি দেখা দিয়াছে।"

ঈশ্বর বিরক্ত হইয়া জেমসবন্ডাইলকে হাতের ইশারায় বিদায় করিলেন। শয়তান বড় শয়তানি শুরু করিয়াছে। কমিক ছাগুটিকেও গুন্ডামো শিখাইয়া দিয়াছে।

দূরে ভ্যা ভ্যা শব্দ শুনিয়া ঈশ্বর কান পাতিলেন। শুনিলেন, ছাগু আরো কিছু তৃণভোজী ডাকিয়া আনিয়া মেহফিল জমাইয়া বসিয়াছে। সেখানে ঘাসকে কাঁটালপাতা ঘোষণার দাবি, আর মুক্তবুদ্ধির মুন্ডপাত চলিতেছে মুহুর্মুহু।

ঈশ্বর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া অস্ফূটে বলিলেন, "ব্যাটা তিরিভুজ কোথাকার ...!"

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: বিষ্যুদ, ০৮/০২/২০০৭ - ১:১১অপরাহ্ন)

আদমচরিত ০১২

মুখফোড়
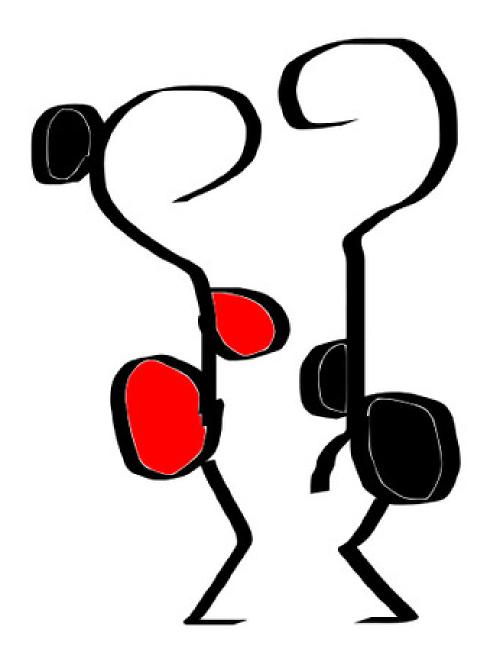
ঈশ্বর জরুরি সভা তলব করিয়াছেন। ম্যানেজার পর্যায়ের স্বর্গদূতের চোখ ডলিতে ডলিতে আসিয়া সভায় বসিয়াছে। ঈশ্বর বুঢ়া সর্বদা কাকভোরে সভা ডাকিয়া থাকেন।

ঈশ্বর রুদ্র কণ্ঠে বলিলেন, "আমি গোপন সূত্রে সংবাদ পাইয়াছি, আদম নাকি নাস্তিক হইয়া গিয়াছে!"

স্বর্গদূতরা অস্ফুটে আর্তনাদ করিয়া ওঠে। মাশরাফিলের হাতে ধরা সানকি হইতে কফি ছলকাইয়া পড়ে। আদম এত বড় চো*না তাহা কেউ আগে বুঝিতে পারে নাই।

ঈশ্বর কহিলেন, "জেমসবন্ডাইল, খুলিয়া কহো।"

জেমসবন্ডাইল একটা বিড়ি ধরাইয়া কহিলো, "বন্ডাইল! জেমস বন্ডাইল!"

দূরে অপ্সরাদের কোয়ার্টার হইতে অস্ফূট গুঞ্জন ভাসিয়া আসিলো, "মরি মরি আহা ...।"

ঈশ্বর ওয়েস্টপেপারবাস্কেট হইতে এক কপি মৌদুধিপুরাণ বাহির করিয়া জেমস বন্ডাইলের দিকে ছুঁড়িয়া মারিলেন, কিন্তু সে ঘাপটি মারিয়া বসিয়া পড়ায় তা তাহার রগ ঘেঁষিয়া চলিয়া গেলো।

"বাজে প্যাচাল পাড়িলে তোর কপালে দুকখু আছে বলিয়া দিলাম!" ঈশ্বর হুঁশিয়ার করিলেন।

জেমসবন্ডাইল বিড়িটা ফেলিয়া দিয়া গলা খাঁকরাইয়া শুরু করিলো, "সমবেত সুধীমন্ডলী, ও আজিকে যাহারা শুনিতেছেন। আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করিবো না ...।"

এর মাঝে ঘটিলো এক অভূতপূর্ব ঘটনা। কোথা হইতে আদমের পালতু রামছাগল ছাগুরাম আসিয়া গুটি গুটি পায়ে হাজির! সে আসিয়া সোজা একটি ত্রিকোণাকৃতির আসনে বসিয়া মন্দ্রস্বরে বলিল, "জেন্টুলমেন, আমাদের সমুখে সমূহ বিপদ। আদম নাস্তিক হইয়া গিয়াছে। পাইকারি দরে আবোল তাবোল বকিতেছে। কিছু করিতে হইবে। আমি

ঈশ্বরকে আহবান জানাইতেছি ইহার প্রতিকার লইবার। নতুবা আমি ঈশ্বরের উপর অনাস্থা প্রস্তাব তুলিবো স্থির করিতেছি।"

ঈশ্বর বাকরুদ্ধ হইয়া জেমসবন্ডাইলের দিকে তাকাইলেন। সে উঠিয়া ছাগুরামের পোঁদে লাথি মারিলো। ছাগুরাম কাতর ম্যাৎকার করিয়া কহিলো, "এখন একটু ব্যস্ত রহিয়াছি, পরে আসিয়া বিশদ কহিবো!" বলিয়া তিন লম্ফে প্রস্থান করিলো।

জেমস বন্ডাইল আবারও শুরু করিলো, "ইয়ো জনাবস! সেইদিন আমি ডিউটি শেষ করিয়া আদমের কুটিরের পাশ দিয়া ঘরে ফিরিতেছিলাম, হঠাৎ শুনিলাম ঈভ ও আদমের মধ্যে ব্যাপক কাজিয়া চলিতেছে। আদম কহিয়াছে, ঈশ্বর তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহার পঞ্জরের একটি অস্থি দিয়া তাহার জন্য একটি সঙ্গিনী নির্মাণ করা হইবে। আদম নাকি তখন শুধাইয়াছিলো, সঙ্গিনী কী বস্তু। ঈশ্বর প্রতুযত্তের চোখ টিপিয়া বলিয়াছিলেন, "ভো চীজ বড়ি হ্যায় মাস্ত মাস্ত।" পরবর্তীতে কনস্ট্রাকশন পিরিয়ড ফুরাইবার পর যখন হ্যান্ডওভার হয়, তখন সঙ্গিনী দেখিয়া আদমের ভালোই লাগিয়াছিলো। সে ভাবিয়াছিলো, তাহার হাতে লিখিবার দিন তবে ফুরাইলো। টাইপরাইটারে লিখিবার দিন শুরু হইলো। কিন্তু বাস্তবে ঈশ্বরের অঙ্গীকার যে একটি স্বর্গীয় ফাঁপর, তা সে একেবারে অস্থিতে অস্থিতে টেরটি পাইয়াছে। ঈশ্বর বরং ভাঁওতা দিয়া তাহাকে একটি সঙ্গমবিমুখ কাজিয়াবাজ রুমমেট গছাইয়া দিয়াছেন, যে ঢংঢাং করে কিন্তু কামের কাম করিতে দেয় না। ব্যাপারটা লইয়া সে খোদ ঈশ্বরের সহিত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আলাপ করিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে ক্রমাগত ভুঝুং দান করিয়া বঞ্চিত করিতেছেন। টাইপরাইটারটি পাশে রাখিয়া তাহাকে দিস্তার পর দিস্তা হাতে লিখিতে হইতেছে। ঐদিকে ঈশ্বর সাম্য ও সংযমের দোহাই তুলিয়া ভাঁওতাবাজি অব্যাহত রাখিয়াছেন। শুধু তাই নয়, জ্ঞানবৃক্ষের চতুর্দিকে প্রহরা ত্রিগুণিত করিয়াছেন। এহেন ঈশ্বরের ওপর আর যা-ই হোক, বিশ্বাস রাখা যায় না।"

জেমসবন্ডাইল শ্রান্ত হইয়া কফির সানকিতে একটি চুমুক দেয়।

ঈশ্বর শুধান, "ঈভ কী কহিলো?"

জেমসবন্ডাইল আবারও একটি বিড়ি ধরাইয়া কহিলো, "ঈভ কহিয়াছে, সামান্য একটা জ্ঞানবৃক্ষের ফল এক কামড় যে খাইয়া আসিতে পারে না এমন পুরুষের মুখে মুড়ো খ্যাংড়া!"

ঈশ্বর বিমর্ষ মুখে বলিলেন, "আরে এই ঈভ দেখি দিনকে দিন হান্টারওয়ালি হইতেছে। তাহার এতো ভয় কীসের, বাচ্চা তো আর আসিবে না পেটে!"

জেমসবন্ডাইল সাগ্রহে কহিলো, "আমি কি তবে একদিন তাহাকে এই ব্যাপারে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা দিয়া আসিবো? একেবারে জলবত্তরলম যাহাকে বলে আর কি ... যে আমাকে না বলিতে পারিবে না!" সে পকেট হইতে আয়না আর চিরুনি বাহির করিয়া এক পশলা টেরি বাগাইয়া লইলো।

ঈশ্বর কহিলেন, "মারিয়া পস্তা উড়াইবো। ঐসব চলিবে না। তারপর কহ।"

এমন সময় আবারও ঘটিলো সেই দুর্ঘটনা। ছাগুরাম আবারও কোথা হইতে আসিয়া সভায় ঢুকিয়া কহিলো, "আদম নাস্তিক হইয়াছে। তাহার নাস্তিকতা দেখিয়া আমার হাসি পায়। কিন্তু আমি তাহার শাস্তি চাই। নাস্তিকদের স্বর্গ হইতে বহিষ্কার করিতে হইবে। তা না হইলে জ্বলিবে আগুন ঘরে ঘরে। ঈশ্বর অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, নতুবা কখন কী ঘটিয়া যায় কিচ্ছু বলা যায় না।"

এইবার গুজরিল আসিয়া চোখা একটি দন্ড লইয়া ছাগুরামের পোঁদে খোঁচা মারিলো। ছাগুরাম প্রবল ম্যাৎকার করিয়া উঠিয়া কহিলো, "জরুরি কাজে একটু বাহিরে যাইতে হইতেছে, ফিরিয়া আসিয়া সাইজ করিবো!" বলিয়া তিন লম্ফে পলায়ন করিলো।

ঈশ্বর কহিলেন, "ছাগুরামের সমস্যা কী? আমার উপর আদমের অবিশ্বাস জন্মিলে তাহার কী সমস্যা?"

জেমসবন্ডাইল ঈশ্বরের কানে কানে ফিসফিস করিয়া কী যেন কহিলো। ঈশ্বরের মুখ গম্ভীর রক্তাভ রূপ ধারণ করিলো। তিনি কহিলেন, "ছি ছি। টাইপরাইটার ব্যবহার করিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত ছাগুর পশ্চাতে উপগমন! আদম তো ভারি অশ্লীল!"

গুজরিল বলিলো, "হাঁ, পবিত্র গন্থে দেখিলাম, উহার কিছু বংশধর একে অন্যের পশ্চাতে এই কুকর্ম সাধন করিবে। আমাকে তখন গিয়া তাহাদের শহর উৎপাটন করিয়া লবণ হ্রদ তৈয়ার করিতে হইবে।"

ঈশ্বর চটিয়া কহিলেন, "ঈভের কি টাইপ করিতে ইচ্ছা জাগে না?"

জেমসবন্ডাইল সাগ্রহে শুধাইলো, "আমি কি খোঁজ লইয়া দেখিয়া আসিবো?"

ঈশ্বর কী যেন বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এমন সময় ছাগুরাম আবার আসিয়া হাজির! সে সটান আসিয়া কহিলো, "এইসব বাচ্চা ঈশ্বরদের নিয়ে এই একটা সমস্যা। নাস্তিকদের সমস্যা বলিয়া মনে করিতে চায় না। এইসব বাচ্চাদের কীরূপে বুঝাইবো যে নাস্তিকতা কত ভয়াবহ সমস্যা?"

ঈশ্বর কালেভদ্রে চটেন। তিনি চটিয়া কহিলেন, "অ্যায় কে আছিস, চো*নাটাকে ধরিয়া ভালো করিয়া পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া লইয়া আয়। তাহার পর একটি টেংরি ভাঙ্গিয়া হাতে ধরাইয়া দে।"

গুজরিল আগাইয়া গেলেরা, নৃশংস কাজে তাহার হাত পক্ক, এর এ তো অজশংস কাজ। ছাগুরাম কাতর ম্যাৎকার করিয়া উঠিলো।

তদ্যাবধি ছাগুরাম একটি পদ হারাইয়া ত্রিভূজ হইয়া ঘুরিতেছে।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: সোম, ২৬/০২/২০০৭ - ১:৩৭পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত ০১৩

মুখফোড়
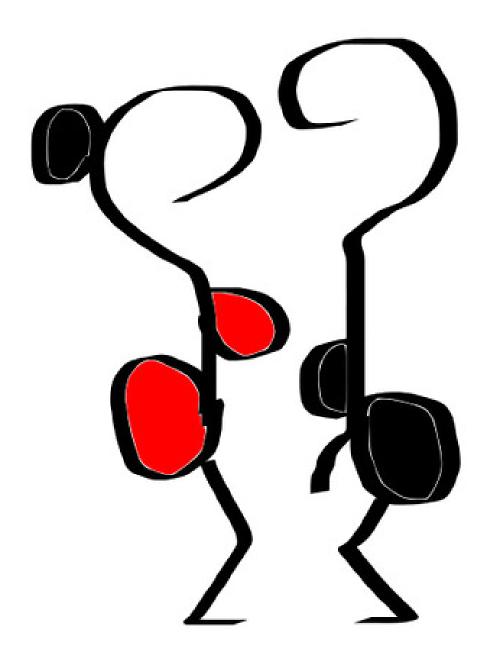
ঈশ্বর কুরসিতে হেলান দিয়ে ঝিমাইতেছিলেন। বয়স হইয়াছে, ইদানীং দ্বিপ্রহরে আহারের পর পরই ঠেলিয়া নিদ্রা আসে।

তন্দ্রার ঘোরে তাঁহার মনে হইতে লাগিলো, দরবারের বাহিরে কে বা কাহারা যেন গুজগুজ ফুসফুস করিতেছে। তিনি পাত্তা দিলেন না। সম্ভবত ইহা স্বপ্ন। এর অর্থ, নিদ্রা চাগাইয়া উঠিয়াছে। ঈশ্বর মনস্থির করিলেন, ঘুমাইয়া পড়িবেন। বিকালে উঠিয়া এক কাপ গরম চা পান করিবেন ফ্রেশ পাত্তি যোগ করিয়া, তাহলেই চলিবে।

কিন্তু নিদ্রা ঘনীভূত হইবার সুযোগ মিলিলো না, দরবারের দরজায় কে বা কাহারা যেন দমাদম কিল ঠুকিতে লাগিলো।

ঈশ্বর রক্তচক্ষু উন্মীলিত করিয়া উঠিয়া পরিধানের লুঙ্গি আরো সুচারুরূপে আঁটিতে আঁটিতে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। দরজার বাহিরে ইতস্তত অবস্থানরত যত্তসব অর্বাচীন স্বর্গদূত, এবং অবধারিতভাবেই পোঁদপাকা আদম।

ঈশ্বর মনে মনে বেজায় চটিলেন। দিবানিদ্রায় ব্যাঘাত সহ্য করার স্বভাব তাঁহার আয়ত্বে আসে নাই।

কিন্তু তিনি হুঙ্কার দিবার পূর্বেই আদম গলা খাঁকারি দিয়া বলিয়া উঠিলো, "আমাদের একটি আরজি আছে।"

ঈশ্বর বিড়বিড় করিয়া কী যেন বকিতে বকিতে দরবারমহল খুলিয়া দিয়া রিভলভিং আসনটিতে বসিলেন।

আদমসহ কয়েকজন স্বর্গদূত আসিয়া দরবারে দাঁড়াইল। আদম বলিলো, "স্বর্গে গণতন্ত্র ঠিকমতো চর্চ্চিত হচ্ছে না।"

ঈশ্বর হাঁক পাড়িয়া জনৈক স্বর্গদূতকে চা দিতে বলিলেন। তারপর একটি হাই তুলিয়া বলিলেন, "বটে? স্বর্গে গণতন্ত্র চাও?"

আদম বলিলো. "হ্যাঁ। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করলে এখানে ব্যাপক হুজ্জত হবার আশঙ্কা আছে। বিভিন্ন কুচক্রীমহল এখানে কেলো করার জন্যে সবসময় সক্রিয়।"

ঈশ্বর আবারও একটি হাই তুলিয়া তুড়ি মারিতে মারিতে বলিলেন, "তা কিভাবে এ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে? ক্যাম্নেকী?"

আদম বলিলো, "আমরা নিজেদের মধ্যে আলাপসালাপ করে স্থির করেছি, আজ থেকে আপনি আজীবন স্বর্গের চেয়ারপারসন হিসেব দায়িত্ব পালন করবেন।"

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: বিষ্যুদ, ১৮/০৯/২০০৮ - ৪:১৭পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত ০১৩

মুখফোড়

ঈশ্বর কটমটাইয়া তাকাইলেন আদমের পানে। আদম দিনকে দিন বেয়াদব হইয়া উঠিতেছে, শুরুর দিকে মিনমিন করিতো, ইদানীং ঘাড় বাঁকাইয়া রগ ফুলাইয়া কথা বলে।

লক্ষণ ভালো নয়।তিনি গম্ভীর গলায় বলিলেন, "দলিল? কীসের দলিল?"

আদম গোঁ গোঁ করিয়া বলিলো, "সম্পর্কের দলিল।"

ঈশ্বর বলিলেন, "কীসের সম্পর্ক? সম্পর্কের আবার দলিল কী? এসি ল্যান্ড এর মতো কী বকিতেছো আবোলতাবোল? সম্পর্ক কি জলমহাল না দখলকৃত অর্পিত সম্পত্তি যে দলিল থাকিবে?"

আদম পায়ের নখ দিয়া দরবারের মাটি খুঁড়িতে লাগিলো। ঈশ্বর ধমকাইয়া বলিলেন, "পরিষ্কার করিয়া বল।"

আদম ফুঁসিয়া উঠিয়া বলিলো, "ঈভ আমাকে ভালোবাসা করিতে দেয় না। তাহার গায়ে হাত দিলে সে আমাকে মারিতে উদ্যত হয়। ঐদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমি একটু উত্তেজিত হইয়া তাহার উপরে আরোহণ করিতে গিয়াছিলাম, সে আমাকে জুডো মারিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছে। ইহার কারণ জিজ্ঞাসিয়াছিলাম, সে আমাকে গালি দিয়া বলিয়াছে, তাহার সাথে তো আমার কোন সম্পর্কের দলিলই নাই, আমি কোন সাহসে তাহাতে উপগত হইতে যাই! আপনি বউ দিয়াছেন, কিন্তু দলিল দান করেন নাই। গাছে তুলিয়া মই কাড়িয়া লহিয়াছেন। এখন আমাকে আমার বামহস্তের উপর ভরসা করিয়া দিন গুজরান করিতে হয়। এই কি ইনসাফ?"

ঈশ্বর চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ঈভ এমন রমণবিমুখ কেন?

আদম থামিলো না, বকিতে লাগিলো, "পঞ্জরের হাড্ডি হইতে উহাকে সৃষ্টি করিয়া আপনি আমাকে লসে ফেলিয়াছেন। এখন আমার একটি অস্থি কম, ঘটনা হইলো এ-ই। লোকে নাকের বদলে নরুণ লাভ করে, আমি তো পুরাই ক্ষতিগ্রস্থ হইলাম। বেয়াড়া একটি রমণী, বলিলাম ঠিক আছে উপগত হইব না, চলো ঊনসত্তর ধারায় প্রেম করি ... সে তাহাতেও রাজি নহে।"

ঈশ্বর থতমত খাইয়া বলিলেন, "ঊনসত্তর ধারা আবার কী?"

আদম সরোষে কহিলো, "সে আপনি বুঝিবেন না, উহা আমাদের এজেন্ডা, আপনার সিলেবাসে নাই। কিন্তু ঈভ কহিয়াছে, নির্দলিল ভালোবাসায় সে বিশ্বাসিনী নহে, টাইপরাইটার সে আমাকে ব্যবহার করিতে দিবে না, সে আমাকে ঘরের বাহিরে গিয়া যা কিছু লেখার হাতে লিখিতে বলিয়াছে ...।"

ঈশ্বর বলিলেন, "টাইপরাইটার, সে আবার কেন?"

আদম মাটিতে পা ঠুকিয়া বলিলো, "আপনি দেখি ভালো ভালো কোন চুটকিই শ্রবণ করেন নাই, দুরো, আপনার সহিত বাক্যালাপ করাই একটা ঝামেলা ... যাহাই হউক, আপনি আমাকে একখানা দলিল দিন। কোন স্বর্গদূতকে কাজী বানাইয়া কবুল পড়াইয়া দিন। নিজের ঘরে গরমাগরম বউ রাখিয়া যদি হাতে কাজ নিতে হয়, এ জীবন আর রাখিয়া লাভ কী? খুদখুশি করিবো।"

ঈশ্বর ভুরু কুঁচকাইয়া বলিলেন, "তুমি নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ না করিয়াই যেইরূপ বখিয়াছো, ঐ ফল ভক্ষণ করিলে তো তুমি স্বর্গ অস্থির করিয়া ফেলিবে। পশুপক্ষী কিছুই নিরাপদে থাকিবে না।"

আদম বলিলো, "হাঁ। কী করিবো, কান্ট্রোল নেহি হোতা।"

ঈশ্বর বলিলেন, "ঐসব দলিল টলিলের ঝামেলা পোহাইতে পারিবো না বাপু। এমনিতেই স্বর্গে কাগজ নাই, ভূর্জপত্রের উপর আমার আস্থা নাই, দ্যাখো না আমার যাবতীয় বাণী এখানে প্রস্তরখন্ডের উপর লিখিত ও রক্ষিত? কাগজ নাই। আর তুমি দিবারাত্রি আড্ডা না মারিয়া যদি বইপুস্তক কিছু পড়িতে, কিভাবে অবাধ্য রমণীকে বশ করিতে হয়, তাহলে তো এই দলিলের তর্কে ফাঁসিতে হইতো না। যাও, লাইব্রেরিতে গিয়া বাৎস্যায়নের কামসূত্রখানি

ইস্যু করিয়া লইয়া অধ্যয়ন করো, লেখাপড়া করে যেই বউয়ের ওপর চড়ে সেই, যাও যাও, বিলম্ব করিও না ... শুভস্য শীঘ্রম।"

আদম চটিয়া উঠিয়া কহিলো, "লেখাপড়া করিয়া এখন ঈভকে সামলাইতে হবে? তাহলে আপনি আমাকে একটা দলিল লেখাপড়া করিয়া দিন না কেন? ভারি ভারি পুস্তক রেফারেন্স না দিয়া এক পাতায় একটা দলিল লিখিয়া দিতে সমস্যা কোথায়?"

ঈশ্বর হাসিয়া বলিলেন, "ওহে আদম, আমার গৌরব তাতে সামান্যই বাড়ে, তোমার গৌরব তায় একেবারে ছাড়ে! তুমি সামান্য পঞ্জরসম্ভূতা ঈভকে পটাইতে পারো না, সে দলিল দাবি করিতেই তুমি লৌড়াইয়া চলিয়া আসিয়াছো খোদ ঈশ্বরের কাছে ধর্ণা দিতে, এই নারী তো তোমাকে সাত ঘাটের জল খাওয়াই চৌদ্দ হাটে নিয়া বেচিবে দেখিতেছি। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা হইলেও একটা কথা থাকিতো, ঈভের বয়স তো তোমার কাছাকাছি।"

আদম এইবার কাঁদিয়া ফেলিলো, "অ্যাঅ্যাঅ্যাঅ্যা ... দলিল ... আমার দলিল ... অ্যাঅ্যাঅ্যা ...।"

ঈশ্বর বলিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা, চিন্তা করিয়া দেখি ... ক্রন্দন করে না ... দেখিতেছি দলিল নিয়া কী করা যায়, এইবার তুমি আসিতে পারো।"

আদম চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া যায়। ঈশ্বর চিন্তিত মুখে ভাবিতে বসেন। আদম বেয়াকুবটার জন্য সঙ্গিনী নির্মাণ করিয়া এক গেরোই বাঁধিয়া গিয়াছে। সে-ই এখন আদমকে নাচাইয়া বেড়াইতেছে। দলিলদস্তাবেজ দাবি করিয়া বসিয়াছে। দুইদিন পর দেখা যাইবে ঈশ্বরের কাছে আসিয়া লাইসেন্স দেখিতে চাহিবে। ঈশ্বর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, আদমটাও আপাদমস্তক ছাগু, জামাল ভাস্করের মতো সিস্টেম করিয়া লইবার বুদ্ধিটাও নাই।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: বিষ্যুদ, ১৯/১০/২০০৬ - ৮:১০অপরাহ্ন)

আদমচরিত ০১৪

মুখফোড়

[গল্পখানি বেশক পুরাতন। আন্ডাবাচ্চা লইয়া প্রবল বিপাকে আছি। জরুরি অবস্থা কাটিলে আবারও নতুন গল্প প্রসব করিবো। মঙ্গলকামনান্তে,

ভবদীয়

মুখফোড়।]

১.

আদমের হঠাৎ নিদ্রা ভাঙিয়া গেল গরমে। গায়ে জবজব ঘাম। পাশের খাটে শায়িতা ঈভ। বেলাল্লা স্ত্রীলোক, গায়ে বেশবাসের ঠিকঠাক নাই, নিঃশ্বাসের তালে তালে তাহার স্ফুরিত বক্ষ উঠিতেছে নামিতেছে। আদম মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া গুনগুনাইয়া, তোমার বুকের ফুলদানিতে ফুল হবো বধূ আমিইইইইইইইই ...।

ঈভের নিদ্রা ভঙ্গ হয় এই নারকী শোরগোলে, সে ধড়ফড়াইয়া উঠিয়া দুই হস্তে বক্ষ আবৃত করে। নিষিদ্ধ ফলের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া করিয়া অবস্থা কাহিল, ফল চাখিয়া না দেখিলেও শুঁকিয়া সে দেখিয়াছে বিস্তর। ঘ্রাণম অর্ধভোজনম, তাই আদ্ধেকটা আছর আদমের ওপর পড়িয়াছে। আজকাল সে নানা বাজে ইঙ্গিত করে, ফুলটুল আনিয়া ঈভের গায়ে আনমনে হাত দিতে চায় ... অবস্থা খারাপ।

ঈভ খ্যাঁক করিয়া ওঠে, "ঘুমাও না ক্যান?"

আদমের মেজাজ খারাপ হয়। সে দন্তে দন্তে প্রবল ঘর্ষণ করিয়া বলে, "ঘুমাই ক্যামনে? কারেন্ট নাই!"

ঈভ তাকাইয়া দেখে, আসলেই, ভ্যাপসা গরম। ফ্যান নাই। স্বর্গে কয়েকদিন ব্যাপিয়া ঘন ঘন লোডশেডিং চলিতেছে।

আদম রাগে গরগর করিতে থাকে, অতঃপর খাটের নিচ থেকে একটা বেঁটে লাঠি লইয়া বাহির হয়।

২.

পরদিন দৈনিক স্বর্গবার্তায় বিরাট বড় হেডলাইন ছাপা হয়:

আদমজীর লঙ্কাকান্ড!

ছবিতে দেখা যায়, উন্মত্ত আদম লাঠি দ্বারা পিটাইয়া গাছপালা লতাপাতা স্বর্গদূত ফুলবাগান সব তছনছ করিতেছে। ইনসেটে আহত গুটি কতক প্রহরী স্বর্গদূতের পট্টিবন্দী মস্তকের ছবি। তাহাদের চেহারা বিষণ্ন।

ঈশ্বর আদমকে ডেকে পাঠান। আদম গোমড়া মুখে গিয়া দরবারে হাজির হয়।

ঈশ্বর গম্ভীর মুখে বলেন, "আদম, তুমি যে পাপ করেছো, তার শাস্তি কী, তা জানো?"

আদম ডুকরিয়া কহে, "খালি শাস্তির ভয় দ্যাখান! আর ঐদিকে যে রাত্রে কারেন্ট থাকে না, ঘুমাতে পারি না ... সেটার কী হবে?"

ঈশ্বর বিরক্ত হইয়া কহেন, "আশ্চর্য কথা! একটু খোলা বাতাসে বেরিয়ে হেঁটে চলে আসবে। এখন স্বর্গে শরৎকাল, মৃদুমন্দ বাতাস চালায়, তার ওপর আকাশে কত বড় চাঁদ,

অতি বড় পাষন্ডও এই পরিবেশে রসগ্রস্ত হয়, আর তুমি কি না দাঙ্গা ফ্যাসাদ করলে? স্বর্গের শান্তিশৃঙ্খলাউন্নয়নের কথা ভাবলে না? এসব নাশকতামূলককাজ করলে চলবে?"

আদম ক্ষেপিয়া গিয়া বলিলো, "রসগ্রস্ত হয়ে লাভ কী? ঈভের কাছে গেলেই সে আমাকে ধাক্কা দেয়, ঐদিন নেংটুতে হাঁটু দিয়ে গুঁতা দিছে, ব্যথা পাইছি ... ই ই ই ...।" আদম কাঁদিয়া ফেলে।

ঈশ্বর একটু বিব্রত হন। কিন্তু তথপি কঠোর মুখে বলিলেন, "আমি লক্ষ করেছি, তুমি খালি দাঙ্গাহাঙ্গামার দিকে যাও। আইনের শাসনের প্রতি তোমার কোন শ্রদ্ধা নাই। এরপর যদি এমন করো তাহলে কিন্তু খুব কড়া স্বর্গদূতের হাতে তোমাকে সমর্পণ করা হবে। কোহিনূর স্বর্গদূত নূরের তৈরি হলেও তার হাতের মার বড় কড়া ... তখন চিকিৎসার জন্য স্বর্গের বাইরেও যেতে হতে পারে ... হুঁশিয়ার!"

আদম খুব ক্রোধগ্রস্থ হয়, বলে, "খালি স্বর্গ থেকে বাইর করার হুমকি দ্যান ক্যান, হুমকি দ্যান ক্যান? এইরকম করলে কিন্তু আমি নিজেই বালবাচ্চা নিয়া যামুগা, হ! থাকুম না স্বর্গে। স্বর্গের মায়রে বাপ। আমি দুনিয়াতে যামুগা ঈভরে লইয়া।"

ঈশ্বর বড় বিচলিত হইয়া পড়েন।

আদম বকিয়া চলে, "হ, পদত্যাগ করুম। সবাইরে গিয়া কমু, আপনে খালি পার্শিয়ালিটি করেন। দুর্নীতি করেন। তখন বুইঝেন।"

এই বলিয়া সে দুপদাপ পা ফেলিয়া নিষ্ক্রান্ত হয়।

ঈশ্বর চিন্তিত হইয়া পড়েন। তাহারপর খানিক ভাবিয়া তাঁহার লিপিকার স্বর্গদূতকে বলেন, "পবিত্র মহাগ্রন্থে আদমের শ্লোকগুলোতে একটু পরিবর্তন হবে। লেখো এইভাবে ...

নিষিদ্ধ ফলের তরে জিভে তার লালা ঝরে
চুরি করি খাইয়া আদম

বমাল পড়িলো ধরা শাস্তি হইলো কড়া
যাবজ্জীবন ও সশ্রম
কারাদন্ড দুনিয়াতে ঈভও গেলো তার সাথে
তার পাপও ছিলো না তো কম
সে-ই গিয়া সাধি সাধি করাইলো পাপ আদি
দুইজনে গিলিলো গন্ধম।

... আদমকে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের অপরাধে পৃথিবীতে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়েছিলো। OK?"

লিপিকার স্বর্গদূত একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া কহিলো, "বস, মিথ্যা কথা লিখবো?"

ঈশ্বর মহা চটিলেন। বলিলেন, "মিথ্যা হবে কেন, এমনটাই ঘটবে! আদম যদি পদত্যাগ করে, আমার মান সম্মান কিছু থাকবে? ওকে আমি স্বর্গ থেকে ... অব্যাহতি দেবো!"

বি.দ্র. আনোয়ার তালুকদারের পদচ্যুতি, যাহাকে উনি পদত্যাগ আর প্রধানমন্ত্রীর অফিস অব্যাহতি বলিতেছে, তাহার সাথে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। অক্টোবর ১, ২০০৬।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: শনি, ৩১/০১/২০০৯ - ১১:৫৯পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত ০১৫

মুখফোড়

আদম এক বিষম দুর্বিপাকে পড়িয়াছে। ঈভের ঘরের দরওয়াজা খুলিতেছে না। ভিতর হইতে বন্ধ। টোকা দিলেও মাগী সাড়া দিতেছে না। হয়তো নাক ডাকিয়া ঘুমাইতেছে। আদম

ঘরের বাহিরে বলিয়া তাহাকে রাত্রিকালে নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাইবারও কেহ নাই।

আদম কয়েকবার গায়ের জোর খাটিয়া দরজা খুলিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া হাল ছাড়িয়া দিলো। বাপরে বাপ। ঈশ্বর তাহাদের ঘরের দরজা এত মজবুত করিয়া বানাইয়াছেন কী কারণে? তিনি তো সর্বজ্ঞ। তবে কি তিনি বুঝিয়াছিলেন যে একদিন আদম এইরকম উত্তেজিত আলুথালু হইয়া ঈভের ওপর হামলা করিবে? আর ঈভের নিরাপত্তার কথা ভাবিয়াই তিনি দরজা এত লৌহকপাট করিয়া বানাইয়াছেন? আদম যারপরনাই চটিয়া উঠিলো ঈশ্বরের উপর।

অদূরেই কয়েকজন স্বর্গদূত হাসিমুখে আদমের কান্ড-কারখানা দেখিতেছিলো। তাহাদের একজন আসিয়া হাসিমুখে কহিলো, "ঘটনা কী আদম?"

আদম বিব্রত হইয়া কহিলো, "দরজা খুলিতেছে না।"

স্বর্গদূত অট্টহাস্য দিয়া কহিলো, "দরজা আবার না খুলে কীরূপে?"

আদম ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া কহিলো, "মনে হয় অভ্যন্তরে খিল আঁটিয়া রাখিয়াছে। এ ছাড়া তো কোন কারণ দেখি না।"

স্বর্গদূত চমকাইয়া গিয়া কহিলো, "আরেব্বাস! বলো কী? দরজা ভিতর হইতে বন্ধ?"

চোখের পলকে স্বর্গে রটিয়া গেলো, ঈভের ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ।

স্বর্গদূতের দল আসিয়া আদমকে ঘিরিয়া ধরিলো। কেহ বলিলো, ইহা আদমেরই চাল। দরজা বন্ধ আদমেরই কারসাজি। নাম কামাইবার অপচেষ্টা। কেহ বলিলো, ইহা ঈভের ষড়যন্ত্র, মাগী নির্ঘাত ঘরে কোন মরদ লইয়া খিল দিয়াছে। কিন্তু আদম ছাড়া স্বর্গে মরদই বা কে আছে? আদম অস্থির হইয়া খোঁজ লইতে শুরু করিলো, ঈশ্বর সম্প্রতি দ্বিতীয় কোন পুরুষ নির্মাণ করিয়াছেন কি না।

গিবরিল আসিয়া গলা খাঁকারি দিয়া কহিলো, "ইয়ে, কোন পশুপক্ষী নয় তো?"

আদম কঞ্চি তুলিয়া গিবরিলকে তাড়া করিলো।

স্বর্গে দিন যায়। ঈভের দরজা আর খুলে না। ইতোমধ্যে রশ্মিনির্মিত স্বর্গদূতদের কয়েকজন ঘরের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া গিয়া দেখিয়া আসিয়াছে, সত্যই, ৮০ নম্বর খিলটি বন্ধ করা।

আদম কহিলো, "খিলটি কি ঈভ বন্ধ করিয়াছে, নাকি কোন যান্ত্রিক গোলযোগ?"

কেহ সদুত্তর করিলো না, শুধু গোলযোগ করিতে লাগিলো।

স্বর্গদূতদের কয়েকজন ঠিক করিলো তাহারা আন্দোলন করিবে। কিন্তু তাহার পূর্বে আদমকে নাকে খত দিয়া বলিতে হইবে যে ঈভ তাহাকে ব্লক করিয়াছে।

আদম পড়িলো বিষম বিপাকে। ঈভ কি সত্যই তাহাকে ব্লগ করিয়াছে? নাকি ইহা ঈশ্বরের কোন চাল? নাকি খিলে যান্ত্রিক ত্রুটি, গোলযোগের কারণে বিঘ্ন ঘটিয়াছে, অনুগ্রহপূর্বক অপেক্ষা করিতে হইবে?

স্বর্গদূতেরা ক্যাওম্যাও করিতে লাগিলো। তাহারা আদমকে বাগে পাইয়াছে, যতখানি হেনস্থা করিয়া নেওয়া যায় এই সুযোগে, আবার কবে এমন সুযোগ আসিবে কে জানে? হেলায় কিছু হারানো ঠিক নহে।

আদম ফুঁসিতে ফুঁসিতে ঈশ্বরের দরবারে গিয়া হাজির হইলো।

"ঈভের ঘরের দরজা খুলিতেছে না।" অনুযোগ করিলো সে। "কারণ কী?"

ঈশ্বর জিলাপি খাইতেছিলেন, তিনি শুষ্কমুখে অর্ধভুক্ত জিলাপি তস্তরিতে নামাইয়া লুঙ্গি তুলিয়া মুখ মুছিলেন। তারপর কহিলেন, "নো কমেন্টস!"

আদম ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া কহিলো, "কিছু তো বলিবেন?"

ঈশ্বর ফিসফিস করিয়া কহিলেন, "উপর হইতে হুকুম আসিয়াছে! নো কমেন্টস!"

আদম তব্দা খাইয়া উপরপানে চাহিয়া রহিলো। ওদিকে বাহিরে স্বর্গদূতগণ চ্যাঁ-ভ্যাঁ করিয়া স্বর্গপুরী গরম করিয়া তুলিতেছে।

বহুলোকই আমার আদমচরিতের সহিত পরিচিত নহেন। তাহাদের জ্ঞাতার্থে বলি, ইহা স্বর্গে আদমের কালপঞ্জি। বাস্তব কোন ঘটনার সাথে ইহার মিল নাই। যদি কোন দুষ্ট ব্যক্তি মিল পাইয়া থাকেন, তিনি আসলেই দুষ্ট। তাহাকে পাত্তা দিবেন না।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: শনি, ১৯/০৭/২০০৮ - ২:২৫পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত ০১৬

মুখফোড়
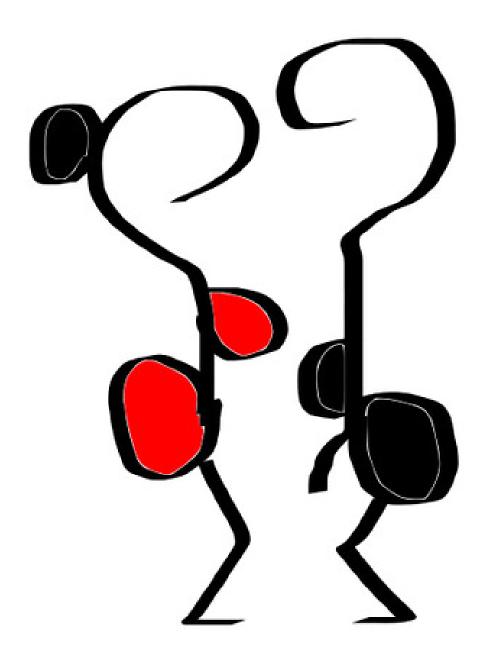
আদম কপোলে হাত রাখিয়া আনমনা বিরস বদনে বসিয়াছিলো একটি দুগ্ধনহরের পাশে। গিবরিল একটি আমড়া চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া কহিল, "আদম! তোমাকে উদাস

দেখিতেছি যে বড়? কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় নাই?"

আদম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অদূরে বিশাল এক মলস্তূপ নির্দেশ করিলে তর্জনী বাগাইয়া।

গিবরিল চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "ইহা ত পুরা ক্লোজাপ ওয়ান পারফরম্যান্স মালুম হইতেছে? ঘটনা কী? ইহার পরেও কি মন খারাপ থাকিতে পারে কারো?"

আদম মুখ গোঁজ করিয়া রহিল।

গিবরিল খোঁচাইতে লাগিল আর ঘ্যানঘ্যান করিতে লাগিল ঢাকাই সিনেমার ভাবীদিগের ন্যায়।

অবশেষে আদম মুখ খুলিল। "তুমি ত জান আমি ঈভের সাথে কুলাইয়া উঠিতে না পারিয়া একখানি উপন্যাস রচনায় হাত দিয়াছি?"

গিবরিল সোৎসাহে কহিল, "সেই যে ... কী যেন নামখানা? পবিত্র ... পবিত্র ...।"

আদম বিরক্ত হইয়া কহিল, "পবিত্র গ্রন্থ!"

গিবরিল কহিল, "হাঁ হাঁ, পবিত্র গ্রন্থ! খানিক পাঠ করিয়াছিলাম তোমার পাণ্ডুলিপি। আজগুবি কাহিনী ফাঁদিয়াছ। কীসব মহাপ্লাবন ... তিমি মৎস্যের পেটে কয়েদ যাপন ...।"

আদম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "হুঁ! জমিয়াছিল।"

গিবরিল কহিল, "পাস্ট টেন্সে কহিলে কেন? কী হইয়াছে? উপন্যাস হারাইয়া গিয়াছে?"

আদম হঠাৎ ডুকরিয়া উঠিল। "পাণ্ডুলিপিখানা ত জমা দিয়াছিলাম আকাদেমিতে। শালার ব্যাটারা ছাপে না। খোঁজ করিতে কহিলো, ঈশ্বরের দরবার কার্যালয়ে পাঠানো

হইয়াছে। কার্যালয়ে গেলাম, তাহারা অপিসেই আসে না। তালা ঝুলাইয়া মৌজ মারিতেছে কোন স্থানে।"

গিবরিল কহিল, "তারপর?"

আদম ফুঁসিয়া কহিল, "আজ স্বর্গের গ্রন্থমেলায় গিয়া দেখি, খোদাবক্স প্রকাশনীতে সেই গ্রন্থখানা শোভা পাইতেছে! উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখি, তাহা হুবহু আমার উপন্যাসখানি! রচয়িতা কে শুনিবে?"

গিবরিল কহিল, "কে সেই পাষন্ড তস্কর কুম্ভীলক?"

আদম কহিল, "ঈশ্বর!"

গিবরিল ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া কহিল, "এখন কী করিবে?"

আদম কহিল, "মকদ্দমা করিব। একটা হেস্তনেস্ত করিয়া ছাড়িব। যদি স্বর্গ হইতে খেদাইয়া দেয়, তবুও!"

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: শুক্র, ০৬/০২/২০০৯ - ৫:২৬পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত ০১৭

মুখফোড়

ইতোপূর্বে আদমচরিতের পর্বগুলি পাঠ করিয়া আমরা জানি, জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ আদমের জন্য নিষিদ্ধ।

কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের ফলের অভাবে আদমের প্রস্তুতি ঘটিতেছে না। ফলে ঈভও আদমকে সম্যক পাত্তা দিতেছে না। ফলে আদম ব্যাপক পেরেশানিতে ভুগিতেছে।

তাই আদম ব্যাপক ফুঁসিতে ফুঁসিতে ঈশ্বরের দরবারে প্রবেশ করিয়া যারপরনাই হইচই করিতে লাগিল।

"ঈভ আমাকে প্রতি রাত্রিতে গঞ্জনা দেয়!" আদম হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিল। "আপনি আমাকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণের আদেশ দেন নাই। নিষেধ করিয়াছেন। আমি ভালোবাসা করিতে পারিতেছিনা। ঘরের বউকে যদি ভালোবাসিতেই না পারি, তাহা হইলে এই বউ আমার দরকার নাই। ঈভকে লিজ দিয়া দ্যান।"

ঈশ্বর আমতা আমতা করিয়া যতই আদমকে বুঝাইতে যান, সে ততই চটিয়া ওঠে।

"আপনার স্বর্গদূতেরা আমাকে লইয়া মশকরা করে। কী দিয়াছেন আপনি আমাকে যে তাহারা আমাকে লইয়া মশকরা করে?"

ঈশ্বর আমতা আমতা করিতে লাগিলেন। উপস্থিত স্বর্গদূতেরা "ইয়েস" "নো" "পয়েন্ট" প্রভৃতি শোরগোল তুলিল।

পরদিন স্বর্গের আকাশে বাতাসে রটিয়া গেল, আদম ঈশ্বরকে দরবারের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ব্যাপক তুলা ধুনিয়াছে।

স্বর্গদূত গিবরিল আসিয়া ঈশ্বরের কানে চুকলি কাটিল।

"জাঁহাপনা! আকাশে বাতাসে রটিয়া গিয়াছে, মৃত্তিকাসম্ভূত আদম নাকি আপনাকে বকিয়া লাট করিয়াছে।"

ঈশ্বর গভীর দুশ্চিন্তায় মগ্ন হইলেন। তাহার পর ব্যবস্থা লইলেন।

লোকে জানিলো, স্বর্গের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার নিমিত্তে যথাক্রমে আকাশ ও বাতাসকে ব্লক করা হইয়াছে।

[নিতান্তই কাল্পনিক গল্প। বাস্তবের সহিত সাদৃশ্য খুঁজিয়া হয়রান হইলে লেখক দায়ী নহে।]

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: সোম, ০৯/০৩/২০০৯ - ৭:৩৬অপরাহ্ন)

আদমচরিত ০১৯

মুখফোড়

স্বর্গে জায়হুন নদীর তীরে বালুকাবেলায় আদম একটি তোয়ালা পাতিয়া বসিয়া অলস নেত্রে
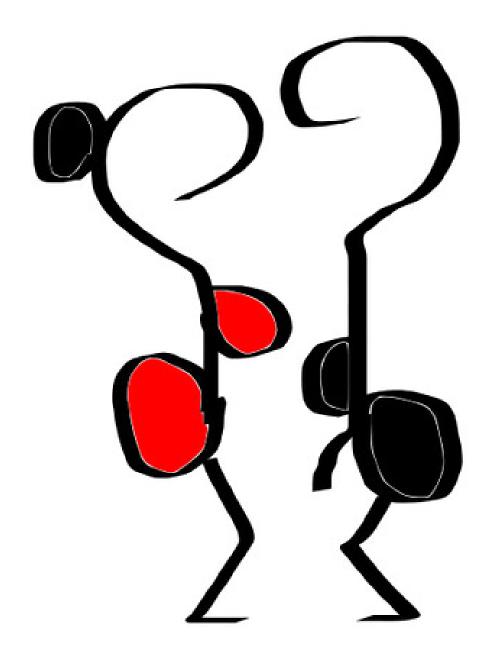
১.

স্বর্গে জায়হুন নদীর তীরে বালুকাবেলায় আদম একটি তোয়ালা পাতিয়া বসিয়া অলস নেত্রে

বিকিনি পরিহিতা স্বর্গবেবুশ্যেদের অবলোকন করিতেছিলো, আর মনে মনে ভাবিতেছিল, "বেওয়াচ" নামে একটি টেলিভিশন ধারাবাহিক নির্মাণ করিলে কীরূপ হয়, এমন সময় শয়তান আসিয়া গলা খাঁকারি দিয়া কহিল, "ওহে মৃত্তিকানির্মিত আদম, কুশল কী?"

আদম আড়চোখে শয়তানকে এক পলক দেখিয়া আবার একটি বিশালবক্ষা গুরুনিতম্বিনী বিকিনিবসনার দিকে মনোযোগ স্থাপন করিয়া কহিল, "আরে শয়তান যে! তন্দুরস্তি মন্দুরস্তি ঠিক তো?"

শয়তান মৃদু হাস্যে কহিল, "ঘরে সুন্দরী স্ত্রী ফেলিয়া তুমি এই সুদূর নদীতীরে রশ্মিনির্মিত হাফনেংটু স্বর্গবালাদের দেখিয়া দর্শনকাম চরিতার্থ করিতেছ যে বড়?"

আদম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "ঘরে সুন্দরী স্ত্রী থাকা না থাকা সমান হে শয়তান! নিষিদ্ধ ফলও আয়ত্বে আসে নাই, সেই হতভাগিনীও নাগালে আসে নাই। তাই আমার এই দুই চোখ আর বাম হাতখানিই ভরসা। হ্যাণ্ড-আই কোঅর্ডিনেশন করিয়াই দিনাতিপাত করিতেছি। পঞ্জরের অস্থিখানা পুরাই জলে গেল।"

শয়তান বলিল, "দিনরাত কুচিন্তা করিলে তোমার স্বাস্থ্যক্ষয় হইবে। খেলাধূলা কর না কেন?"

আদম বলিল, "কী খেলিব? সাতচারা না লুডু?"

শয়তান বলিল, "ক্রিকেট খেল না কেন?"

আদম মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, "ক্রিকেট? ছোহ!"

শয়তান কহিল, "কেন হে? নন্দন কাননের পিচ তো বড়ই উপাদেয়। ব্যাটিং করিয়াও মজা, বোলিং করিয়াও আরাম।"

আদম কহিল, "গেল বৎসর হইতে ক্রিকেট খেলা পরিত্যাগ করিয়াছি হে শয়তান। ঈশ্বরের ন্যায় চরম বাটপারের বিপরীতে ক্রিকেট খেলিয়া শুধু শুধু ঘাম ঝরাইবার কোন অর্থ হয় না।"

শয়তান মিটিমিটি হাসিয়া চক্ষু মুদিয়া কহিল, "কেন, তিনি কী করিয়াছেন আবার? কোন অপদার্থকে প্রণাম করিতে বাধ্য করিয়াছেন নাকি?"

আদম বলিল, "স্পোর্টসম্যানশিপের বালাই নাই তাঁহার। খেলিতে নামিয়া কহেন, কুন, আর সব কিছু ঘটিয়া যায়। আম্পায়ারের নিকট নালিশ করিয়াছিলাম, এহেন চিট কোড ব্যবহার চলিবে না ভদ্রলোকের ক্রীড়ায়, কহিয়াছিলাম, হাঁ!"

শয়তান বলিল, "তত কিম তত কিম তত কিম?"

আদম ফুঁসিয়া উঠিয়া কহিল, "তাহার পর আর কী! আমরা একশত চুরাশি রান করিয়া অল আউট হইলাম। ঈশ্বর ব্যাট করিতে নামিয়া দেখিলেন সুবিধা করিতে পারিবেন না, তখন বৃষ্টি নামাইয়া দিলেন। আম্পায়ার অলপ্লেয়েটি আসিয়া কহিল, ডাকওয়ার্থ লুইস পদ্ধতিতে আঁক কষিতে হইবে। হিসাব করিয়া দেখা গেল, বৃষ্টি থামিবার পর ঈশ্বরের দলকে দশ ওভারে দুই রান করিতে হয়।"

শয়তান মিটিমিটি হাসিতে হাসিতে বলিল, "বটে?"

আদম বলিল, "ঈশ্বর বাঁচিয়া থাকিতে আমি আর স্বর্গে ক্রিকেট খেলিতেছি না। তিনি অতিশয় চারশত কুড়ি!"

শয়তান পরমানন্দে চক্ষু বুঁজিয়া কহিল, "কোন দুশ্চিন্তা করিও না। বুদ্ধি শিখাইতেছি তোমাকে, দাঁড়াও।"

শয়তান অতঃপর আদমের কানে কানে একটি মন্ত্রণা দিল, আদমের চোখমুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহা কি মন্ত্রণা শুনিয়া, নাকি অদূরে বাতাসের তোড়ে একটি স্বর্গবালার ঘাগড়া উড়িয়া জঙ্ঘাদেশ উন্মোচিত হইয়া পড়ায়, তাহা বোঝা দায়।

২.
দুইদিন পর স্বর্গে ক্রিকেট মাঠে আদম দাপাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

ঈশ্বর মাঠে নামিয়া গিবরিলকে কহিলেন, "ওহে গিবরিল, আদম এত উৎফুল্ল কেন? উহাকে তো আজও দশ উইকেটে হারাইব।"

গিবরিল বলিল, "আদম বলিয়াছে, আপনি ক্যাপ্টেন থাকিলে সে খেলিবে না। আপনি নাকি নয়-ছয় করিয়া থাকেন।"

ঈশ্বর খিলখিল করিয়া হাসিয়া কহিলেন, "ঠিকাছে। আদমকেই বল আমাদের দলের ক্যাপ্টেন বাছাই করিয়া দিতে। পাওয়ার-প্লে কাহাকে বলে, উহাকে রগে রগে সমঝাইয়া দিব।"

গিবরিল গিয়া আদমকে ঈশ্বরের বার্তা পৌঁছাইয়া দিল।

৩.

আদমের নির্বাচিত ক্যাপ্টেনের হাবভাব অদ্ভুত। সে বৌলার নির্বাচনে সবিশেষ মূর্খামির পরিচয় দিল, ফিল্ডিং সাজাইতে গিয়াও লেজেগোবরে করিল, ব্যাটিং করিতে নামিয়া ঈশ্বরকে রান আউট করাইয়া দিয়া নিজে অপরিণামদর্শীর মতো লং অনে ক্যাচ তুলিয়া দিয়া গটগট করিয়া মাঠ ত্যাগ করিল। ঈশ্বর আউট হইবার পর তাঁহার শিবিরে ধ্বস নামিল, সব কয়টি স্বর্গদূত দুই চার রান করিয়া আউট হইয়া গেল গুজরিলের ইয়র্কার আর মুখাইলের স্পিনের তোড়ে। ফলাফল, আদমের দল ১০২ রানে বিজয়ী।

ঈশ্বর ফুঁসিতে ফুঁসিতে আসিয়া গিবরিলকে ধরিলেন, "গিবরিল! এই হতচ্ছাড়া ক্যাপ্টেনটার নামধাম এক টুকরো পাথরে খোদাই করিয়া আমার দফতরে পাঠাও এই দণ্ডে! উহার ডানা ছাঁটিয়া ঘোল ঢালিয়া উটের পিঠে চড়াইয়া যদি গেহেন্নার ময়দানে সাত পাক না ঘুরাইয়াছি, আমার নাম ঈশ্বরই নহে!"

গিবরিল হুকুম তামিল করিল।

পরদিন ঈশ্বর দফতরে গিয়া প্রস্তরখণ্ডটি তুলিয়া দেখিলেন, তাহাতে লেজার মারিয়া মুক্তাক্ষরে খোদাই করা ক্যাপ্টেন স্বর্গদূতটির নাম।

আশরাফিল।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: বিষ্যুদ, ৩০/০৭/২০০৯ - ৪:৩৭পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত ০২১

মুখফোড়

আদম বাক্স গুছাইতেছিল, ঈভ আসিয়া চৌকাঠে দাঁড়াইয়া কহিল, "তুমি কি সত্যই গৃহত্যাগ করিবে, প্রিয়ে?"

আদম সংক্ষেপে কহিল, "হাঁ।"

ঈভ কহিল, "তুমি গৃহত্যাগ করিলে আমার বাজারসদাই করিয়া দিবে কে? চাকরবাকর তো কোন আনিয়া দিলে না, সারাটা জীবন এই আমাকেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তোমার সংসারের ঘানি ঠেলিতে হইতেছে!"

আদম দন্তপঙক্তি দেখাইয়া কহিল, "পিত্রালয় হইতে দুয়েকখানা পাঠাইল না কেন? এখন আমাকে খোঁটা দিতে আসিয়াছ!"

ঈভ উচ্চস্বরে কহিল, "ওরে ও অভাগার পুত্র, জন্ম ইস্তক শুনিয়া আসিতেছি, বকিয়া যাইতেছ, একখানা পঞ্জরাস্থির বিনিময়ে আমাকে পাইয়াছ, আর এখন পিত্রালয় তুলিয়া কথা? তবে রে মিনসে, শালা চুরার চুরা, মুড়ো খ্যাংড়া দ্বারা তোর বিষ এমন করিয়া ঝাড়িব ...!"

আদম স্যুটকেসের অন্তরালে আত্মগোপন করিবার পূর্বেই রণরঙ্গিণী ঈভ সম্মার্জনী হস্তে তাড়া করিয়া আসিল।

আদম স্যুটকেস গৃহে রাখিয়াই দুপদাপ পা ফেলিয়া উঠানে আসিল। তারস্বরে বলিল, "বিচার চাই! আমি ঈশ্বরের দরবারে বিচারের ফরিয়াদ ঠুকিব। দিনের পর দিন মাসের পর মাস এই মুখরা রমণী আমাকে অত্যাচার করিয়া চলিতেছে। নিশীথে ইহাকে সোহাগ করিতে গেলে নেংটুতে আঘাত করে, ইহার জন্য দিবসব্যাপী ফাইফরমায়েশ খাটিতে খাটিতে আমার সোনার বর্ণ কালি হইয়া গেল, এই রমণীর কুপরামর্শে নিষিদ্ধ ফল হরণ করিবার জন্য কত তস্করবৃত্তিতে লিপ্ত হইয়াছি, আর আজ সে আমাকে তস্কর ডাকিয়া খ্যাংড়া বাগাইয়া প্রহার করিতে চায়! বিচার চাই!"

ঈভ তাড়াহুড়া করিয়া খ্যাংড়া দ্বারের গহীন কোণে লুকাইয়া আদমের পথরোধ করিল। "দেখ আদম, বাড়াবাড়ি করিও না। অতীতে বহু জাতি বাড়াবাড়ি করিয়া ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তোমার কি মনে নাই সামুদ জাতির কথা ... ?"

আদম দন্ত খিঁচাইয়া কহিল, "আরে যা যা ওসব গপ্পো মারাসনি আমার কাছে!"

ঈভ এইবার তর্জনী উঁচাইয়া আদমকে গর্জন করিয়া সতর্ক করিল, "দেখ আদম, যদি ঈশ্বরের দরবারে বিচার লইয়া যাও, তাহা হইলে তোমার সহিত আমার সম্পর্ক শীতল হইয়া পড়িবে!"

আদম অট্টহাসি দিয়া কহিল, "বটে? শীতল হইয়া পড়িবে? তোমার সহিত আমার সম্পর্ক কবে এমন কী উষ্ণ ছিল যে শীতলের ভয় দেখাইতেছ? তোমার সহিত উষ্ণ সম্পর্কের আর দরকার নাই আমার। কী ভুলটাই যে করিয়াছি। পঞ্জরের অস্থির পরিবর্তে স্ত্রী না চাহিয়া যদি এক বাক্স কসকো সাবান লইতাম, তথাপি লাভবান হইতাম! থাকিতে নিজের হস্ত, হব না পরের দ্বারস্থ!"

আদম দুপদাপ পা ফেলিয়া ঘরে গিয়া বাক্স গুছাইতে লাগিল আবার।

এই সংবাদের সহিত কোনই সম্পর্ক নাই।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: সোম, ০৮/০৬/২০০৯ - ৩:১৪পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত ০২৩

মুখফোড়
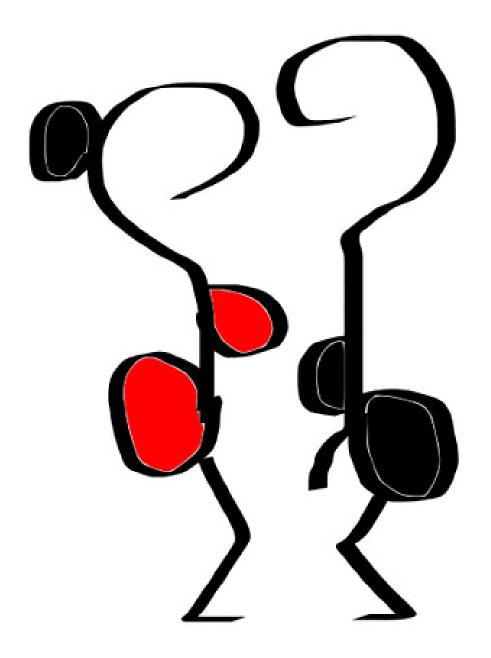
আদম মনোযোগ দিয়া কী যেন রচনা করিতেছিল খাগের কলম দিয়া। গিবরিল পশ্চাত হইতে গিয়া আচমকা হাঁকিয়া বলিয়া উঠিল, "হালুম!"

আদম চমকিয়া উঠিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল, "য়্যাঁ য়্যাঁ য়্যাঁ ...!"

গিবরিল সহাস্যবদনে কহিল, "কী করিতেছ আদম এই নিরিবিলিতে? চটিরচনা চলিতেছে নাকি?"

আদম কলমখানি দোয়াতে চুবাইত চুবাইতে বিরসবদনে কহিল, "সময়ে অসময়ে আসিয়া বিরক্ত করিওনা ওহে স্বর্গদূত। পত্র লিখিতেছি।"

গিবরিল সোৎসাহে কহিল, "ঈভের সহিত তোমার আবার বাক্যবিনিময় স্থগিত হইয়াছে নাকি? কী লইয়া কোন্দল বাঁধিল আবার?"

আদম কহিল, "হাঁ, কোন্দল তো প্রাচীন। কিন্তু পত্র ঈভকে নহে, লিখিতেছে দৈনিক গেলমানকণ্ঠে।"

গিবরিল কহিল, "ঘরের কোন্দল লইয়া দৈনিকে পত্র লিখিতেছ কেন? লোকে হাসিবে তো!"

আদম দন্ত খিঁচাইয়া কহিল, "হাসিলে হাসিবে। কিন্তু ঈভ হতভাগিনীর সানডে মানডে আমি কোলোজ করিয়া ছাড়িব!"

গিবরিল কহিল, "আহা আবার কী ঘটিল?"

আদম কহিল, "স্বর্গের নির্বাচন কমিশন ইউএনডিপির একখানি প্রকল্পে কামলা চাহিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিল, স্মরণে আছে?"

গিবরিল কহিল, "হাঁ বিজ্ঞাপনখানি আমিই বিতরণ করিয়াছিলাম।"

আদম কহিল, "সেই বিজ্ঞাপন দেখিয়া আমি দরখাস্ত করিয়াছিলাম। তাহারা আমাকে লয় নাই, লইয়াছে কুলটা ঈভকে।"

গিবরিল কহিল, "থাক মন খারাপ করিও না। আজকাল সকল চাকুরিতেই নারীদের প্রাধান্য দেয়া হইতেছে ... চাকরিদাতাগুলি লুলপুরুষ!"

আদম চক্ষু রাঙাইয়া কহিল, "চাকরিদাতা তো ঈশ্বর হতভাগাটিই!"

গিবরিল সভয়ে ডানে বামে তাকাইয়া কহিল, "ইল্লি!"

আদম সরোষে কলমখানি তুলিয়া প্যাপিরাসে আঁচড় কাটিতে কাটিতে কহিল, "ঈভ আমার শরীরের পেটেন্ট করা লেআউটখানি নকল করিয়াছে। সে পাইরেট। নির্বাচন কমিশনও তস্কর। আর ইউএনডিপি একটি বদমাশ!"

গিবরিল ঘাবড়াইয়া কহিল, "ঈভ কীরূপে তোমার লেআউট নকল করিবে? উহাকে তো ঈশ্বর তোমার বাম পঞ্জরের একটি অস্থি হইতে সৃজন করিয়াছিলেন!"

আদম লিখিতে লিখিতে কহিল, "হাঁ, ঈশ্বর আমার সোর্সকোড হইতে একখানি হাড্ডি পুরাই গায়েব করিয়া দিয়াছেন! শুধু তাহাই নহে, তুমি মস্তকের কেশ হইতে পদদ্বয়ের নখ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়া তাকাইয়া দেখ, ঈভ আমার লেআউট নকল করিয়াছে নাকি করে নাই!"

গিবরিল গলা খাঁকরাইয়া কহিল, "আদম, তোমার মনে হয় ভুল হইতেছে! ঈভের সহিত তোমার কমপক্ষে আটটি জায়গায় দৈহিক অমিল রহিয়াছে!"

আদম কহিল, "বলিলেই হইল?"

গিবরিল পকেট হইতে একটি জীর্ণ প্যাপিরাস বাহির করিয়া চোখে চশমা আঁটিয়া তাহা দেখিতে লাগিল। কিয়ৎকাল মনোযোগসহকারে সেই প্যাপিরাসখানি পাঠ করিয়া সে কহিল, "আহা! এই ডায়াগ্রামে আদম আর ঈভের শারীরিক পার্থক্যগুলি লাল কালি দিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। আমি তো ব্যাপক পার্থক্য দেখিতেছি!"

আদম গিবরিলের হাত হইতে প্যাপিরাসে অঙ্কিত ব্লুপ্রিন্টখানা ছিনাইয়া লইয়া নাকের কাছে ধরিয়া কিছুক্ষণ দেখিল, তাহার পর অবজ্ঞাভরে ছুঁড়িয়া ফেলিল। বলিল, "ভুল।"

গিবরিল কহিল, "তুমি মধ্যভাগে ভালোমতো তাকাইয়া দেখিয়াছ কী? ঈভের দু'টি বেশ বর্তুল ও বৃহদাকার ...।"

আদম কহিল, "হাঁ হাঁ রোজই দেখি তাহার বর্তুল ও বৃহদাকার ইয়ে। নিকুচি করি বর্তুল ও বৃহদাকার ইয়ের। স্পর্শ করিলেই মাগী খ্যাঁক খ্যাঁক করিয়া ওঠে ... লগুড় লইয়া তাড়া করে! ... উহা এমন গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নহে!"

গিবরিল সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আদমের দিকে তাকাইয়া পুনরায় ব্লুপ্রিন্ট পাঠ করিয়া কহিল, "ঈভের নিম্নভাগে তাকাইয়া দেখ। একটি NJ ক্যারেক্টার রহিয়াছে। তোমার তো NJ ক্যারেক্টার নাই!"

আদম গরগর করিয়া কহিল, "ভারি তো একখানা NJ ক্যারেক্টার! ব্যবহারই করিতে দিল না এখন পর্যন্ত। ব্যবহারের প্রস্তাব দিলেই কহে, জ্ঞানবৃক্ষের ফলটি খাইয়া যেন আমার কমাটিকে দাঁড়ি বানাইয়া তাহার পর এইসব প্রস্তাব করি! ... লাগিবে না আমার NJ ক্যারেক্টার, আমার বাম হস্ত আছে!"

গিবরিল তাড়াহুড়া করিয়া প্রসঙ্গ পাল্টাইয়া কহিল, "ঈভ আর তোমার অভ্যন্তরেও বিপুল পার্থক্য দেখিতেছি আদম। দস্তুরমতো লাল বর্ণের কালিতে দাগাইয়া দেয়া আছে এইসব!"

আদম কহিল, "হাঁ হাঁ ঐসব অনুস্বার বিসর্গ চন্দ্রবিন্দু ... কী কাজে আসে ঐসব? স্বর্গে চরিয়া ফিরিতে উহারা কী কাজে লাগে? উহার ডিম্বাশয় আমার শুক্রাশয় ... কোনো কাজেই আসিল না এখন পর্যন্ত! উহা অ্যাপেন্ডিক্সের ন্যায় ফাও, না থাকিলেও কোনো সমস্যা

হইতো না! তুমি ঈশ্বরকে গিয়া প্রশ্ন করিও, এইসবের ব্যবহার আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কত সামান্য!"

গিবরিল কহিল, "না হে আদম, লেআউট তো এক মনে হইতেছে না!"

আদম কলমখানি ঠাস করিয়া দোয়াতে গুঁজিয়া কহিল, "এতশত বুঝি না! আমার পেটেন্ট করা বড়ি, উহা ঈভ চুরি করিয়া নির্বাচন কমিশনের কাজ বাগাইয়াছে! উহাতে তাহাকে সহায়তা করিয়াছে লুলপুরুষ ইউএনডিপি! আর তুমি তাহার আস্পর্ধা দেখ, আমি মাত্র ৫ কোটি স্বর্গমুদ্রা বেতন দাবি করিয়াছিলাম, শুধুমুধু আমার পোঁদে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিবার জন্যই ঈভ কহিল সে স্বেচ্ছাসেবা দিবে, বিনামূল্যে কামলি খাটিবে! আমার ক্যারিয়ারের বারোটা বাজিল। এখন আমি ইনসুলিন ইনজেকশন কিনিব কী দিয়া?"

গিবরিল থতমত খাইয়া কহিল, "তোমার ডায়াবেটিস চলিতেছে নাকি?"

আদম সরোষে কহিল, "স্বর্গে শুধু ফলমূল খাইয়া বাঁচিয়া আছি ... এত ফ্রুক্টোজ কি মানুষের যকৃত হজম করিতে পারে? আমার সারা শরীরে চিনি!"

গিবরিল কহিল, "গেলমানকণ্ঠে পত্রখানি না দিয়া তুমি মামলা করিতেছ না কেন?"

আদম দন্তে দন্তে ঘষিয়া বিদ্যুৎ ফুলকি ছুটাইয়া কহিল, "মামলা করিব কেন? ঈভকে তস্কর ডাকিয়া তাহার মানমর্যাদা ধূলায় লুটাইব!"

গিবরিল কহিল, "চিঠিখানা টাইপ করিয়া পাঠাইতেছ না কেন?"

আদমের মুখ বিষণ্ন হইয়া উঠিল। সে কহিল, "ঈভ তো সহযোগিতা করে না রে গিবরিল! টাইপরাইটার নাই, আমাকে সর্বদা হাতেই লিখিতে হয়!"

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: রবি, ২৫/০৪/২০১০ - ৮:৫৮অপরাহ্ন)

আদমচরিত ০২৪

মুখফোড়

স্বর্গদূত আনিসাইল একটি ঢ্যাঁড়া পিটাইতে পিটাইতে নন্দন কাননের বাজারে গোল হইয়া চক্কর মারিতে মারিতে তারস্বরে চিৎকার করিতেছিল, "আদমের আরারাত বিজয়! আদমের

আরারাত বিজয়! ভাইসব, এইক্ষণে সাপ্তাহিক চান্দের আলো ক্রয় করিয়া পাঠ করুন এই অত্যাশ্চর্য সংবাদ! আদমের আরারাত বিজয়! আদমের আরারাত বিজয় ...!"

বাজারে দক্ষযজ্ঞ হুলুস্থুলু লাগিয়া গেল।

সাপ্তাহিক চান্দের আলোর প্রথম পৃষ্ঠায় অমানুষিক বৃহদাক্ষরে লেখা, "সাপ্তাহিক চান্দের আলোর বদান্যতায় আরারাতশৃঙ্গে এই প্রথম কোনো মানবসন্তান আরোহণ করিল!!"

তাহার নিচে সাংবাদিক, কবি, নাট্যকার, গীতিকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট, গল্পকার, স্বর্গদূত আনিসাইলের একটি প্রকাণ্ড আবক্ষ চিত্র মুদ্রিত। তাহার নিচে অমানুষিক লাল হরফে লেখা, "আরারাতজয়ী আদমের প্রথম সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সাংবাদিক, কবি, নাট্যকার, গীতিকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট, গল্পকার, সাপ্তাহিক চান্দের আলোর প্রতিনিধি স্বর্গদূত আনিসাইল!"

নিচে ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা, "অবশেষে আদম আরারাতশৃঙ্গে আরোহণ করিল। তাহাকে শুভেচ্ছা। নন্দন কাননে আজ উৎসব। ঘরে ঘরে আনন্দ। বাতাসে আতর গোলাপের সুবাস। উল্লেখ্য যে আদমের এই অভিযানে অর্থ যোগাইয়াছে স্বর্গের সর্বাপেক্ষা নন্দিত সংবাদপত্র সাপ্তাহিক চান্দের আলো। সাপ্তাহিক চান্দের আলোর কোনো তুলনা হয় না। আদম এককালে সাপ্তাহিক চান্দের আলোতে ভ্রাম্যমান প্রতিবেদক হিসাবে কামলা দিয়াছে। আদমকে সাপ্তাহিক চান্দের আলোর সকলেই স্নেহ করে। আদমও সাপ্তাহিক চান্দের আলোকে ভালোবাসে। যে সংগঠনের পক্ষ হইতে আদম এই অসাধ্য সাধন করিয়াছে, সেই উত্তর পার্বত্য আরোহণ সভার সভাপতির পদটিও অলঙ্কৃত করিয়াছে সাপ্তাহিক চান্দের আলোর প্রতিনিধি সাংবাদিক, কবি, নাট্যকার, গীতিকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট, গল্পকার, সাপ্তাহিক চান্দের আলোর প্রতিনিধি স্বর্গদূত আনিসাইল! সাপ্তাহিক চান্দের আলো পড়ুন, পরিবর্তিত হউন, পরিবর্তন করুন! সাপ্তাহিক চান্দের আলো যুগ যুগ জীয়ে! মাভৈ!"

ঈভ বাজারে আসিয়াছিলো আলু ও অপক্ক কদলী ক্রয় করিতে, হট্টগোল শুনিয়া সে একজনের নিকট হইতে সাপ্তাহিক চান্দের আলোর একটি কপি ছিনাইয়া লইয়া এক নিঃশ্বাসে সকল খবর পড়িয়া মুখ ঝামটা দিয়া কহিল, "মরণ! মিনসে আমার উপরেই আরোহণ করিতে পারিল না এতকাল, সে চড়িবে আরারাতশৃঙ্গে!"

বাজারে দ্বিতীয় দফা হুলুস্থুলু লাগিল। আনিসাইল তাহার বদনখানি কালো করিয়া চলিয়া গেল। ঈভ তর্জনী উত্তোলন করিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল, "আদমের সহিত আমি পশ্চিম চুল্লু পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিতে গিয়াছিলাম, হতভাগা শুধু তাম্বুতে বসিয়া কুলিদিগের সহিত কাচ্চু আর ঊনত্রিংশতি খেলিত! রন্ধন বন্টন সকলই আমাকে করিতে হইত! পশ্চিম চুল্লু জয় করিয়া আসিবার পর আমি তাহাকে আমাদের নিখিল স্বর্গ পর্বতারোহণ সভা হইতে কর্ণমর্দনপূর্বক বহিষ্কার করিয়া দিয়াছি! শুধু তাহাই নহে, আদম আমার কষ্টে লিখিত কতখানি প্রবন্ধ তাহার নিজের নামে সাপ্তাহিক চান্দের আলোতে প্রকাশ করিয়াছে। এহেন অলস কুম্ভীলক করিবে আরারাতজয়! হে ধরণী দ্বিধা হও!"

বাজারে চরম গণ্ডগোল লাগিল। আদমের সঙ্গীসাথীগণ আসিয়া ঈভকে গালাগালি করিতে লাগিল। একজন আদমের ব্যক্তিগত পাণ্ডুলিপি আনিয়া পড়িতে লাগিল, "পশ্চিম চুল্লু পর্বতারোহণে গিয়া ঈভের কীর্তিকলাপ দেখিয়া আমি স্তম্ভিত। পর্বতারোহণ স্ত্রীলোকের কর্ম নয় ইহা বুঝিতেছি। সে উঠিতে বসিতে পর্বত এত উচ্চ কেন, বাতাস এত শুষ্ক কেন, রাত্রিকালে এত জার লাগে কেন প্রভৃতি অনুযোগ করিতে করিতে আমার কর্ণপটহ বিদীর্ণ করিতেছে। আমার গাইড সান্ধ্য তাসের আড্ডায় বলিতেছিল, আদমদা, বৌদি তো হাঁটু দিয়া পর্বতগাত্র বাহিয়া উঠিতে চায়! দুইদিন পর দেখিলাম সে পর্বতের আধাআধি উঠিয়াই প্রবল হল্লা করিতেছে আর স্থিরচিত্রের ফরমায়েশ করিতেছে। নন্দন কাননে ফিরিয়া সংবাদ সম্মেলনে সে ফস করিয়া বলিয়া বসিল, সে উঠিয়াছে কিন্তু আদম উঠিতে পারে নাই! অথচ সনদপত্র কিন্তু দুইজনেই পাইয়াছি! শুধু আমরাই নহি, দুগ্ধদানের নিমিত্তে যে চমরী গাইটিকে সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল, উহার নামেও এক কপি সনদ জারি হইয়াছে। অথচ কুলটা ঈভ আমার নামে

বদনাম করিল! উহার সহিত আমি সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আমার আপন আরোহণ সভা পত্তন করিব! ইতি আদম!"

স্বর্গের বাজার ত্রিধাবিভক্ত হইয়া পড়িল। কেহ আদমের পক্ষ লইল, কেহ লইল ঈভের পক্ষ, কেহ আদম-ঈভ উভয়ের মুণ্ডপাত করিয়া বাটী অভিমুখে যাত্রা করিল।

পরদিন আনিসাইল আসিয়া মারাত্মক মড়াকান্না জুড়িয়া দিল, "আদম আরারাত হইতে নামিতেছে! আদম আরারাত হইতে নামিতেছে! ভাইসব, ভাইসব, এইক্ষণে সাপ্তাহিক চান্দের আলো ক্রয় করিয়া পাঠ করুন এই অত্যাশ্চর্য সংবাদ! আদম আরারাত হইতে নামিতেছে! আদম আরারাত হইতে নামিতেছে ...!"

বাজারে পুনরায় হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল।

সাপ্তাহিক চান্দের আলোতে অমানুষিক বড় বড় হরফে ছাপা হইয়াছে শীর্ষপঙক্তি, "সাপ্তাহিক চান্দের আলোর আর্থিক অনুদান ধন্য পর্বতারোহী আদম আরারাতশৃঙ্গ হইতে নামিয়া নিকটবর্তী আশ্রয়স্থলে ফিরিয়াছে! ঈশ্বর ও শয়তান উভয়েই তাহাকে পৃথক বক্তব্যে অভিনন্দন জানাইয়াছেন।"

তাহার নিচে আনিসাইলের উজ্জ্বল হাসিমুখ মুদ্রিত। নিচে অমানুষিক লাল হরফে ছাপা, "প্রথম আরারাতবিজয়ী মানব আদমের প্রথম সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সাপ্তাহিক চান্দের আলোর প্রতিনিধি, সাংবাদিক, কবি, নাট্যকার, গীতিকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট, গল্পকার, সাপ্তাহিক চান্দের আলোর প্রতিনিধি স্বর্গদূত আনিসাইল!"

তাহার নিচে ক্ষুদ্র হরফে লেখা, "আদম আজ শৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিয়া নিকটস্থ আশ্রয়কেন্দ্রে ফিরিয়াছে। সাপ্তাহিক চান্দের আলোর পক্ষ হইতে তাহার সহিত যোগাযোগ করিয়া বলা হয়, ঈভ তোমার নামে কলঙ্ক রটাইতেছে। আদম তখন বলে, ঈভ একটি দুষ্ট রমণী। আমি সনদপত্র লইয়া নামিয়া উহাকে তাহার ১টি কপি এক্সট্রা লার্জ আকারে

ফটোকপি ও ল্যামিনেশন করিয়া উপহার দিব। তাহার পর দেখিব হতভাগী মাগী কী করিয়া আমার বদনাম করে! তবে আদম ইহাও বলিয়াছে যে ভাগ্যে ঈশ্বর তাহার একটি পঞ্জরাস্থি খুলিয়া তাহার ওজন কমাইয়া দিয়াছিলেন, নতুবা আরারাত আরোহণে তাহার কষ্ট বাড়িত।"

বাজারে গুঞ্জরণ বাড়িতে লাগিল।

আনিসাইল আসিয়া কহিল, "ভাইসব আমি তাহাকে মোবাইলে পঞ্চদশশত স্বর্গমুদ্রা ফ্লেক্সিলোড পুরিয়া ফোন মারিয়াছিলাম। কহিলাম ওহে আদম, তুমি যে আরারাতে আরোহণ করিলে, ঈভ তো বিশ্বাস করিতেছে না। তাহার ন্যায় নাস্তিকের জন্য তুমি কী প্রমাণ আনিবে? তখন আদম বলিয়াছে, সাপ্তাহিক চান্দের আলো তাহাকে একটি ক্যামেরা দিয়াছে সাপ্তাহিক চান্দের আলোর ব্যানার ধরিয়া স্থিরচিত্র খিঁচিবার উদ্দেশ্যে। আর আরারাতশৃঙ্গ জনৈক নোয়ার নামাঙ্কিত একটি পুরাতন ভগ্নপ্রায় কাষ্ঠনির্মিত নৌকা পড়িয়া আছে। কেহ যদি সেই নৌকার সহিত নিজের একটি স্থিরচিত্র তুলিতে পারে, তাহলেই প্রমাণিত হয় যে সে আরারাতশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছে। আদম সেই চিত্রটি অচিরেই সাপ্তাহিক চান্দের আলোতে পাঠাইবে। নাস্তিক ঈভ ও তাহার ল্যাংবোটবৃন্দের জলৌকাসদৃশ মুখে লবণ যোগ করিতে ইহাই যথেষ্ঠ। আদম আরো বলিয়াছে, সে সাপ্তাহিক চান্দের আলোকে প্রাণাধিক ভালোবাসে। সাপ্তাহিক চান্দের আলোর কারণেই আজ সে পর্বতশৃঙ্গে চড়িতে পারিয়াছে। গত ছয় সপ্তাহ সাপ্তাহিক চান্দের আলো পাঠ করিতে না পারিয়া আদম মর্মান্তিক মনঃপীড়ায় ভুগিতেছে। আমি ফোন করিবামাত্র আদম বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়াছে, আনিসাইল, ভ্রাত হে, সাপ্তাহিক চান্দের আলোর কোনো তুলনা নাই!"

বাজারে প্রবল গুঞ্জন প্রবলতর হইল।

পরদিন আনিসাইল আসিয়া একটি ফরাসী শিঙা ফুঁকিতে ফুঁকিতে কহিল, "আদম আরারাত হইত নিচে নামিয়াছে! আদম আরারাত হইত নিচে নামিয়াছে! ভাইসব, এইক্ষণে সাপ্তাহিক চান্দের আলো ক্রয় করিয়া পাঠ করুন এই অত্যাশ্চর্য সংবাদ! আদম আরারাত হইত নিচে নামিয়াছে! আদম আরারাত হইত নিচে নামিয়াছে! ...!"

বাজারে পুনরায় দক্ষযজ্ঞ বাঁধিল।

সাপ্তাহিক চান্দের আলোর প্রথম পৃষ্ঠায় অমানুষিক বৃহদাক্ষরে লেখা, "সাপ্তাহিক চান্দের আলোর বদান্যতায় আরারাতশৃঙ্গে আরোহণকারী আদম পর্বত হইতে সমতলে নামিয়াছে!!"

তাহার নিচে সাংবাদিক, কবি, নাট্যকার, গীতিকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট, গল্পকার, স্বর্গদূত আনিসাইলের একটি প্রকাণ্ড আবক্ষ চিত্র মুদ্রিত। তাহার নিচে অমানুষিক লাল হরফে লেখা, "আরারাতজয়ী আদমের প্রথম সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সাংবাদিক, কবি, নাট্যকার, গীতিকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট, গল্পকার, সাপ্তাহিক চান্দের আলোর প্রতিনিধি স্বর্গদূত আনিসাইল!"

নিচে ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা, "অবশেষে আদম আরারাত পর্বত ছাড়িয়া সমতলের সন্তান সমতলে ফিরিয়াছে। তাহাকে পারিজাতমাল্য দিয়া বরণ করিয়াছেন আরারাতজয়ী আদমের প্রথম সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সাংবাদিক, কবি, নাট্যকার, গীতিকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট, গল্পকার, সাপ্তাহিক চান্দের আলোর প্রতিনিধি স্বর্গদূত আনিসাইল। আদম তাহার আরারাত জয়ের বিশদ বর্ণনা দিয়াছে। তাহা নিম্নরূপ।"

"আদম গত ছয় সপ্তাহ যাবৎ আরারাতশৃঙ্গ বাহিয়া উঠিতেছিল। এই ছয় সপ্তাহ সে সাপ্তাহিক চান্দের আলো পাঠ করিতে পারে নাই। ফলে সে শুকাইয়া কৃশ হইয়া পড়িয়াছিল। খাদ্য বলিতে শুধু চানাচুর আর মুড়ি। সাপ্তাহিক চান্দের আলোর ক্যান্টিনের চায়ের জন্য তাহার বক্ষ জুড়িয়া এক তৃষ্ণা ক্রমাগত ফুঁসিতেছিল। তাহার সঙ্গী শেরপাবৃন্দ কিঞ্চিৎ বেয়াদব প্রকৃতির। আদমের অনুরোধ তাহারা বিশেষ শুনিত না। আদমকে নিজের মুড়ি-চানাচুর নিজেকেই টিন হইতে খুলিয়া খাইতে হইত। এইরূপে দিন কাটিত। একদিন সন্ধ্যায় আরারাত শৃঙ্গ হইতে এক কিলোমিটার নিচে তাম্বুতে আদমের নিদ্রাভঙ্গ হইল। শেরপাবৃন্দ আদমকে বলিল, চল আরারাতশৃঙ্গে। আদম পাগড়িতে মশাল বাঁধিয়া পর্বতগাত্র বাহিয়া উঠিতে লাগিল। সে এক অদ্ভুত রাত্রি। বাতাসে অক্সিজেন নাই, হাইড্রোজেন নাই, নাইট্রোজেন নাই,

আছে শুধু চান্দের আলো। আদমের চিত্তে এক অদ্ভুত পুলক খেলিয়া গেল। চান্দের আলো। সাপ্তাহিক চান্দের আলো। দুয়ে দুয়ে যোগ করিয়া এক অদ্ভুত অপার্থিব চার মিলাইয়া আদমের হস্তপদে মত্ত অশ্বের বল যেন ভর করিল। সে সাপ্তাহিক চান্দের আলোর নাম জপিতে জপিতে আরারাত পর্বত বাহিয়া উঠিতে লাগিল, উচ্চে, আরো উচ্চে, বোদলেয়ারের মেঘদলকে নিচে ফেলিয়া আরো উচ্চে। এমন করিয়া ভোর হইল। আদম আরারাতশৃঙ্গে উঠিয়া একটি বিড়ি ধরাইল। শৃঙ্গে কোন এক হতভাগা নোয়ার ভগ্ন একটি কাষ্ঠনির্মিত জলযান পড়িয়া ছিল, তাহার গায়ে লেখা, এম ভি নোয়ার দোয়া। ঈশ্বরই জানেন এই হতভাগা কবে কেন কীরূপে আরারাত পর্বতে আসিয়া নৌকা ঠেকাইয়াছিল। আদম সেই চান্দের আলোস্নাত পর্বতশৃঙ্গে নোয়ার জাহাজের গলুইতে বসিয়া একটি স্থিরচিত্র গ্রহণ করিল। আলখাল্লার পকেট হইতে সাপ্তাহিক চান্দের আলোর ব্যানার বাহির করিয়া তাহার পর অষ্টানব্বইটি স্থিরচিত্র তুলিল, এগুলি সাপ্তাহিক চান্দের আলোর শনিবারের সাময়িকীতে প্রকাশিত হইবে। ইহার পর আদম সাপ্তাহিক চান্দের আলোর সম্পাদকের নাম জপিতে জপিতে নিচে নামিয়া আসিল। ইহাই আদমের আরারাত জয়ের কাহিনী, যাহা প্রকৃতপক্ষে সাপ্তাহিক চান্দের আলোরই কারণে সম্ভব হইয়াছে। সাপ্তাহিক চান্দের আলোর তুলনা সাপ্তাহিক চান্দের আলো নিজেই। সাপ্তাহিক চান্দের আলোর সম্পাদক জানাইয়াছেন, তিনি এখন তাহার কনট্রিবিউটরদের মধ্য হইতে একজনকে চন্দ্রে অবতরণের জন্য প্রস্তুত করিতেছেন। সাপ্তাহিক চান্দের আলো, লাগে রহো!"

পাঠকেরা নিজেদের মধ্যে গুনগুন করিতে লাগিল। আনিসাইল সহাস্য বদনে জনৈক পাঠকের গদগদ অনুরোধে তাহার নিজের ছবির পিছনে অটোগ্রাফ স্বাক্ষর মারিল, "হইতে হইবে বড়!"

অলঙ্করণ করিয়াছে হিমু

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: শুক্র, ২৮/০৫/২০১০ - ১০:৩৯অপরাহ্ন)

আদমচরিত ০২৫

মুখফোড়

১.
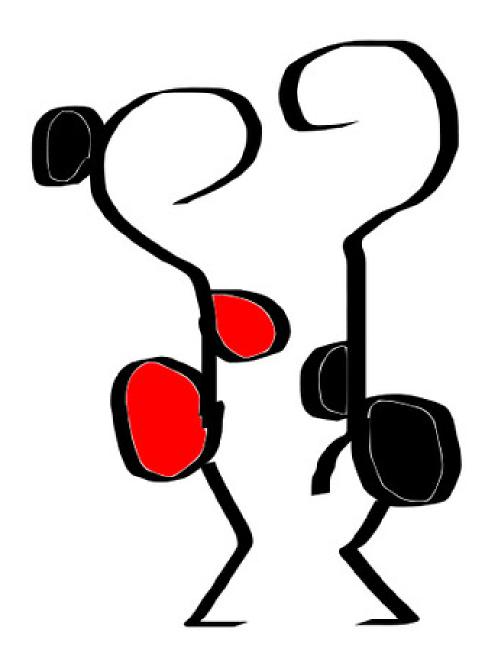
গিবরিল প্রশ্ন করিল, "ঘটনা কী আদম? তোমাকে ইদানীংলোহিতলণ্ঠন অঞ্চলে ঘুরঘুর করিতে দেখি কেন?"

আদম সহাস্যে কহিল, "কেন ওহে গিবরিল? লোহিতলণ্ঠন অঞ্চলে গমন তো আর নিষিদ্ধ নহে! নিষিদ্ধ শুধু ঐ হতভাগা জ্ঞানবৃক্ষের ফলভক্ষণ! আমি লোহিতলণ্ঠন এলাকায় যাতায়াত করিলেই বা তোমার বসের এমন কী মস্তিষ্কপীড়া?"

গিবরিল কহিল, "আহাহা, ইহার মধ্যে ঈশ্বরকে টানিও না। তুমি আমার বন্ধু তাই তোমার আচরণে আমিই উদ্বিগ্ন, ইহা অফিসের কাজ নহে।"

আদম কহিল, "তোমার কোন কাজখানা অফিসের, আর কোন কাজখানা ব্যক্তিগত, পৃথক করা মুশকিলে হে স্বর্গদূত! তা, তুমি আমাকে দেখিলে কীরূপে? তুমিই বা স্বর্গবেবুশ্যেদের মহল্লায় ঘুরিতেছিলে কী উদ্দেশ্যে?"

গিবরিল আমতা আমতা করিতে লাগিল।

আদম সোল্লাসে কহিল, "আপন গুহ্যদেশে বিষ্ঠা লইয়া আসিয়া আমাকে বলিতেছ শৌচকর্ম শেষে জলধারা ঢালিতে!"

গিবরিল মরিয়া হইয়া কহিল, "স্বর্গবেবুশ্যেদের কাছে স্বর্গদূতেরাই যায়! তুমি মানব, তুমি ঘরে স্ত্রী ফেলিয়া স্বর্গবেবুশ্যেদের গলিতে পা রাখিতেছ কেন?"

আদম কহিল, "স্ত্রী? মানে ঈভ? না ইয়ার, ঐ কুটিলা জটিলা হতভাগিনীর সহিত দাম্পত্যকাণ্ড সম্পাদন আর সম্ভব নহে। আমি আশা ছাড়িয়া দিয়াছি।"

গিবরিল কহিল, "তাই বলিয়া স্বর্গবেবুশ্যে ... ।"

আদম কহিল, "আহাহা, আমি তো আর ঐসবের জন্য যাই নাই। আমি জানি তাহারা রশ্মিনির্মিত, আসল কর্ম সম্পাদন হইবার নহে। আমি গিয়াছিলাম হুর বিনোদিনীর অভিনয় দেখিতে। সে মঞ্চে যেইরূপে হাসিয়া কাঁদিয়া গড়াগড়ি খায়, তাহা অতীব শিক্ষণীয় দৃশ্য।"

গিবরিল কহিল, "হাঁ সে এক পর্যায়ে সকল বস্ত্র খুলিয়া ফেলে, তাহার পর একটি পিংপং বল ...।"

আদম গিবরিলের মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "থাক। আর বলিও না। সকল কথা বিশদে বলিতে নাই। লোকজন সমস্যা করে।"

গিবরিল কহিল, "তুমি ঐ অভিনয় দেখিয়া কী করিবে?"

আদম কহিল, "আরে আগামী বিষ্যুদবার স্বর্গের ময়দানে ঈশ্বর একাদশের সহিত আমাদের আদমপাড়া ক্রীড়া চক্রের ফুটবল ম্যাচ আছ না?"

গিবরিল কহিল, "হাঁ, উহার পোস্টার তো আমিই সাঁটাইয়াছিলাম। কিন্তু উহার সহিত হুর বিনোদিনীর কী সম্পর্ক?"

আদম কহিল, "আমি আমার দলের আক্রমণভাগে খেলি। প্রশিক্ষণের জন্য আসিয়াছি।"

গিবরিল কহিল, 'ফুটবলের প্রশিক্ষণ মাঠে করিতে হয় আদম, খাটে নহে, বিনোদিনীর ঘাটেও নহে।"

আদম সহাস্যে কহিল, "তুমি তো প্রাচীন আমলের ফুটবলের কথা কহিতেছ হে গিবরিল। এখন ফুটবলে প্রতিটি স্ট্রাইকারকেই অভিনয়ে কদলীর ন্যায় সুপক্ক হইতে হয়। প্রতিপক্ষের খেলুড়ের গায়ের বাতাসের ঝাপটায় তোমাকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া চিত উপুড় হইয়া পড়িয়া মাঠে কাতর গড়াগড়ি খাইতে হইবে। উহা কীরূপে করিতে হয়, তাহা রসময় অপেরার হুর বিনোদিনী অপেক্ষা কেহই ভালো জানে না!"

গিবরিল আনমনে কহিল, "হাঁ, বিনোদিনী খাটেও এইরূপ সশব্দ গড়াগড়ি করে বটে!"

আদম অপাঙ্গে গিবরিলকে দেখিয়া কহিল, "গিবরিল তুমি বিবাহ করিয়া ঘরসংসার কর। অসুখবিসুখ হইলে ঈশ্বরের বার্তা সব মাঠে মারা পড়িবে।"

গিবরিল থতমত খাইয়া কী যেন কহিতে গিয়া আদমের দাবড়ানি খাইয়া থামিয়া গেল। "আর চাপা মারিও না! বিষ্যুদবার আসিও ময়দানে।"

২.

বিষ্যুদবার স্বর্গের ময়দানে দূতে দূতারণ্য। ঈভও একটি নতুন কলাপাতা পরিধান করিয়া মাঠের এক পার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছে। অদূরেই শয়তান বসিয়া চীনাবাদাম ভাঙিয়া অলস ভঙ্গিতে চিবাইতেছে।

ঈশ্বর নিজের দলের ক্যাপ্টেন, একটি খাটো পেন্টুল পরিয়া তিনি গম্ভীরমুখে দাঁড়াইয়া মাঠ পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। হলুদ গেঞ্জি আর নীল পেন্টুল পরিহিত আদমের পায়ে বল, এখনই কিক-অফ হইবে।

রেফারি রেফারিল বাঁশিতে ফুঁ দিবা মাত্র সকলে বিষম লাথালাথি শুরু করিল।

আদম বল পায়ে দিয়া কয়েক পা ছুটিয়াই মর্মান্তিক এক আর্তচিৎকার করিয়া গড়াগড়ি খাইতে লাগিল।

রেফারি বাঁশিতে ফুঁ দিয়া কহিল, ফাউল হইয়াছে। ফ্রি কিক হইবে।

ঈশ্বর গিয়া তর্ক করিতে লাগিলেন। বলিলেন, আদম হুবহু বিনোদিনীর ন্যায় অ্যাক্টিং করিতেছে।

রেফারিলও বিনোদিনীর অভিনয় বিলক্ষণ দেখিয়াছে, সে মানিতে নারাজ। ফ্রি কিক হইল, কিন্তু আদমের সাঙ্গোপাঙ্গোরা সুবিধা করিতে পারিল না।

ঈশ্বর পায়ের কাছে বল পাইয়াই বিদ্যুৎগতিতে ছুট দিলেন। আদমের দলের ডিফেন্ডাররা তাঁহাকে রে রে করিয়া ছুটিয়া আসিয়া ল্যাং মারিবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইল। ঈশ্বর বলটি এক মিডফিল্ডারকে পাস দিয়া নিজে হা রে রে রে রবে ছুটিয়া গেলেন গোলপোস্টের দিকে।

মিডফিল্ডারটি বলটি উঁচু করিয়া ক্রস করিল, ঈশ্বর এক চাঁটি মারিয়া সেটি গোলপোস্টের ভিতরে ঢুকাইয়া দিলেন।

বাঁশি বাজিল। গোল।

আদম গিয়া লাফালাফি করিতে লাগিল রেফারিলের সম্মুখে। কহিল, ইহা হ্যাণ্ডবল হইয়াছে। গোল কীরূপে হয়? ঈশ্বরকে লালকার্ড প্রদর্শন করা হউক।

রেফারিল আদমকে কাছে ডাকিয়া চুপিসারে কহিল, বেশি বকবক করিও না। খেলিতে আসিয়াছ, খেলা শেষ করিয়া বাড়ি যাও।

আদম কহিল, গায়ে আসমানি-সাদা জার্সি চাপাইলেই কি সাত খুন মাফ নাকি? যা এইমাত্র ঘটিল, তাহাকে তুমি কী বলিবে?

রেফারিল হাসিমুখে কহিল, হ্যাণ্ড অব গড!

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: বিষ্যুদ, ২৪/০৬/২০১০ - ৮:২৯পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত ০২৬

মুখফোড়

অপারেটিং টেবিলে শুইয়া আদম পাংশুমুখে বলিল, "অন্য কোনো উপায় কি নাই?"

ঈশ্বর পেলাসটিকের দস্তানা আঁটিতে আঁটিতে গম্ভীর মুখে কহিলেন, "উপায় অবশ্যই আছে আদম। পর্যবেক্ষণ করিলেই বুঝিবে।"

আদম বেজার হইয়া কহিল, "আপনি সর্বদাই আকারে ইঙ্গিতে কথা কন। পরিষ্কার করিয়া বলেন না কেন? কী উপায়?"

ঈশ্বর একটি ক্ষুরধার স্ক্যালপেল লইয়া জীবাণুনাশক দ্বারা ধৌত করিতে করিতে কহিলেন, "কখনও কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, তোমার শিশ্নখানি কী সুচারুরূপে বাম ও দক্ষিণ, উভয় হস্তের নাগালেই রহিয়াছে?"

আদম বাম ও দক্ষিণ, উভয় হস্ত চাদরের নিচে প্রবিষ্ট করিয়া কহিল, "বিলক্ষণ। কিন্তু ...।"

ঈশ্বর কহিলেন, "হাঁ। তোমাকে সৃজন করিবার সময়ই হস্ত দুইটি এইরূপে নকশা করিয়াছিলাম, যাহাতে নিজের বিনোদন নিজেই যোগাইতে পার। কিন্তু তোমার চাহিদার অন্ত নাই।"

আদম গোঁ গোঁ করিয়া কহিল, "আপনি আমাকে মৃত্তিকা হইতে সৃজন করিয়াছেন, আমার সঙ্গিনীকেও মৃত্তিকা দিয়া নির্মাণ করিলে আপনার ক্ষতি কী? মৃত্তিকার কি অভাব পড়িয়াছে? মৃত্তিকার অভাব পড়িলে পেলাসটিক দিয়া বানাইয়া দিন।"

ঈশ্বর মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "আমার সম্মান তাহে সামান্যই বাড়ে। তোমার সম্মান তাহে একেবারে ছাড়ে।"

আদম কহিল, "আমার পঞ্জরের অস্থি দিয়াই কেন সঙ্গিনী নির্মাণ করিবেন?"

ঈশ্বর কহিলেন, "পঞ্জরাস্থি কি তুমি বেচিয়া দালান কিনিবে নাকি নির্বোধ? এইবার চুপ মার। অপারেশনখানা সারিয়া ফেলি।"

আদম কিছু কহিবার পূর্বেই ঈশ্বর স্ক্যালপেল বাগাইয়া আদমের পঞ্জরের একখানি অস্থি নিমেষে কাটিয়া বাহির করিয়া লইলেন। ভয়ে আদম কাপড় নষ্ট করিয়া ফেলিল।

ঈশ্বর পঞ্জরাস্থিটিকে ঈভ-নির্মাণ যন্ত্রের ভিতরে ঢুকিয়া কয়েকটি ডায়াল ঘুরাইয়া যন্ত্রের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

আদম ক্ষিপ্ত কণ্ঠে কহিল, "আমার অস্থি হইতে যদি ঈভ নির্মাণ করিতে পারেন, তবে আমার পায়খানা হইতেও কিছু নির্মাণ করিয়া দেখান!"

ঈশ্বর বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "এয়ার্কি পাইয়াছো? পায়খানা হইতে মনুষ্য সৃজন সম্ভব?"

আদম ঘ্যানর ঘ্যানর করিতে লাগিল। মনুষ্য হউক, গাধা হউক, সজারু হউক, একটা কিছু ঈশ্বরকে সৃজন করিতে হইবে।

ঈশ্বর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া এক টুকরা পলিথিনে করিয়া আদমের মলখণ্ড নিয়া যন্ত্রে ঢুকাইলেন।

যন্ত্র হইতে বাহির হইয়া আসিল জাকির নালায়েক।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: মঙ্গল, ০৫/১০/২০১০ - ১১:৩৬অপরাহ্ন)

আদমচরিত ০২৭

মুখফোড়

ঈশ্বর একগাদা প্যাপিরাসের তোড়া লইয়া গলদঘর্ম হইতেছিলেন, সেলুকাইল আসিয়া লম্বা সেলাম ঠুকিয়া কহিল, "খোদাবন্দ! আমাকে তলব করিয়াছিলেন?"

ঈশ্বর প্যাপিরাসের তোড়া নামাইয়া রাখিয়া নাসিকা হইতে চশমাখানি নামাইয়া কহিলেন, "সেলুকাইল, পাটীগণিতে তোমার ব্যুৎপত্তি কেমন?"

সেলুকাইল ঢোঁক গিলিয়া কহিল, "গণিতে আমি বরাবরই কিঞ্চিৎ অপক্ক জাঁহাপন!"

ঈশ্বর বেজার হইয়া কহিলেন, "আমারও দীর্ঘকাল চর্চা নাই। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগে কোনোমতে উৎরাইয়া গেলেও ভগ্নাংশ, সুদকষা প্রভৃতিতে গিয়া বিষম গোলযোগের সম্মুখীন হইয়াছি।"

সেলুকাইল কহিল, "কী এমন কঠিন হিসাব করিতেছেন, সদাপ্রভু? গণিত অলিম্পিয়াডে যোগ দিবেন নাকি?"

ঈশ্বর কহিলেন, "আদম আর ঈভ স্বর্গকোষ হইতে প্রচুর অর্থ উত্তোলন করিতেছে নানা বিল দেখাইয়া। হতভাগা প্রাইসওয়াটারহাউসকুপারাইলকে দায়িত্ব দিয়াছিলাম এইসব দলিলাদি পরীক্ষানিরীক্ষা করিতে। বেটা কোনো কাজেরই নহে। দিবানিশি ফেসবুকে ফার্মভিল খেলে!"

সেলুকাইল কহিল, "হিসাবে কি কোনো গোলযোগ খুঁজিয়া পাইলেন?"

ঈশ্বর কহিলেন, "হিসাবে বিলক্ষণ গোলযোগ আছে সেলুকাইল! আদম আর ঈভ, উভয়েই ভুয়া বিল দেখাইয়া সহস্র সহস্র মুদ্রা গাপ করিয়াছে এতদিন।"

সেলুকাইল কহিল, "কীরূপে মালেকুল্মুল্ক?"

ঈশ্বর কহিলেন, "উহারা নন্দন কাননে থাকে, কিন্তু বিল করিয়াছে পৃথিবীতে বাড়ি ভাড়া বাবদ!"

সেলুকাইল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "উহারা কি জ্ঞানবৃক্ষের ফল কোনোরূপে ভক্ষণ করিয়াছে হুজুর?

ঈশ্বর প্যাপিরাসের তোড়া আছড়াইয়া ফেলিয়া কহিলেন, "জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ না করিয়াই ইহারা পাকিয়া ঝুনা হইয়া গিয়াছে! এই দুর্নীতির শাস্তি রগে রগে শোধ করিব। কানে ধরিয়া স্বর্গ হইতে বাহির করিব দুই পাপিষ্ঠকে!"

এই খবরের সহিত কোনোই সম্পর্ক নাই।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: শুক্র, ২২/১০/২০১০ - ১১:৫০অপরাহ্ন)

আদমচরিত ০২৮

মুখফোড়

ঈশ্বর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে পান চিবাইতেছিলেন। আজরিল তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আনমনে ক্ষুরধার ভোজালিতে শান দিতেছে।

ঈশ্বর গলা খাঁকরাইয়া চিলুমচিতে পিক ফেলিয়া বলিলেন, "ভোজালিতে শান দিতেছ কেন?"

আজরিল শীতল কণ্ঠে কহিল, "কখন কী কাটিয়া আনিতে হয়, বলা তো যায় না। তাই ধার দিয়া রাখি।"

ঈশ্বর খুব একটা উচ্চবাচ্য করিলেন না। জুলিয়াস সিজারের ঘটনার পর হইতেই তিনি বুঝিয়াছেন, বিশ্বস্ত কেউ যদি নিকটে ধারালো অস্ত্র লইয়া অবস্থান করে, তাহাকে না চটানোই ভালো। এই কারণেই তিনি নাপিত জিলেটাইলের সহিত কখনও দুর্ব্যবহার করেন না।

ঈশ্বর গলা খাঁকরাইয়া কহিলেন, "ধার দিবার চর্চাটি মন্দ নহে। তবে দেখিও, সুদ আদায়ের ব্যবসায় অবলম্বন করিও না। অযথা আমার বদনাম হইবে। ইউনুসের ন্যায় কোনো কারবারও ফাঁদিয়া বসিও না যেন।"

আজরিল নিরুত্তর থাকিয়া ভোজালিতে শান দিতে লাগিল।

ঈশ্বর পুনরায় এক খিলি পান মুখে পুরিয়া চুনদানি হইতে এক আঙুল চুন তুলিয়া মুখে পুরিয়া কহিলেন, "তোমাকে ডাকিয়াছি বিশেষ একটি কাজে।"

আজরিল কহিল, "বলুন খোদাবন্দ, কাহার প্রাণ হরণ করিয়া আপনার কদমপদ্মে পেশ করিব?"

ঈশ্বর বিরক্ত স্বরে কহিলেন, "আ মোলো যা, ক বলিলেই ক্যাটাস্ট্রফি বুঝিয়া ফেল! প্রাণ হরণ করিতে হইবে কেন বাপু? ভোজালিখানা কোষবদ্ধ রাখিয়া গালে দুই চারটা চড় মারিতে পারিবে?"

আজরিল কহিল, "আলবাৎ হুজুর! কাহার গাল?"

ঈশ্বর দক্ষিণে-বামে চুপিচুপি চাহিয়া গলা নিচু করিয়া কহিলেন, "আদমের গাল!"

আজরিল দন্তে দন্তে প্রবল ঘর্ষণ করিয়া কহিল, "এখনই গিয়া পাজিটার গাল থাবড়াইয়া লোহিত করিতেছি জাঁহাপন!"

ঈশ্বর কহিলেন, "আরে শোনো না বাপু! বিস্তারিত শ্রবণ কর আগে। শুধু আদমকে চটকনা মারিলেই চলিবে না। তাহার বেয়াড়া ভার্যাটিকেও কেশের গ্রন্থি ধরিয়া ঘরছাড়া করিতে হইবে। পারিবে স্ত্রীলোকের দেহে হস্তক্ষেপ করিতে?"

আজরিল কহিল, "আমার কোনো জেণ্ডার বায়াস নাই সদাপ্রভু। অ্যাকশনে নামিয়া স্ত্রী-পুরুষ বৈষম্য করিব না। আদমের গণ্ডদেশে গণিয়া গণিয়া এক হালি থাপ্পড় কষাইব, আর তাহার মুখরা স্ত্রীটির কেশ মুষ্টিতে লইয়া ঘর হইতে বহিষ্কার করিব।"

ঈশ্বর কহিলেন, "উঁহু, ঘর হইতে উভয়কেই নিষ্ক্রান্ত করিতে হইবে। সম্ভব হইলে উহাদের ধরিয়া পৃথিবীতে ছাড়িয়া দিয়া আইস।"

আজরিল মুখ গোমড়া করিয়া কহিল, "পৃথিবীতে যাইতে হইবে?"

ঈশ্বর কহিলেন, "হাঁ। ঘুরিয়া আইস। টাকাপয়সা লাগিলে খাজাঞ্চিকে বলিও, কিংবা ফিরিয়া আসিয়া বিল করিয়া টিএডিএ তুলিয়া লইও।"

আজরিল কহিল, "জো হুকুম জাঁহাপন! পৃথিবীতে কারো প্রাণ হরণ করিতে হইবে?"

ঈশ্বর বিড়বিড় করিয়া কহিলেন, "এমন ট্রিগারহ্যাপি অনুচর লইয়া কী বাটে পড়িলাম!" তারপর গলা খাঁকরাইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, মোটাতাজা ডাইনোসর যাতায়াতের পথে পড়িলে প্রাণখানি হরণ করিয়া আনিও। আমার কাছে আনিয়া দিবার দরকার নাই, ডানোর কৌটায় ভরিয়া স্টোররুমে রাখিয়া দিলেই চলিবে। এখন কাজে যাও।"

আজরিল কুর্নিশ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঈশ্বর কহিলেন, "তা একবারও কি মনে প্রশ্ন জাগিল না, আদম আর ঈভকে কেন বিতাড়ন করিতেছি?"

আজরিল কহিল, "কেন হুজুর?"

ঈশ্বরের চোখ চকচক করিয়া উঠিল। তিনি ফিসফিস করিয়া কহিলেন, "কয়লা! কয়লা পাওয়া গিয়াছে উহাদের বাসগৃহের নিচে!"

আজরিল বলিল, "আচ্ছা।"

ঈশ্বর বিরক্ত হইলেন। নির্বোধ কতগুলি দূত নির্মাণ করিয়াছেন তিনি। কিছু কূট আলাপ করিবার যোগ্যতা নাই। রশ্মির অপচয় আর কাহাকে বলে?

তিনি গলা খাঁকরাইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, তুমি কাজে লাগিয়া পড়ো বরং। আর দেখ গেস্ট রুমে এশিয়া এনার্জি হইতে কে যেন আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে, তাহাকে আমার কক্ষে পাঠাইয়া দিও।"

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: মঙ্গল, ০৯/১১/২০১০ - ১১:৩৫পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত ০২৯

মুখফোড়

লাগিল।

আদম পরিধানের আপেলপত্রটি খুলিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে কান্দিতে লাগিল। সাংবাদিক স্বর্গদূতদের মধ্যে কেহ গলা খাঁকরাইল, কেহ ভিন্নদিকে মুখ ফিরাইল, কেহ ছবি খিঁচিতে লাগিল।

তিন মিনিট ক্রন্দন শেষে সিক্ত আপেলপত্রটি নিংড়াইয়া আদম পুনরায় কৌপীন আকারে পরিধান করিয়া নাক টানিয়া কহিল, "আমাকে স্বর্গ হইতে এক বস্ত্রে বহিষ্কার করা হইয়াছে। ইহা স্বর্গের গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী। আমি মকদ্দমা করিব।"

জনৈক স্বর্গদূত রশ্মিপেন্সিল উঁচু করিয়া কহিল, "আপনি কি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে পারেন?"

আদম দৃপ্ত কণ্ঠে কহিল, "আলবত পারি। গতকল্য স্বর্গদূতদের নোয়াখালি চক্রের প্রধান মওদুদাইল দরজা ভাঙিয়া আমার গৃহে অনুপ্রবেশ করে। তাহারা আমার একষট্টি জন গৃহভৃত্যকে মারিয়া পিটিয়া একশা করে। আমি তখন সবেমাত্র বাষ্পস্নান সারিয়া জাকুজিতে বসিয়া শীতকযন্ত্র হইতে কোমল পানীয়ের আধার বাহির করিয়া পাত্রে ঢালিতেছি। তাহারা হা রে রে রে করিয়া আসিয়া কহিল, আমাকে স্বর্গ হইতে বহিষ্কারের আদেশ দিয়াছেন ঈশ্বর। আমি কহিলাম, ওরে সম্বন্ধীর পুত্রেরা, তোরা কি অবগত আছিস, স্বর্গের সহিত আমার সম্পর্ক কত সুগভীর? স্বর্গের প্রথম স্থায়ী কমিটির কনিষ্ঠতম সদস্য ছিলুম আমি। আর আজ তোরা আসিয়াছিস এই শিশ্নকেশের বহিষ্কারাদেশ লইয়া!"

আরেক স্বর্গদূত কহিল, "কিন্তু ...।"

আদম কহিল, "মওদুদাইল কহিল, এই কে আছিস, ইহাকে কোলে তুলিয়া নিয়ায়! তখন নোয়াখালি চক্রের এক গুণ্ডা স্বর্গদূত আমার বাহু পাকড়াইয়া ধরিল। আমি কহিলাম, সাইয়া বাইয়া ছোড় না, কচ্চি কলিয়া তোড় না! তাহারা শুনিল না! আমাকে তুলিয়া স্বর্গ হইতে বহিষ্কার করিল। চৌকির পার্শ্ববর্তী তোরঙ্গে আমার কিছু জরুরি কাগজপত্র আছে, সেগুলি পর্যন্ত সঙ্গে নিতে দেয় নাই।"

এক স্বর্গদূত কহিল, "কেন আপনাকে ঈশ্বর বহিষ্কার করিলেন?"

আদম দৃপ্ত কণ্ঠে কহিল, "ইহা সকলই নোয়াখালি চক্রের ষড়যন্ত্র। আমি বরাবরই ঈশ্বর ম্যাডামের প্রতি অনুগত। আমি যে এই ফালতু বহিষ্কারাদেশের বিরুদ্ধে মকদ্দমা করিয়া

জয়লাভ করিব, তাহাই নহে ভাইসব! স্বর্গ বর্তমানে রাজনৈতিক কোন্দলে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। স্বর্গের অন্যতম সমস্যা আদম ও ঈভের মধ্যে কলহ। উহাদের দুইজনকে আলোচনার খাটে একসাথে শোয়াইবার লক্ষে আমি কাজ করিয়া চলিব। আগামী নির্বাচনে আমি এই নোয়াখালি পরিবারের সকল চক্রান্ত নস্যাৎ করিয়া ঈশ্বর ম্যাডামের হস্ত হইতে টিকিট লইয়া দাঁড়াইব।"

আরেক স্বর্গদূত কহিল, "কিন্তু কীভাবে?"

আদম কহিল, "অতীতেও বহু বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হইয়াছে। ঈশ্বর শয়তানকে বহিষ্কার করিয়াছিলেন, পরে বাপ বাপ করিয়া কাছে ডাকিয়া মস্তকে পোঁদে হাত বুলাইয়া তাহাকে পঞ্চায়েতবিষয়ক উপদেষ্টা পদে বসাইয়াছেন। আমার ক্ষেত্রে তাহা ঘটিতে কতক্ষণ?"

এক স্বর্গদূত কহিল, "কিন্তু অতীতে তো ডাক্তারাইল মান্নানাইল তানবীরাইলকে ঈশ্বর কর্ণের লতি ধরিয়া মাজায় পদাঘাত করিয়া দূর করিয়া দিয়াছেন। তাহারা তো আর স্বর্গে ফিরিয়া আসিতে পারিল না, মর্ত্যেই বিকল পোঁদহারা পার্টি খুলিয়া কিয়ৎকাল রাজনৈতিক পিকনিকসাধন করিল। আপনার পরিণতি যদি সেইরূপ হয়?"

আদম বিরস মুখে কহিল, "নো কমেন্টস।"

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: সোম, ২২/১১/২০১০ - ১০:২৫অপরাহ্ন)

আদমচরিত ০৩০

মুখফোড়

আদম ল্যাপটপে বসিয়া খুটখাট টাইপ করিতেছিল, গিবরিল আসিয়া কহিল, "মৃত্তিকাপুত্র আদম, কী করিতেছ? ফেসবুকে যৌনালাপ?"

আদম রুষিয়া কহিল, "ভোজনের পর কি আর কোনো কর্ম নাই আমার? ওয়েবসাইট আপডেট করিতেছি ওহে গিবরিল! এইবার সকল কুকর্ম ফাঁস করিয়া দিব!"

গিবরিল কহিল, "কাহার কুকর্ম? কীরূপে ফাঁস করিবে?"

আদম কহিল, "স্বর্গলিক্স ডট অর্গ নামে একটি ওয়েবসাইট খুলিয়াছি কি সাধে?"

গিবরিল বিস্মিত হইয়া কহিল, "সেই ওয়েবসাইটে কী ফাঁস করিবে?"

আদম কহিল, "স্বর্গে বহু দুইলম্বরি কার্যক্রম দিবসের পর দিবস ধরিয়া চলমান ওহে গিবরিল! তুমি কি জান, ঈশ্বরের শয়নকক্ষে তাহার খাটিয়ার পাশের তোরঙ্গে কী পাওয়া গিয়াছে?"

গিবরিল দক্ষিণে বামে তাকাইয়া ফিসফিস করিয়া কহিল, "কী?"

আদম কহিল, "রিচার্ড ডকিন্সের দ্য গড ডিল্যুশান! ... ইহার ভিডিও প্রতিবেদন আমাকে পাঠাইয়াছে স্বর্গদূত বিটিভিল!"

গিবরিল আঁতকাইয়া উঠিয়া কহিল, "তওবা তওবা! ঈশ্বর কি জানেন এইসব?"

আদম কহিল, "জানেন বলিয়া মনে হয় না! তবে কিছুক্ষণ পর গোটা স্বর্গে এই খবর রাষ্ট্র করিয়া ছাড়িব! সঙ্গে আরো অনেক কিছু!"

গিবরিল কহিল, "আর কী ফাঁস করিবে?"

আদম কীবোর্ডে অঙ্গুলির তুফান চালাইয়া কহিল, "ঈভ যে শয়তানকে ডাকিয়া জ্ঞানবৃক্ষের বাগান আক্রমণ করিতে উসকাইতেছে, তাহা কি জান?"

গিবরিল হতবাক হইয়া কহিল, "সে কী!"

আদম কহিল, "ঈশ্বরের আর্থিক চুরিচামারির তথ্যও আমার হাতে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। আমার শরীরের অরিজিনাল নকশায় আমাকে দুইটি শিশ্ন নির্মাণ করিয়া দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ঈশ্বর হতভাগা মৃত্তিকার পরিমাণে নয়ছয় করিবার কারণে আমার ভাগ্যে একটি মাত্র জুটিয়াছে, তাহাও প্রথম নকশার ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট নহে! মৃত্তিকার টেণ্ডারের টাকা লুটিয়া খাইয়া ঈশ্বর বাটপার আমার দাম্পত্য জীবনটি ছারখার করিয়া ছাড়িয়াছে! সকল দলিলাদি এখন স্ক্যান করিয়া তুলিয়া দিব ওয়েবসাইটে! হতভাগার খোদকারিতে যদি ল্যাং না মারিয়াছি তো আমার নাম ...!"

এমন সময় গিবরিলের মোবাইলে রিং টোন বাজিয়া উঠিল, "মুন্নি বদনাম হুয়ি গিবরিল তেরে লিয়ে!" গিবরিল ফিসফিস করিয়া কহিল, "বস ফোন মারিয়াছেন!"

আদম চুপ করিয়া টাইপ করিতে লাগিল।

গিবরিল ফোন ধরিয়া হুঁ হাঁ জো হুকুম বলিয়া ফোন রাখিয়া কহিল, "তোমার জন্য দুঃসংবাদ আছে আদম!"

আদম কহিল, "কী?"

গিবরিল কহিল, "তোমার স্বর্গলিক্সের খবর সম্ভবত ঈশ্বর জানিয়া গিয়াছেন। তোমার নামে সারা স্বর্গে রেড অ্যালার্ট জারি হইয়াছে!"

আদম রাগে ফুলিয়া উঠিয়া কহিল, "আমার অপরাধ?"

গিবরিল কহিল, "ঈভ টীজিং!"

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: শনি, ০৪/১২/২০১০ - ৪:২১পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত ০৩১

মুখফোড়

গিবরিল তাহার রশ্মিনির্মিত নাসিকা ডাকাইয়া ঘুমাইতেছিল। দরজায় পদাঘাতের শব্দ শুনিয়া সে ধড়মড়িয়া ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া বসিয়া চক্ষু রগড়াইল।

আদম অধৈর্য হইয়া কহিল, "আব্বে বারবণিতার সন্তান, দুয়ার খুলিবি নাকি অগ্নিসংযোগ করিব?"

গিবরিল হতচকিত হইয়া লুঙ্গির গ্রন্থি ঠিক করিতে করিতে গিয়া দরজা খুলিল। আদম একটি বড়সড় ঠোঙা হস্তে তাহাকে ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজায় অর্গল তুলিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

গিবরিল কহিল, "কী হইয়াছে আদম? চুরি করিয়া ফিরিলে নাকি?"

আদম ওষ্ঠে তর্জনী ঠেকাইয়া কহিল, "শশশশশশশ! আস্তে!"

গিবরিল তাহার রশ্মিনির্মিত নাসিকা কুঁচকাইয়া বাতাস শুঁকিয়া কহিল, "এ কী? নিষিদ্ধ ফলের গন্ধ কেন ঘরে?"

আদম তাহার ঠোঙা খুলিয়া দেখাইল, অভ্যন্তরে কয়েকটি সুপক্ক নিষিদ্ধ ফল, ঘ্রাণে চতুর্পাশ আমোদিত।

গিবরিল আতঙ্কিত হইয়া কহিল, "এ কী করিয়াছ হে মৃত্তিকাপুত্র?"

আদম কহিল, "রশ্মিঠোলারা ডগ স্কোয়াড লইয়া তাড়া করিয়াছে! এখন কী করিব?"

গিবরিল কহিল, "সর্বনাশ! তোমার সহিত আমাকেও এখন গেরেফতার করিবে দেখিতেছি!"

আদম কহিল, "কুইক, শয়তানকে এসেমেস পাঠাও! এখন শয়তানের পরামর্শ ছাড়া গতি নাই!"

গিবরিল মোবাইল খুলিয়া শয়তানকে এসেমেস করিল, আদম ইল কাম শার্প।

মিনিট পাঁচেক পরেই শয়তান সর্পিল গতিতে গিবরিলের জানালা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। আদম তাহাকে দেখিয়া ফুঁপাইয়া উঠিয়া কহিল, "দোস্ত, একটা উপায় বল!"

শয়তান পরিস্থিতি বিস্তারিত জানিয়া আরাম কেদারায় বসিয়া হুঁকায় তামাক টানিতে টানিতে কহিল, "ঈশ্বর তোমাকে ঠিকই কানে ধরিয়া দরবারে হাজির করাইবে। লোকটি বড় বদ। সর্বদাই পাপের শাস্তি প্রদানে মুখাইয়া থাকে। হতভাগা আমার পশ্চাতে দীর্ঘদিন ধরিয়া লাগিয়া আছে, তাহাকে আমি অস্থিরন্ধ্রে চিনি। তোমাকে এখন ঘাগু দেখিয়া কয়েকটি উত্তরাধুনিককে ভাড়া খাটাইতে হইবে। যাহারা ফুকো, লাকাঁ, হেগেল, ফরহাদ মজহার, রন জেরেমি প্রভৃতি নাম আওড়াইতে পারে।"

আদম খসখস করিয়া প্যাপিরাসে টুকিতে লাগিল সব।

শয়তান কহিল, "ঈশ্বরকে প্রথমে "ডিসকোর্স" শব্দটি বারবার শুনাইতে হইবে। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, ব্যাটা ডিসকোর্স শব্দটি শুনিলেই উসখুস করে, ডানে বামে তাকায়। প্রতীয়মান হয়, শব্দটির অর্থ সে ভালোমতো জানে না। কাজেই তোমাকে বলিতে হইবে, নিষিদ্ধ ফল চুরির ডিসকোর্সটি লইয়া মিশেল ফুকো কী বলিয়াছেন, তাহা ঈশ্বর জানে কি না।"

আদম টুকিতে টুকিতে কহিল, "ফুকো কী বলিয়াছে?"

আদম কহিল, "খুঁজিয়া দেখিব মাপমতো কোনো কথা ফুকো বলিয়াছে কি না। না বলিলে নিজেরাই বসাইয়া লইব। ... যাহা বলিতেছিলাম, ডিসকোর্স শব্দটিতে যদি ঈশ্বর ঘায়েল না হন, তাহলে তোমাকে বলিতে হইবে কাউন্টার ন্যারেটিভের কথা। ঈশ্বরকে বুঝাইতে হইবে, নিষিদ্ধ ফল পাড়িয়া ভক্ষণের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ ব্যতীত আরো বহু বিকল্প কাউন্টার ন্যারেটিভ থাকিতে পারে ডানে-বামে। উহাদের অস্বীকার করা অশিক্ষিতের কাজ। কাজেই তোমার এই নিষিদ্ধ ফল পাড়িয়া ভক্ষণ অনেক কাউন্টার-ন্যারেটিভের একটি মাত্র।"

আদম কহিল, "কীসব খটোমটো বলিতেছো, হিয়েরোগ্লিফিক্সে লিখিতে গিয়া হস্ত খসিয়া পড়ার উপক্রম!"

শয়তান মিটিমিটি হাসিয়া কহিল, "হস্ত দিয়া আর কী করিবে, নিষিদ্ধ ফল তো এখন হাতের নাগালে। তোমার যাবতীয় হস্তশিল্পের দায়িত্ব ঈভের ওপর ন্যস্ত করিও।"

আদম উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "আবাজিগস! কিন্তু ডিসকোর্স আর কাউন্টার-ন্যারেটিভেই কি কাজ চলিবে? আর কোনো বদখদ শব্দ নাই?"

শয়তান তামাকে টান দিয়া কহিল, "আছে বৈকি। ডিকনস্ট্রাকশন। তরল ভয়। আর্টিফিশিয়াল কনস্ট্রাক্ট। মানবতাপ্রেমী শান্তিবাদ। উত্তর-উপনিবেশী সুফিবাদ। বৈশ্বিক মানবতাবোধ। ওরিয়েন্টালিজম। ইতিহাসের ডিসকার্সিভ ভিন্নপাঠ। জাতীয়তাবাদী ইগো। ... আরো লাগিবে?"

আদম উৎফুল্ল স্বরে টুকিতে টুকিতে কহিল, "আপাতত এগুলিই কাজে লাগাইতেছি। ঈশ্বর ভুদাইকে এইসব দিয়াই কাত করিব। হতভাগা তো মাদ্রাসায় গমনই করে নাই

ঠিকমতো, গ্রহনক্ষত্র নির্মাণ লইয়া ব্যস্ত ছিল। আনপড় একখানা। এইসব শব্দ মারিয়া মারিয়া ব্যাটাকে ঘায়েল না করিয়াছি তো আমার নাম আদমই নহে!"

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: রবি, ৩০/০১/২০১১ - ৬:১৬পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত ০৩২

মুখফোড়

ঈশ্বর তাকিয়ায় হেলান দিয়া পান চিবাইতেছিলেন কচরমচর করিয়া। মাদার সুপিরিয়র রুষ্ট কণ্ঠে কহিলেন, "আর তো পারি না। স্বর্গযাজিকাদের লইয়া বিষম বিপদে পড়িয়াছি।"

ঈশ্বর পিকদানিতে পানের পিক ফেলিয়া বিগলিত রসসিক্ত কণ্ঠে কহিলেন, "কেনু? তাহারা কি দুষ্টামি করিয়া বেড়ায়? লিখাপড়া করে না?"

মাদার সুপিরিয়র কহিলেন, "হে জাঁহাপন, আপনি তো ভালো করিয়াই জানেন,. স্বর্গের কনভেন্টটি দিনে দিনে গোল্লা অভিমুখে ধাবমান। যত বেয়াড়া তরুণী স্বর্গবালা আসিয়া সেইখানে ভর্তি হয়। তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করা দিনে দিনে অসাধ্য হইয়া পড়িতেছে।"

ঈশ্বর চক্ষু নিমীলিত করিয়া পানচর্বণে মগ্ন হইয়া রহিলেন।

মাদার সুপিরিয়র কহিলেন, "কনভেন্টের আশেপাশে যত বখাটে স্বর্গদূতেরা ছোঁক ছোঁক করিয়া বেড়ায়। তাহারা শিস বাজায়, ভূর্জপত্রে নিজেদের ফোন নম্বর লিখিয়া গোল্টু পাকাইয়া স্বর্গযাজিকাদের শয়নকক্ষ বরাবর নিক্ষেপ করে, পাশের গলিতে খালি গায়ে দাঁড়াইয়া তাহাদের রশ্মিনির্মিত পেশী প্রদর্শনের অশালীন প্রচেষ্টা করে। আর আদম ...।"

ঈশ্বর চক্ষু খুলিয়া সগর্জনে কহিলেন, "আদম?"

মাদার সুপিরিয়র কহিলেন, "হাঁ, আপনার সেই মৃত্তিকানির্মিত লম্পটটি। উহার কথা আর কী কহিব? ঘরে স্ত্রী রাখিয়া সে নিত্য নিত্য আসিয়া কনভেন্টের চারিপাশে চক্কর মারে। তাহার লঘুগুরু জ্ঞান বলিতে কিছু নাই। ধর্মশিক্ষিকা মোসাম্মৎ মাহিজাবিনিলকে সে ইলোপ করিবার কুপ্রস্তাব পাঠাইয়াছে। সে এমনই এক চিঠি যে পাঠ করিবার পর কুলি করিতে হয়। মাহিজাবিনিল সেই চিঠি পাঠ করিয়া সেই যে নিজের ঘরে দুয়ার দিয়াছে, আর বাহির হইতেছে না। গত দুইদিন সে স্বর্গশশা ভিন্ন অন্য কোনো খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করিতেছে না ...।"

ঈশ্বর ভুরু কুঁচকাইয়া কহিলেন, "স্বর্গশশা?"

মাদার সুপিরিয়র কহিলেন, "আদম কচি কচি যাজিকাদিগকেও পটাইয়া ভাগাইবার প্রচেষ্টায় উন্মত্ত। সে কনভেন্টের পিছনের গলিতে নিজেই একটি মঞ্চ পাকাইয়া বক্তৃতা দিতেছে, বক্তৃতার শিরোনাম যৌবন একখানা গল্লিপ ধূম্রশলাকা।"

ঈশ্বর কহিলেন, "ইহার মানে কী?"

মাদার সুপিরিয়র কহিলেন, "আমি জানি না, কিন্তু এই লেকচার শ্রবণ করিতে যাজিকাদের মধ্যে হুড়াহুড়ি কীলাকীলি শুরু হইয়াছে। কে কাহার আগে আদমের ওয়াজ শ্রবণ করিবে, ইহা লইয়া তাহারা বিষম চুলাচুলি পর্যন্ত করিয়াছে।"

ঈশ্বর কহিলেন, "আদম হতভাগাটা বহুদিন ধরিয়া পক্কপোঁদের ন্যায় আচরণ করিতেছে। দিব নাকি একটি পদাঘাতে স্বর্গ হইতে দূর করিয়া?"

মাদার সুপিরিয়র কহিলেন, "কয়জনকে স্বর্গ হইতে খেদাইবেন? ইহা অপেক্ষা শ্রেয় হইবে যদি একটি জবরদস্ত ডিরেক্টর অব গাইডেন্স কনভেন্টে নিয়োগ করা যায়। যাজিকাদের প্রয়োজন ডিসিপ্লিন শিক্ষা। একজন কড়া মাষ্টার আসিয়া তাহাদিগকে টাইট না দিলে অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইবে না।"

ঈশ্বর কহিলেন, "তথাস্তু। কাহাকে এই পদে নিয়োগ দেয়া যায়?"

মাদার সুপিরিয়র একটি নাম লেখা প্যাপিরাস আগাইয়া ধরিলেন।

সায়াহ্নে স্বর্গবার্তার অনলাইন এডিশনে প্রকাশিত হইল এক সংবাদ। স্বর্গ কনভেন্টের ডিসিপ্লিন ফিরাইয়া আনিতে পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পাইয়াছেন স্বর্গদূত রনজেরেমিল।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: শুক্র, ০৯/০৯/২০১১ - ১:৫৭পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত ০৩৩

মুখফোড়

নন্দন কানন ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি স্বর্গদূত লোটাসিল তাহার রশ্মিনির্মিত গলাটি খাঁকরাইয়া কহিল, "প্রিয় ক্রিকেটারবৃন্দ! আজ তোমাদের সামনে বক্তৃতা করিবেন স্বর্গের প্রথম আরারাতবিজয়ী, মৃত্তিকাপুত্র আদম! তিনি তোমাদের শিক্ষা দিবেন, কীরূপে ক্রিকেট ম্যাচে জয়লাভ করিতে হয়!"

আদম পর্বতপ্রমাণ বিকট হাসি মুখে ঝুলাইয়া মঞ্চে আরোহণ করিল। তাহার মুখে অক্সিজেনমুখোশ, চোখে তুষারচশমা, পায়ে কণ্টকিত পাদুকা। মাইক হাতে লইয়া সে কহিল, "প্রিয় ক্রিকেটাররা আমার! আজ আমি তোমাদের জানাইব, কী করিয়া চ্যাম্পিয়ন হইতে হয়!"

উপস্থিত সকলেই একে অপরের বদনপানে চাহিল।

আদম পকেট হইতে একটি চোথা বাহির করিয়া কহিল, "তোমরা তো নিয়মিত সাপ্তাহিক চান্দের আলো পাঠ কর। সেখানে বিশিষ্ট সাংবাদিক, গল্পকার, কবি, কলামিস্ট, চলচ্চিত্রনাট্যকার, ক্রিকেটবোদ্ধা, ঔপন্যাসিক, উত্তর পার্বত্য পর্বতারোহণ সংঘের সভাপতি ও চান্দের আলোর উপসম্পাদক স্বর্গদূত আনিসাইলের লেখা পাঠ করিয়া তোমরা তো জানই, কী মর্মান্তিক প্রচেষ্টায় আমি আরারাতশৃঙ্গ জয় করিয়াছি! তোমাদেরও একইরূপে সম্মুখে আগাইতে হইবে।"

সকলে আবার একে অপরের বদনদর্শন করিল।

আদম গলা খাঁকরাইয়া চোথা কনসল্ট করিয়া কহিল, "প্রথমে তোমাদিগকে একটি ক্রিকেট সংঘ খুলিতে হইবে। বিশিষ্ট সাংবাদিক, গল্পকার, কবি, কলামিস্ট, চলচ্চিত্রনাট্যকার, ক্রিকেটবোদ্ধা, ঔপন্যাসিক, উত্তর পার্বত্য পর্বতারোহণ সংঘের সভাপতি ও চান্দের আলোর উপসম্পাদক স্বর্গদূত আনিসাইলকে উহার সভাপতি পদে বসাইতে হইবে। যদিও সে ক্রিকেটের কিছুই বুঝে না। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হইতে গেলে তাহাকে সঙ্গে লইতেই হইবে।"

ক্রিকেটাররা উসখুস করিয়া উঠিল।

আদম দমিল না। সে কহিল, "দ্বিতীয়ত, বিশিষ্ট ক্রীড়াসাংবাদিক ও ক্রিকেটজ্ঞ স্বর্গদূত উটপোঁদশুভ্রিলকে তোমাদের দলের কনসালট্যান্ট নিয়োগ করিতে হইবে। সেও বিশিষ্ট সাংবাদিক, গল্পকার, কবি, কলামিস্ট, চলচ্চিত্রনাট্যকার, ক্রিকেটবোদ্ধা, ঔপন্যাসিক, উত্তর পার্বত্য পর্বতারোহণ সংঘের সভাপতি ও চান্দের আলোর উপসম্পাদক স্বর্গদূত আনিসাইলের ন্যায় ক্রিকেট বুঝিতে অপারগ, কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হইতে গেলে তাহাকে সঙ্গে লইতেই হইবে।"

ক্রিকেটাররা ব্যাপক উসখুস করিতে লাগিল।

আদম চোথার পানে চাহিয়া দৃপ্ত কণ্ঠে কহিল, "তোমাদের দলে ঠিক জায়গায় ঠিক ব্যক্তিটি নাই। যেভাবেই হউক না কেন স্বর্গদূত আশরাফিলকে দলে রাখিতে হইবে।"

কে বাদ পড়িবে, ইহা লইয়া মৃদু গুঞ্জন উঠিল ক্রিকেটারদের মাঝে।

আদম কহিল, "চ্যাম্পিয়ন হইতে গেলে পার্বত্যাঞ্চল হইতে সোমবাহাদুরতামাঙিলকে দলের ভাইস ক্যাপ্টেন নিয়োগ দিতে হইবে। যদিও সে ক্রিকেটের কিছুই জানে না, কিন্তু তাহার উপস্থিতি অতীব জরুরি।"

ক্রিকেটাররা হতবাক হইয়া পড়িল।

আদম কহিল, "বিশ্বকাপের ন্যায় বড় টুর্নামেন্টে জয়ী হইতে গেলে তোমাদের কিছু ছোটো টুর্নামেন্টে জয়লাভ করিতে হইবে। সেইগুলির আয়োজন করিতে হইবে লোকচক্ষুর আড়ালে, বহু দূরের কোনো স্টেডিয়ামে, যেইখানে কাকপক্ষীও নাই। সেইখানে গিয়া ভিডিও ক্যামেরাগুলি হইতে ব্যাটারি খুলিয়া লইতে হইবে। কোনো ছবি, ভিডিও যেন না থাকে! খেলায় জয়লাভ কর আর না কর, আসিয়া বলিতে হইবে তোমরাই জয়লাভ করিয়াছ! ভয় করিও না, সোমবাহাদুরতামাঙিল তোমাদের হইয়া সাক্ষ্য দিবে। কোনো নালায়েক প্রমাণ চাহিলে বিশিষ্ট সাংবাদিক, গল্পকার, কবি, কলামিস্ট, চলচ্চিত্রনাট্যকার, ক্রিকেটবোদ্ধা, ঔপন্যাসিক, উত্তর পার্বত্য পর্বতারোহণ সংঘের সভাপতি ও চান্দের আলোর উপসম্পাদক স্বর্গদূত আনিসাইল তাহাকে সামাল দিবেন।"

ক্রিকেটাররা হতবিহ্বল কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল।

আদম পাত্তা না দিয়া কহিল, "ইহাই আরারাতজয়ের কৌশল। অতএব তোমরা আগাইয়া চল, বাকিটা উটপোঁদশুভ্রিল ও বিশিষ্ট সাংবাদিক, গল্পকার, কবি, কলামিস্ট, চলচ্চিত্রনাট্যকার, ক্রিকেটবোদ্ধা, ঔপন্যাসিক, উত্তর পার্বত্য পর্বতারোহণ সংঘের সভাপতি ও চান্দের আলোর উপসম্পাদক স্বর্গদূত আনিসাইল ম্যানেজ করিবেন।"

ক্রিকেটাররা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে নানা নারা তুলিল।

আদম হাসিমুখে কহিল, "আজ তোমরা শিখিলে কীরূপে চ্যাম্পিয়ন হইতে হয়। এখন আমাকে প্রণাম কর।"

ক্রিকেটার স্বর্গদূতেরা গোমড়ামুখে সকলে আদমকে প্রণাম করিল, কিন্তু একজন ক্রিকেটার মুখ গোঁজ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, প্রণাম করিল না।

আদম গিবরিলের কানে কানে কহিল, "এই বেয়াদবটি কে?"

গিবরিল কহিল, "উহার নাম শয়তান!"

আদম হাতে কীল মারিয়া কহিল, "হতচ্ছাড়া আমাকে প্রণাম করিল না দেখিতেছি! উহাকে শুধু দল হইতে নয়, স্বর্গ হইতেই খেদাইয়া দেওয়ার সুপারিশ করিব ঈশ্বরের কাছে!"

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: রবি, ২০/০২/২০১১ - ২:৩০অপরাহ্ন)

আদমচরিত ০৩৪

মুখফোড়

গিবরিল আসিয়া কহিল, "আদম, তোমার জন্য দুঃসংবাদ আছে!"

আদম আমড়ার আঁটি চুষিতে চুষিতে কহিল, "বলিয়া ফেল। নন্দন কাননের জীবন, সুসংবাদ আশা করা ছাড়িয়া দিয়াছি। মৃত্তিকা হইতে সৃষ্ট হইয়াছি বলিয়া বগল ঘামিয়া গন্ধ হয়, পঞ্জরের বিনিময়ে একখানা হতভাগিনী স্ত্রী পাইয়াছি যে এক শয্যায় শয়ন করিতে চায় না, জ্ঞানবৃক্ষের ফলটাও শ্যালকের দল এক কামড় খাইতে দিতে রাজি না, আর বন্ধুস্যাঙাৎ বলিতে আছ এই তুমি, রশ্মিনির্মিত নির্বোধ স্বর্গদূত গিবরিল। এই জীবনে অধিক কী দুঃসংবাদ থাকিতে পারে? ঈশ্বর আমাকে কি এইবার ঊর্বাস্থির বিনিময়ে একজন শাশুড়ি নির্মাণ করিয়া দিবেন? নাকি জ্ঞানবৃক্ষের ফলের পাশাপাশি এই সাধের আমড়াখানিও ফৌজদারি তালিকায় নাম লিখাইল?"

গিবরিল গলা খাঁকরাইয়া পরোয়ানা বাহির করিয়া পড়িল, "বয়সের কারণে তোমাকে আদম পদ হইতে অপসারণ করা হইল!"

আদম সটান উঠিয়া বসিয়া কহিল, "আদম পদ হইতে অপসারণ করা হইল মানে? আদমকে আদম পদ হইতে অপসারণ করে কীরূপে? অ্যাঁ? মশকরা মারিতেছ নাকি?"

গিবরিল চশমা পরিষ্কার করিয়া পুনর্বার পরোয়ানা পাঠ করিয়া কহিল, "না। পরিষ্কার লেখা আছে। আদম নির্মাণ অধ্যাদেশের ধারা ৪২১ উপধারা গ-তে পরিষ্কার লেখা আছে

সবকিছু। তোমাকে বৎসর দশেক পূর্বেই আদম পদ হইতে সরাইয়া দেওয়ার কথা। কিন্তু তুমি জবরদস্তি এই পদে দশ বৎসর অধিক গুজরান করিয়াছে। এখন মানে মানে কাটিয়া পড়।"

আদম চক্ষু রাঙাইয়া কহিল, "কাটিয়া পড়িব মানে? কাটিয়া কোথায় পড়িব? এইখানে আমার ঘর-সংসার, জমি-জিরাত, আড্ডা-আস্তানা সকল ছাড়িয়া কোথায় কাটিব আমি?"

গিবরিল কহিল, "ঈশ্বর তোমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিবেন মনে হয়।"

আদম দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া কহিল, "ঈশ্বর হতভাগা বহুদিন যাবৎ আমার পিছে অঙ্গুলিসঞ্চালনের মতলবে আছে! জ্ঞানবৃক্ষের ফলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া বেটার মন ভরে নাই, এইবার বয়সের দোষ ধরিয়া আমাকে নন্দন কানন হইতে খেদাইবার অপচেষ্টা! আমি কাটিয়া পড়িলে স্বর্গ আর স্বর্গ থাকিবে? ধ্বসিয়া পড়িয়া গুড়া গুড়া হইবে না?"

গিবরিল কহিল, "মনে হয় না।"

আদম মাটিতে পা ঠুকিয়া কহিল, "আমি কাটিয়া পড়িব না। পশ্চাদ্দেশে ভাতের আঠা মাখিয়া এই স্বর্গেই পড়িয়া থাকিব। দেখি কোন শালা আমাকে হঠায়!"

গিবরিল কহিল, "তুমি কি মামলা মকদ্দমা করিবে?"

আদম ক্রুর হাসিয়া কহিল, "না!"

গিবরিল ভয়ে ভয়ে কহিল, "হিলারিক্লিনটনিলকে ফোন করিয়া নালিশ ঠুকিবে?"

আদম ক্রুরতর হাসিয়া কহিল, "তা-ও না!"

গিবরিল কহিল, "তবে কী করিবে? সশস্ত্র বিপ্লব?"

আদম হুহুঙ্কারে হাসিয়া কহিল, "কাল সক্কালেই উঠিয়া সাপ্তাহিক চান্দের আলোর ইস্পোর্টস রিপোর্টার উটপোঁদগুভ্রিলকে সুপারি খিলাইব! বহিষ্কৃত বাতিল মালকে কীরূপে পুনরায় তাহার আগের জায়গায় বসাইতে হয়, সেই কায়দা তাহার ন্যায় উত্তমরূপে আর কেহই জানে না!"

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: বিষ্যুদ, ০৩/০৩/২০১১ - ৩:২০পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত ০৩৬

মুখফোড়

স্বর্গে প্রমত্তা জায়হুন নদীর তীরে ঈশ্বর বিরক্তমুখে পায়চারি করিতেছেন। অদূরে আদম উদাস মুখে বসিয়া বসিয়া বাদাম চিবাইতেছে। গিবরিল ঈশ্বরের পিছু পিছু সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখিয়া ডানা ঝাপটাইয়া বাতাস করিতেছে।

ঈশ্বর অস্ফূটে কহিলেন, "ফেরিঘাটে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঠ্যাং দুটি ব্যথা হইয়া গেল!"

আদম হেঁড়ে গলায় গান ধরিল, "জায়হুন-ঢেউ রে এ এ এ, মোর শূন্য হৃদয় জায়হুন নিয়ে যা, যা রে ...।"

গিবরিল গলা খাঁকরাইয়া কহিল, "জাঁহাপন, জায়হুন নদীর উপর একটি সাঁকো নির্মাণ করিলেই তো আর ফেরির জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না।"

ঈশ্বর চক্ষু রাঙাইয়া কহিলেন, "তুমি কি ভাবিয়াছ, সেই চেষ্টা আমি করি নাই?"

গিবরিল থতমত খাইয়া কহিল, "ইয়ে, কবে করিয়াছিলেন খোদাবন্দ?"

ঈশ্বর হাতের অঙ্গুলি মটকাইয়া কহিলেন, "বহুকাল পূর্বে।"

গিবরিল জায়হুনের দিকে চাহিয়া তাহার অপর তীর অবলোকনের চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়া কহিল, "সাঁকোটির কী ঘটিল?"

ঈশ্বর কহিলেন, "সাঁকো নির্মাণের জন্য আমি সকল ব্যবস্থাই লইয়াছিলাম। জমি অধিগ্রহণ করিতে গিয়া কতগুলি স্বর্গদূতের পিছনে মিছি মিছি সহস্র স্বর্গমুদ্রা বাহির হইয়া গেল। হতভাগার দল সাঁকোর খবর শুনিবামাত্র আদাড়েবাদাড়ে জলেজঙ্গলে ঝোপেঝাড়ে সস্তায় জমি কিনিয়া রাখিয়াছে, অধিগ্রহণ করিতে গিয়া অগ্নিমূল্যে সেইসব জমি কিনিতে হইয়াছে।"

গিবরিল কহিল, "ততঃকিম?"

ঈশ্বর কহিলেন, "প্রকল্পে অযুত সংখ্যক স্বর্গদূতকে নিয়োগ করিয়াছিলাম, তাহাদিগের মাহিনা বাবদ আরও সহস্রমুদ্রা বাহির হইয়া গেল।"

গিবরিল কহিল, "ততঃকিম?"

ঈশ্বর সরোষে কহিলেন, "প্রকল্পের দায়িত্ব দিয়াছিলাম হতভাগা আবুলাইলের স্কন্ধে, সে নিজেই গোপনে কম্পানি খুলিয়া টেন্ডারে সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, বিভিন্ন দাগের চুরিচামারি শুরু করিয়াছিল।"

গিবরিল কহিল, "ততঃকিম?"

ঈশ্বর কহিলেন, "প্রকল্পের অর্থ তো আর বলীবর্দের মার্গ দিয়া বাহির হয় না রে গিবরিল, তাহা আমার কোষাগার হইতেই সংগ্রহ করা লাগে। কোষাগারের সব টাকা সাঁকোর পিছনে খরচ হইয়া গেল, তখন ঐ মাড়োয়ারি স্বর্গদূত বিশ্বরাম ব্যাঙ্কওয়ালার কাছে অর্থ মাগিতে হইল।"

গিবরিল শিহরিত হইয়া কহিল, "সর্বনাশ, ঐ মেড়ো?"

ঈশ্বর হাতের তালুতে মুষ্ঠ্যাঘাত করিয়া কহিলেন, "বিশ্বরাম ব্যাঙ্কওয়ালা একদিন আসিয়া আমার দরবারে দাঁড়াইয়া মুখের উপর কহিল, আবুলাইল একটি তস্কর! আবুলাইলকে কর্ণে

ধরিয়া বাহির না করিলে সে আর প্রকল্পে অর্থ দিবে না।"

গিবরিল কহিল, "অতঃপর আপনি আবুলাইলকে কর্ণে ধরিয়া বহিষ্কার করিলেন?"

ঈশ্বর বিষণ্ন হইয়া কহিলেন, "না, আবুলাইলকে বহিষ্কার করা কি আর আমার হাতে আছে?"

গিবরিল কহিল, "ততঃকিম?"

ঈশ্বর কহিলেন, "আর কী? অর্থের সংস্থান আর হইল না। প্রকল্পটি পায়ুমারা খাইয়া বসিয়া গেল। অধিগ্রহণ করা জমি বেদখল হইয়া গেল। আজও তাই ফেরিতে চড়িয়া জায়হুন পাড়ি দিতে হয়।"

গিবরিল রুদ্ধশ্বাসে কহিল, "আবুলাইলের ললাটে কী ঘটিল?"

আদম হেঁড়ে গলায় গাহিয়া উঠিল, "সে প্রেমের ঘাটে ঘাটে বাঁশি বাজাআআআআআয় ...।"

ঈশ্বর নাকের পাটা ফুলাইয়া কহিলেন, "হতভাগার চামড়া ছাড়াইয়া নতুন এক প্রকার জন্তু নির্মাণ করিয়াছি। ঠিক করিয়াছি ইহাকে গণ্ডার বলিয়া ডাকিব।"

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: শুক্র, ১৪/১০/২০১১ - ৭:৪৮পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত ০৩৮

মুখফোড়

আদম চটিয়া কহিল, "টাকা নাই মানে? টাকার অভাবে একলা থাকিব?"

ঈশ্বর কাশিয়া কহিলেন, "দেখ আদম, স্বর্গের কোষাগারে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা নাই। যা ছিল সব বিরোধী দলের স্বর্গদূতেরা মারিয়া কাটিয়া লুটিয়া পাচার করিয়াছে। কিয়ৎকাল ধৈর্য ধর। সুমায়ে সুনা ফলে।"

আদম ঘ্যানাইতে লাগিল, "বহুকাল ধৈর্য ধরিয়াছি। শুধু ধৈর্যই নহে, আরও অনেক কিছু ধরিয়াছি। বামহাতের হস্তরেখা প্রায় বিলীন হইয়া গিয়াছে একাকী ধৈর্য আর অনেক কিছু ধরিতে ধরিতে। সুনা ফলিয়াছে, আপনি যথাশীঘ্র সম্ভব অর্থের সংস্থান করিয়া আমাকে একটি ঈভ নির্মাণ করিয়া দিন।"

ঈশ্বর কহিলেন, "আহারে বাছা ইহা ত মোদক নহে যে তুমি আবদার করিবে আর আনিয়া দিব। বিশেষজ্ঞদের মতামত লইতে হয়। তাহারা একেকজন একেক কথা বলিতেছে। কেহ বলিতেছে ঈভ নির্মাণ না করিয়া বরং তোমাকে একটি পেলাসটিকের পুতুল কিনিয়া দিতে। কেহ কহিতেছে আদমের আবার স্ত্রী কী, বেশি লম্ফঝম্ফ করিলে ধরিয়া খোজা করিয়া দিন। কেহ কহিতেছে তোমাকে আরও দুইটি বাম হস্ত সৃজন করিয়া দিতে। শিমুল তুলার কোলবালিশও বিকল্প হিসেবে প্রস্তাব করিতেছে কেহ কেহ। নানা মুনির নানা মত। মাঝখানে তুমি আসিয়া ফট করিয়া ঈভ নির্মাণ করিতে বলিলেই তো হবে না।"

আদম চক্ষু রাঙাইয়া কহিল, "আপনি এই কহিতেছেন কোষাগারে টাকা নাই, আবার পরক্ষণেই নানা মুনির ঘাড়ে মতের বস্তা চাপাইতেছেন! আপনার মতলব ত সুবিধার ঠেকিতেছে না খোদাবন্দ!"

ঈশ্বর কহিলেন, "অনেক হইয়াছে, এইবার যা পালা! ফলমূল পাড়িয়া কিছু আহার কর। আমি দেখি কী ব্যবস্থা করা যায়। আর খবরদার নিষিদ্ধ ফলের বৃক্ষের আশপাশে গমন করিবি না। যদি শুনি ঐদিকে পা বাড়াইয়াছিস, ঈভ তো পাবিই না, ডিংডংখানিও দুই আঙুল কর্তন করিয়া লইব! আমি বিশেষজ্ঞদের সহিত আলাপ মারিয়া দেখি তারা আবার কী কহে।"

আদম মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে দরবার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কহিল, "রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।"

বিশেষজ্ঞদিগের সহিত আলাপ সারিয়া ঈশ্বর আদমকে পুনরায় ডাকিয়া পাঠাইলেন।

আদম সাগ্রহে শুধাইল, "টাকাকড়ি কি যোগাড় হইল জাঁহাপন? কবে নাগাদ ঈভ পাইতেছি?"

ঈশ্বর গলা খাঁকরাইয়া কহিলেন, "বিমানিলের সহিত আলাপ করিলাম। বিমানিল মৃত্তিকা হইতে ঈভ সৃজনে আপত্তি জানাইয়াছে। মৃত্তিকা হইতে ঈভ সৃজিলে তাহার উড্ডয়নে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটিবে বলিতেছে সে।"

আদম কহিল, "ঈভের সহিত উড্ডয়নের কী সম্পর্ক?"

ঈশ্বর স্কন্ধ ঝাঁকাইয়া কহিলেন, "আমি কি অত কিছু জানি নাকি রে বাপু? ঈশ্বর হইয়া কী ফ্যাসাদে পড়িলাম, সকলে খালি সকলকিছুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মাগিয়া বসে! বিজ্ঞান চাস তো রিচার্ড ডকিন্সের কাছে গিয়া প্রশ্ন কর হতভাগা, ঈভের সহিত উড্ডয়নের কী সম্পর্ক!

আর একখানা ঈভ বলিস বিবর্তনের মাধ্যমে শাখামৃগ হইতে সৃজিয়া দেখাইতে! আমার নিকট ঈভ মাঙিলে এইসব বিজ্ঞানটিজ্ঞান চলিবে না বলিয়া দিলাম!"

আদম কহিল, "বিমানিল কহিল, আর আপনি শুনিলেন?"

ঈশ্বর কহিলেন, "হাঁ। ঈশ্বর হইলে অনেক কিছু শুনিতে হয়। বিমানিল, জাহাজিল, বন্দুকিল, সবার কথার মূল্য দিতে হয়। আরশে তো অধিষ্ঠান কর নাই বাপু, তাই তাল পাও না। স্বর্গ পরিচালনা বহুৎ কঠিন কর্ম, হুঁহুঁ!"

আদম দরবারের মেঝেতে পা ঠুকিয়া কহিল, "তাহলে আমি কীরূপে ঈভ পাইব?"

ঈশ্বর কহিলেন, "দাতা সংস্থার জাপানিলকে বলিয়াছি, বিকল্প হিসেবে তোমার একটি পঞ্জরাস্থি হইতে ঈভ সৃজন করা হইবে। তাহারা এই প্রস্তাব পাশ করিলে অর্থ সংস্থান করিবে, তাহার পর তোমার অপারেশন।"

আদম দুই পা পিছাইয়া গিয়া কহিল, "আমার পঞ্জরাস্থি হইতে মানে? আমার হাড্ডি কাড়িয়া ঈভ বানাইবেন নাকি?"

ঈশ্বর কহিলেন, "হাঁ, সমস্যা কোথায়? একটি হাড্ডিই ত? পঞ্জরের হাড্ডি ধৌত করিয়া কি মাধ্বিক পান করিবি নাকি?"

আদম হাপুস কাঁদিয়া কহিল, "আমার এত সুন্দর দেহ, কাটিয়া কুটিয়া নষ্ট করিবেন? লুই কানের ডিজাইন করা শইলডা আমার ...!"

ঈশ্বর কহিলেন, "এইসব কোনো ব্যাপার নহে আদম, ঈভ চাহ নাকি চাহ না?"

আদম হাপুস কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময় বাহিরে মৃদু গুঞ্জরণের শব্দ দরবারে ভাসিয়া আসিল। ঈশ্বর অলিন্দে উঁকি দিয়া কহিলেন, "আ মোলো যা, এ যে দেখছি সত্যাগ্রহী মক্সুদিল আর তার অহিংস সভা! আমার দরবারের সামনে কী চায় হতভাগা?"

আদম আগাইয়া গিয়া কহিল, "এই ঠা ঠা গরমে এই খদ্দরের চাদর গায়ে কী চাহিতেছে মক্সুদিল?"

ঈশ্বর গিবরিলকে তলব করিয়া কহিলেন, "যা তো, গিয়া শুনিয়া আয়, বেটা কী চাহিতেছে এইবেলা!"

গিবরিল উড়িয়া গিয়া সব খবর লইয়া ফিরিয়া কহিল, "হুজুর, স্বর্গগান্ধী মক্সুদিল অনশন শুরু করিয়াছে। লাঞ্চের আগ পর্যন্ত অনশন চালাইবে বলিয়া হুমকি দিতেছে।"

ঈশ্বর বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কেন, আবার কী ঘটিল?"

গিবরিল কহিল, "ঈভ নির্মাণের প্রতিবাদে অনশন চলিতেছে জাঁহাপন!"

আদম তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "ঈভ নির্মাণের প্রতিবাদ মানে? ঈভ নির্মাণ করিলে মক্সুদিলের কী সমস্যা?"

গিবরিল নোটবই বাহির করিয়া পৃষ্ঠা উল্টাইয়া কহিল, "হাঁ, এই তো যুক্তি দিয়াছে ... মোক্ষম প্রশ্ন! ঈভ নির্মাণ হইলে তাহা ভুরুঙ্গামারীর কী কাজে লাগিবে?"

আদমচরিতের একটি ফেসবুক পৃষ্ঠা খুলিয়াছি। পাঠকেরা দলে দলে যোগদান মারুন।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: বিষ্যুদ, ২০/১০/২০১১ - ৮:০০পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত ০৩৯

মুখফোড়

বিজ্ঞাপন দেখিয়া দরখাস্ত করিতে না করিতেই আদমের চাকরি জুটিয়া গেল।

বিজ্ঞাপনে বলা ছিল, প্রার্থীকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হইতে হইবে। শিক্ষাদীক্ষার পরিমাণ তেমন একটা না হইলেও চলে। কিন্তু প্রার্থীকে টিকিয়া থাকিবার ব্যাপারে পারদর্শী হইতে হইবে। তাহার চামড়াটি কিঞ্চিৎ পুরু হইলে ভাল। সর্বোপরি, গুরুজনের কথা মান্য করিতে হইবে। তনখা আলোচনাসাপেক্ষ।

আদম গিবরিলের সহিত শলা করিয়া দরখাস্ত করিবার পরদিনই তাহার ডাক পড়িল।

গিবরিল অবশ্য বলিয়াছিল, "ভাই আদম, এইখানে চাকরি করিলে কিন্তু তোমাকে প্রচুর গালি খাইতে হইবে। অচিরেই লোকে তোমাকে শাপান্ত বাপান্ত করিয়া আর কিছু অবশিষ্ট রাখিবে না। পথেঘাটে ধরিয়া চড়চটকনাও মারিয়া বসিতে পারে। ভাবিয়া দেখ।"

আদম টুশকি মারিয়া এইসব উড়াইয়া দিয়া কহিল, "বলিলেই হইল?"

সাক্ষাৎকারের ডাক আসিবার পর আদম তাহার সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আপেলপত্রটি ইস্ত্রি করিয়া পরিধান করিল। অতঃপর ঊর্ধ্বাঙ্গে একটি টাই গ্রন্থি মারিয়া সে তাহার হবু কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

কার্যালয়টি ছিমছাম। যে বিভাগে সে দরখাস্ত করিয়াছে, সে বিভাগের প্রধান আবলুশকৃষ্ণ এক স্বর্গদূত।

নিজের শিক্ষাদীক্ষার বিবরণ দিতে আদমের বেশি সময় লাগিল না। সে হিয়েরোগ্লিফিক্স লিখিতে ও পড়িতে পারে। মাঝেমধ্যে বানান ভুল হয়, এই কথা আদম চাপিয়া গেল।

পৃথিবী গোল নাকি সমতল, নন্দন কাননে নদী কয়টি, হঠাৎ মহাপ্লাবন দেখা দিলে কার সহিত যোগাযোগ করিতে হইবে, ইত্যাদি মামুলি প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে প্রদানের পর তাহার সাক্ষাৎকর্তা হস্ত বাড়াইয়া কহিলেন, "অভিনন্দন, আগামীকল্য হইতেই কাজ শুরু কর।"

আদম কহিল, "কাজটি কী?"

সাক্ষাৎকর্তা কহিলেন, "কাজ অতি সহজ। আমাদের বিভাগে আমরা শুধু দুইজন ক্রীড়াবিদকে লইয়া বৎসরভর মাতিয়া থাকি। আফ্রিদিল ও আশরাফিল। আফ্রিদিলকে আমি ডিল করিব, তুমি আশরাফিলকে দেখ।"

আদম কহিল, "আশরাফিলকে লইয়া কী করিতে হইবে?"

সাক্ষাৎকর্তা হাসিয়া কহিলেন, "বেশি কিছু নহে। সে যদি দলে থাকে, তাহলে অবধারিতভাবেই সে দুই তিন রান করিয়া প্যাভিলিয়নে ফিরিবে। এইসব চাপিয়া গিয়া তাহার অতীত বীরত্ব লইয়া তোমাকে লিখিতে হইবে। গত শতাব্দীতে সে কবে এক বিষ্যুদবার ছক্কা হাঁকাইয়াছিল, তাহার মর্মান্তিক একটি বিবরণের চোথা ফাইলে আছে, উহাই ঘুরাইয়া ফিরিয়া কপি মারিবে। আর যদি সে দলে না থাকে, তাহা হইলে তোমার খাটনি বাড়িবে। তখন কেন সে দলে নাই, ইহা লইয়া কাঁদিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া প্রবন্ধ ফাঁদিতে হইবে। সেইসাথে দলের ভিতরে তাহার সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী যাহারা আছে, তাহাদের পোন্দাইয়া

ছত্রাখান করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া রকিবিল আর সাকিবিল, এই দুই পাপিষ্ঠের পশ্চাদ্দেশ একেবারে ছিটমহল বানাইয়া ছাড়িতে হইবে।"

আদম কহিল, "আফ্রিদিলকে পোন্দাইব না?"'

সাক্ষাৎকর্তা মধুর হাসিয়া কহিলেন, "আফ্রিদিলের সহিত পোন্দাপুন্দির ব্যাপারখানা আমিই সামলাইব, তুমি আশরাফিলে মনোনিবেশ কর।"

আদম কহিল, "তথাস্তু, উটপোঁদশুভ্রিলদা!"

আদমচরিতের একটি ফেসবুক পৃষ্ঠা খুলিয়াছি। পাঠকেরা দলে দলে যোগদান মারুন।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: শুক্র, ২১/১০/২০১১ - ৮:৩৫পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত ০৪০

মুখফোড়

ঈশ্বর মঞ্চে বসিয়া বসিয়া বিরক্ত মুখে পাতি স্বর্গদূত নেতাদিগের বক্তৃতা শুনিতেছিলেন। ইহারা কর্মে পটু না হইলেও মুখের জোরে একেকটি গগ ও মাগগ। হাতের নাগালে মাইক ঠেকিলেই ইহারা অগ্রপশ্চাৎ জ্ঞান হারাইয়া আসুরিক শক্তিতে আর্তনাদ করিতে থাকে। মাইক ছাড়াই ইহাদের আওয়াজ সায়হুনের তীর হইতে ফোরাতের পূর্ব পার পর্যন্ত পৌঁছিবে। ইহারা খায় কী?

আন্দালিবিল নামক স্বর্গদূতটি সম্ভবত কোকেন টানিয়া আসিয়াছে, সে বুকের ছাতিতে কীল মারিতে মারিতে চেঁচাইতেছে, "মাননীয় ঈশ্বর, নির্বাচনে জয় লাভ করিলে আদমকে ধরিয়া বান্ধিয়া পোন্দাইতে হইবে, যেইরূপে সে আমাদিগকে বান্ধিয়া পোন্দাইবার ষড়যন্ত্র করিতেছে।"

ঈশ্বর দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। ইহারা হইবে ভবিষ্যতের নেতা? শুধু পোন্দাপুন্দি করিবার দিকে ঝোঁক। এইসব বদভ্যাস ইহারা কোন স্থলে বসিয়া শিখিয়াছে কে জানে? স্বর্গেও যদি সদম উল্টাইতে হয়, ক্যামনেকী?

শরীক দলের আলবদরিল নামক এক নারকী নেতা মঞ্চে উঠিয়া হুহুঙ্কারে বলিল, "বিচার? কীসের বিচার? হিতাহিতের বিচার করেন কে? করেন হীরকরাজ! হুঁশিয়ার আদম, পোন্দানির হাত হইতে তোমার নিস্তার নাই!"

ঈশ্বর পুনরায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। শরীক দলের বড়বড় নারকীগুলি আদমের আক্রমণে বন্দী হইয়াছে, কোনো এক নহরের পাশে তাহাদিগকে খর্জুরবৃক্ষের সহিত রজ্জুবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে হতভাগা আদম। সত্যই সে এইসব নারকীদিগকে পোন্দাইতেছে কি না, বলা শক্ত। কিন্তু নারকীরা দাবি করিতেছে, আদম তাহাদের নেতাদের পোন্দাইয়া কোন কিছু অবশিষ্ট রাখে নাই। ঈভের সংসর্গ না পাইয়া নাকি আদম বিগড়াইয়া গিয়াছে, সে আর বাছাবাছি করে না, নগদ যা পায় হাত পাতিয়া লয়। স্বর্গদূত নেতা ইলিয়াসিল সদমধ্বংসের ন্যায় আদমধ্বংসের দাবি জানাইয়া আসিতেছে বৎসরাধিক কালব্যাপী।

সকল পাতিনেতার বক্তৃতা শেষ হইবার পর ঈশ্বর মঞ্চে উঠিয়া ক্ষমতার খন্তাটি উঁচাইয়া ধরিতেই জনতা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। ঈশ্বর জেব হইতে আয়না বাহির করিয়া নিজের কবরীগ্রন্থিটি ঠিক করিলেন, অতঃপর একটি রশ্মিরোধী পরকলা পরিধান করিলেন। তাহার পর কহিলেন, "মা কসম ঠাকুর, আগামীবার ক্ষমতায় গিয়া ক্ষমতা নতুন নেতাদিগের হস্তে সমর্পণ করিব।"

উপস্থিত স্বর্গদূতেরা এই কথা শুনিয়া বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িল। তাহারা নিজেদের কানে ফিসফাস করিতে লাগিল। ঈশ্বরের পরিবর্তে নতুন নেতার হাতে ক্ষমতা পড়িবে? আন্দালিবিল, আলবদরিলরা নন্দন কাননের মন্ত্রী হইবে? ইহারা ত পোন্দাপুন্দিকেই রাজনীতি মনে করে!

ঈশ্বর উপস্থিত স্বর্গদূতদের মনোভাব বুঝিয়া হস্তধৃত খন্তাটি পুনরায় উঁচাইয়া ধরিলেন। সভাস্থলে আবার পিনপতন নিস্তব্ধতা নামিল।

ঈশ্বর কহিলেন, "না, তোমরা দুশ্চিন্তা করিও না। আমি উপযুক্ত হস্তেই ক্ষমতা অর্পণ করিব।"

উপস্থিত স্বর্গজনতা উসখুস করিতে লাগিল।

ঈশ্বর গিবরিলকে ডাকিয়া বলিলেন, "যাও, বান্দরটিকে ফুলের মালা দিয়া বরণ করিয়া আন।"

গিবরিল মঞ্চের পিছন হইতে একটি গোদা বিবাগী শাখামৃগের কণ্ঠে বরণমাল্য পরাইয়া তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া ফিরিল।

ঈশ্বর পরম স্নেহভরে ক্ষমতার খন্তাটি সেই বান্দরের হাতে তুলিয়া দিয়া নিজের আসনে ফিরিয়া গেলেন। রাজনীতি বড় পরিশ্রমের কর্ম, গৃহে ফিরিয়া জাকুজিতে এক ঘন্টা না কাটাইলেই নয়।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: মঙ্গল, ১৮/১০/২০১১ - ৮:৫৩পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত ০৪১

মুখফোড়

ঈশ্বর সপ্তাহে একদিন ছুটি কাটাইয়া থাকেন। বাকি ছয়দিন হুলুস্থুলু অফিস করেন। সারা ব্রহ্মাণ্ডের কার্যাদি সাধন করিয়া বেড়াইতে হয়। কোন ছায়াপথে কোন নক্ষত্রকে ঘিরিয়া কোন গ্রহ লাট খাইতে খাইতে নিজের উপগ্রহসমূহকে ঘুরাইয়া মারিবে, তাহা পদে পদে নির্ধারণ করিয়া দেন। কোন ব্যাং কোন দাদুরীর সহিত সঙ্গম করিয়া কোন পাতার নিচে ডিম্ব পাহারায় নিযুক্ত হইবে, তাহাও তাকেই বাছিয়া দিতে হয়। পান হইতে চুন খসিলেই সব আউলাইয়া যাইবে।

কিন্তু ছয়দিন অফিস করিয়া ঈশ্বরের পোষায় না। তিনি দীর্ঘদিন যাবত হলিডে কাটান না। লোকে ছুটিতে কক্সবাজার যায়, ব্যাংকক যায়, ফুকেট যায়, বিচিত্র সব মাসাজ উপভোগ করিয়া চনমনা হইয়া বাটী ফেরে, আর তিনি বসিয়া বসিয়া জগতসংসারের সুতার গিটঠু পাকাইতেছেন আর ছাড়াইতেছেন। কোনো বিনোদন নাই।

ঈশ্বর স্থির করিলেন, তিনিও হলিডে মারিবেন এক চক্কর। ব্যাংককে গিয়া উপর্যুপরি ফূর্তি মারিবেন। ফূর্তির চোটে বুড়া হাড্ডিতে চোট পাইলে বুমরুনগ্রাদে চিকিৎসা করাইয়া আসিবেন।

ঈশ্বর আনমনে একটি গামছায় প্রয়োজনীয় টুকিটাকি ভরিতে ভরিতে মোবাইল মারিয়া গিবরিলকে তলব করিলেন। গিবরিল আসিয়া সেলাম ঠুকিল।

একটি নিমের ডাল, আধা শিশি খাঁটি সর্ষপতৈল, কয়েকটি কানকাঠি, মেষচর্মের কনডম প্রভৃতি কাজের জিনিস গামছায় পুঁটুলি বাঁধিতে বাঁধিতে ঈশ্বর কহিলেন, "তা গিবরিল, ডাইনোসরগুলি কেমন আছে?"

গিবরিল কহিল, "তারা আনন্দে আছে জাঁহাপন। কেহ পানিতে সাঁতার কাটিতেছে, কেহ আকাশে উড়িতেছে, বাকিরা জমিনেই দাপাদাপি করিয়া অস্থির।"

ঈশ্বর খুশি খুশি গলায় কহিলেন, "বিস্তর বিবর্তন ঘটিতেছে শুনিলাম?"

গিবরিল কহিল, "হাঁ। বিবর্তিত হইয়া তাহারা পৃথিবীর তাবত ফুটাফাটা দখল করিয়া বসিয়াছে।"

ঈশ্বর কহিলেন, "গুড! ভারি কাজের জিনিস এই বিবর্তন! যাই হউক, আমি একটু হলিডে মারিয়া আসি। তোমরা নন্দন কাননকে দেখিয়া শুনিয়া রাখো। গণ্ডগোল করিও না। আর আদম কোনরূপ বেচাল ঘটাইলেই তাহার কানশা বরাবর একটি প্রকাণ্ড থাবড়া মারিয়া বসাইয়া দিবে ... হতভাগা একখানা!"

গিবরিল ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া কহিল, "আপনি হলিডেতে গেলে জগত সংসার চালাইবে কে?"

ঈশ্বর কহিলেন, "কেন, শাজাহানিল?"

গিবরিল আঁতকাইয়া উঠিয়া কহিল, "শাজাহানিল কি জগতসংসার চালাইতে পারিবে? উহার কি লাইসেন্স আছে?"

ঈশ্বর কহিলেন, "আহা, হিংসুক প্রবৃত্তি দূর কর গিবরিল। শাজাহানিল আমার মহল্লার স্বর্গদূত, উহাকে বিলক্ষণ চিনি।"

গিবরিল ভ্যানভ্যান করিতে লাগিল, "শাজাহানিল তো আনপড় একখানা! ও চালাইবে জগতসংসার?"

ঈশ্বর কহিলেন, "শোনো, এত লেখাপড়া দিয়া কী হইবে? তাছাড়া শাজাহানিল সিগনাল চিনে, গবাদি ও ছাগাদি পশুও চিনে, আদম আর ঈভকেও চিনে অল্পবিস্তর। দুশ্চিন্তা করিও না। উহাকে লাইসেন্স দিয়া গেলাম।"

ঈশ্বর কাঁধে পুঁটুলি ঝুলাইয়া ব্যাংকক অভিমুখে যাত্রা শুরু করিলেন।

শাজাহানিল হাসিমুখে জগত সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করিল।

সে পঁয়ষট্টি মিলিয়ন বৎসর আগের কথা।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: শনি, ২০/০৮/২০১১ - ৫:৩১পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত ০৪৩

মুখফোড়

অদূরে কোথায় যেন হট্টগোল হইতেছে, ঈশ্বর কর্ণপটহে কনিষ্ঠা অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া আনমনে চুলকাইতে চুলকাইতে শুনিতেছিলেন। নন্দন কানন ক্রমশ হট্টগোলের জায়গায় পরিণত হইতেছে। স্বর্গদূতগুলি নিয়মিত হল্লা পাকায়। ইহার পিছনে আদমের কোনো ভূমিকা নাই তো?

তিনি গলা খাঁকরাইয়া ডাকিলেন, "গিবরিল!"

গিবরিল কিয়দক্ষণ পর তাহার রশ্মিনির্মিত ডানা ঝাপটাইতে ঝাপটাইতে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

"কাহারা এইরূপ কোষ্ঠাকাঠিন্যে আক্রান্ত হায়েনার ন্যায় চেঁচাইতেছে?" ঈশ্বর শুধাইলেন।

গিবরিল কহিল, "জাঁহাপন, আসামী সাইদিল। সে ব্যাপক কান্দিতেছে।"

ঈশ্বর কহিলেন, "কেন?"

গিবরিল কহিল, "আসামী সাইদিল কারাগারের অভ্যন্তরে একটি কক্ষে স্পা করিতে ঢুকিয়াছিলো খোদাবন্দ। ঐ কক্ষে আদম একটি গোপন ক্যামেরা স্থাপন করিয়া সাইদিলের আগাপাস্তলা ভিডিও করিয়া লইয়াছে। সাইদিল আদমের বিরুদ্ধে ঈভ টিজিঙের অভিযোগ

আনিতেছে। কিন্তু আদম যুক্তি দিতেছে, ইহা কোনরূপেই ঈভ টিজিং হইতে পারে না, বড়জোর সাইদিল টিজিং হইতে পারে।"

ঈশ্বর কহিলেন, "তাহলে এত চেঁচামেচি কেন?"

গিবরিল কহিল, "সাইদিল গজব আহ্বান করিতেছে সদাপ্রভু।"

ঈশ্বর কহিলেন, "বটে? গজব কি বলীবর্দের মার্গপথে বাহির হয় নাকি যে সে বলিলেই গজব আসিয়া পড়িবে?"

গিবরিল কহিল, "সাইদিল কারাগারে তাহার কক্ষে ঝুলন্ত হিজরি ক্যালেণ্ডার নামাইয়া মায়ান ক্যালেণ্ডার টাঙাইয়াছে, ইয়োর গ্রেস। সে আপনাকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সময় দিয়াছে। ইহার মধ্যে গজব না নামাইলে সে আমরণ অনশন করিবে বলিতেছে। নন্দনকাননের প্রেসক্লাবের সামনে তাহার চামচাবৃন্দ ছাগলবন্ধনের ডাক দিতেছে। সাইদিল বলিতেছে, আপনার আরশ নাকি কাঁপিয়া উঠিবে।"

ঈশ্বর কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "গজব ডিপার্টমেন্টের হেড স্বর্গদূতকে গিয়া বল, সে যেন গজবগুলিকে উত্তমরূপে দড়ি দিয়া পুনরায় বাঁধিয়া রাখে। আর থরের বাড়িতে গিয়া তাহাকে বল, আমি হাতুড়িখানা এই বেলা ব্যবহার করিতে ধার চাহিতেছি, আর এক মুষ্ঠি পেরেক যেন সাথে দেয়। আর সে যেন আমার ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আর এক বাটি চিনি যথাসময়ে ফিরত দিয়া যায়।"

গিবরিল কহিল, "হাতুড়ি দিয়া কী করিবেন প্রভু?"

ঈশ্বর উঠিয়া আরশখানা উল্টাইয়া লইয়া কহিলেন, "কিছু তক্তা মারিয়া ভূমিকম্প প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিব।"

গিবরিল কহিল, "আরশ আর কাঁপিবে না?

ঈশ্বর কহিলেন, "না। সাইদিলের পশ্চাদ্দেশে ডাইনোসরের ডিম্ব প্রবিষ্ট করিলেও না।"

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: মঙ্গল, ০৪/১০/২০১১ - ২:৪৪পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত ০৪৪

মুখফোড়

ঊষাকালে নন্দন কানন নিঝুম নিস্তব্ধ থাকে। কাকপক্ষীও তখন নীড়ে কুণ্ডলী পাকাইয়া নিদ্রামগ্ন থাকে। আদম এই সময়েই প্রাতকৃত্য সারিতে গাড়ু হস্তে বাহির হয়। আশেপাশে নন্দন কাননের অপূর্ব সব বৃক্ষ ও ঝোপঝাড়, তারই কোন এক গহীন কন্দরে ঢুকিয়া সে কর্মসাধন করিয়া আসে। বেলা চড়িলে লোকজনের সমাগম বাড়ে, এবং তাহাদের ভিড়ে দুই-চারিটি পরিবেশবাদী সর্বদাই থাকিবে, যাহারা ঝোপেঝাড়ে বাগানক্রিয়া সারিতে দেখিলে হল্লাচিল্লা করে। একবার তো তাহারা পাপারাজ্জিতার সীমাহীন পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পত্রিকায় আদমের বমাল চিত্র ছাপাইয়া দিয়াছিল।

আজ ভোরে গাড়ু হাতে বাহির হইয়া আদম বোকা বনিল। বাটীর অদূরেই পৌর চত্বরে বিষম ভিড় দেখা যাইতেছে। কয়েকটি বাদাম ও চটপটিবিক্রেতা স্বর্গদূত সেই ভিড়ের উছিলায় চুটাইয়া ব্যবসা করিতেছে। আদম যোগবলে নিজের বিয়োগবেদনা দমন করিয়া গাড়ুটি পুনরায় অন্দরমহলে রাখিয়া আপেলপত্রটি ঠিকঠাক করিয়া সেই ভিড়ের দিকে আগাইয়া গেল। ঘটনা কী, জানা প্রয়োজন।

কিছু উৎসুক স্বর্গদূতকে কনুইয়ের ঘায়ে পরাভূত করিয়া আদম ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া গেল।

চত্বরের মাঝে দুইটি আসনে আয়েশ করিয়া নির্লিপ্তবদনে বসিয়া আছে আশরাফিল আর আবুলিল। তাহাদের অদূরেই ঘুরঘুর করিতেছে নিউটনিল। জুয়াড়ি সালমানিল ঘুরিয়া

ঘুরিয়া ভিড় হইতে পয়সা তুলিতেছে। অদূরে সাপ্তাহিক চান্দের আলোর এক সাংবাদিক হাস্যমুখে উপস্থিত জনতার সাক্ষাৎকার লইতেছে।

আদম ভিড়ের এক কোণায় গিবরিলকে দেখিতে পাইয়া আগাইয়া গেল।

"ওহে গিবরিল, হইতেছে কী এইখানে?" আদম গিবরিলের হস্তধৃত ঠোঙা হইতে একটি বাদাম তুলিয়া দাঁতে কাটিয়া কহিল।

গিবরিল উৎফুল্ল মুখে কহিল, "রেস চলিতেছে, দেখিতেছ না?"

আদম গর্দান ঘুরাইয়া এইপাশ ওইপাশ দেখিয়া কহিল, "কই? কীসের রেস? কে দৌড়াইবে?"

গিবরিল হাসিয়া কহিল, "এ দৌড়ের রেস নহে আদম, ইহা বসিবার রেস।"

আদম ঘাবড়াইয়া কহিল, "এমনও রেস হয় নাকি?"

গিবরিল ইশারায় নিউটনিলকে দেখাইয়া কহিল, "দেখিতেছ ইহাকে? নিউটনিল। দিবারাত্র জ্ঞানবৃক্ষের তলে বসিয়া বসিয়া ঝিমাইত হতভাগা। আচমকা একদিন জ্ঞানবৃক্ষের একটি ফল তাহার মস্তকে আসিয়া আছড়াইয়া পড়িবার পর সে বিপুল আক্কেল লাভ করিয়াছে। গণিত বল বিজ্ঞান বল সব কিছুতেই সে নানা তত্ত্ব ঝাড়িতেছে। অসিতকাষ্ঠ আর খড়ি ছাড়া কোথাও যায় না।"

আদম দেখিল, নিউটনিল একটি অসিতকাষ্ঠে খড়ি দিয়া কী কী হিজিবিজি যেন দাগ কাটিতেছে।

"কী বলিতে চায় সে?" আদম শুধাইল।

গিবরিল বাদামের খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে কহিল, "নিউটনিল দাবি করিতেছে, সে গতির তিনটি সূত্র আবিষ্কার করিয়াছে। তাহার প্রথমটি হইতেছে, বাহ্যিক বল প্রযুক্ত না হইলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকিবে।"

আদম কহিল, "বটে? তা বাকি দুইটি সূত্র কী?"

গিবরিল কহিল, "বাকি দুইটি সূত্র এখনও ফাঁস করে নাই হতভাগা। কিন্তু প্রথম সূত্র দিয়াই সে বাজার জমাইয়া ফেলিয়াছে। ঐ যে দেখিতেছ সালমানিল? ঐ যে ফাটকা বাজারে ফটকেমো করিয়া বেড়ায়? সে আজ ভোরে আশরাফিল আর আবুলিলকে ধরিয়া আনিয়া রেসের আয়োজন করিয়াছে। বাজির পয়সা তুলিতেছে জনগণের নিকট হইতে, চাহিয়া দেখ।"

আদম দেখিল, লোকজন ঘটিবাটী বেচিয়া পয়সা আনিয়া তুলিয়া দিতেছে সালমানিলের হাতে।

গিবরিল কহিল, "কে সবচে বেশিক্ষণ গদিতে বসিয়া থাকিতে পারিবে, ইহা লইয়া বাজি। কেহ ধরিতেছে আশরাফিলের উপর, কেহ ধরিতেছে আবুলিলের উপর।"

আদম কহিল, "তুমি কাহার উপর ধরিলে?"

গিবরিল কহিল, "এখনও ধরি নাই, বিবেচনা করিতেছি কাহার উপর ধরা যায়।"

আদম কহিল, "আবুলিলের উপরেই ধর। খোদ ঈশ্বর উহাকে ঘাঁটাইতে সাহস পাইতেছেন না, তদুপরি শুনিয়াছি তাহার পশ্চাদ্দেশের ত্বক তক্ষকের ন্যায় সূক্ষ্ম রোমযুক্ত, যাহা ভ্যান ডের ওয়াল বল দ্বারা সংলগ্ন সমতলের অণুপরমাণুর সহিত চিপকাইয়া থাকে। আর নিউটনিল ত বলিতেছেই, বাহ্যিক বল প্রযুক্ত না হইলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকিবে। আবুলিলের উপর বল খাটাইবার মত বলিষ্ঠ বলীবর্দ নন্দন কাননে নাই।"

গিবরিল কিছু কহিল না, আনমনে দূরে সাপ্তাহিক চান্দের আলোর সাংবাদিকের দিকে আঙুল তুলিয়া শুধু হাসিল।

আদম কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, "রোসো, গাড়ুখানা কাঁসার দোকানে বেচিয়া কিছু পয়সা লইয়া আসি। আশরাফিলের উপর বাজি ধরিলে লস নাই।"

আদমচরিতের একটি ফেসবুক পৃষ্ঠা খুলিয়াছি। পাঠকেরা দলে দলে যোগদান মারুন।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: শনি, ২২/১০/২০১১ - ৭:২২পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত ০৪৫

মুখফোড়

ঈশ্বর গলা খাঁকরাইয়া কহিলেন, "ব্যাপার কী আদম, এই প্রাতঃকালে তোমার এইরূপ উত্থিত দশা কেন? চুরি করিয়া নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ কর নাই তো?"

আদম গোঁ গোঁ করিয়া কহিল, "ঈভের জামাকাপড় ঠিক নাই।"

ঈশ্বর কহিলেন, "তাই বলিয়া তুমি এইরূপে তোমার শ্রীলঙ্কাটিকে বাগাইয়া চলাফিরা করিবে?"

আদম কহিল, "কী করিব? ঈভ তাহার নিকটে ঘেঁষিতে দেয় না। তাহার সহিত কোনক্রমেই কোন কিছু ঘটিবার নহে। তাহাকে যতই তেলআবিব দেই না কেন, সে একটি জেরুজালেম!"

ঈশ্বর কহিলেন, "তোমাকে দুই দুইটি হস্ত নির্মাণ করিয়া দিলাম আদম, বিপদে আপদে কার্যে প্রয়োগ করিতে।"

আদম কহিল, "হস্ত পদ সকলই প্রয়োগ করিয়াছি প্রভু। উহাদিগের দিন শ্যাষ।"

ঈশ্বর কহিলেন, "এখন আমার দরবারে আসিয়াছ কী আবদার লইয়া?"

আদম কহিল, "আপনি ঈভকে পর্দা করিতে বলুন।"

ঈশ্বর কহিলেন, "ঈভ তো বস্ত্র আচ্ছাদন সকলই প্রয়োজনীয় পরিমাণে করে বলিয়া জানি।"

আদম কহিল, "উঁহু, তাহার বস্ত্র যথোচিত পরিমাণে নাই। খাটো কাঁচুলি পরিধান করিয়া সে তাহার তামিলনাড়ু দুটি ইচ্ছা করিয়াই প্রদর্শন করিয়া বেড়ায়। তাহার ঘাগড়াটিও তাহার বুন্দেলখণ্ডকে ঠিকমত আবৃত করে না।"

ঈশ্বর কাশিয়া কহিলেন, "আচ্ছা ঠিকাছে। আমি ফরমান পাঠাইতেছি। ঈভ এক্ষণ হইতে তামিলনাড়ু ও বুন্দেলখণ্ড আবৃত করিয়া চলাফেরা করিবে।"

দুইদিন পর আদম পুনরায় ঈশ্বরের দরবারে হানা দিল।

ঈশ্বর আরশে বসিয়া অস্বস্তিভরে নড়িয়া চড়িয়া কহিলেন, "ব্যাপার কী আদম? তুমি তোমার এডিনবড়াটি পুনরায় এইরূপ বাগাইয়া আমার দরবারে আসিলে যে?"

আদম গোঁ গোঁ করিয়া কহিল, "ঈভের জামাকাপড় ঠিক নাই প্রভু।"

ঈশ্বর চক্ষু মুদিয়া কহিলেন, "আমি ঈভকে ফরমান পাঠাইয়া হুকুম দিয়াছি সে যেন তাহার তামিলনাড়ু ও বুন্দেলখন্ড ঢাকিয়াঢুকিয়া চলাফেরা করে। গবাক্ষে উঁকি দিয়া আমি দেখিয়াছি, ঈভ আমার কথা মান্য করিতেছে। তাহার তামিলনাড়ু ও বুন্দেলখন্ড যথোচিত পরিমাণে আবৃত।"

আদম কহিল, "ঈভের নতুন বস্ত্রটি অত্যন্ত টাইট, জাঁহাপন! তাহার বস্ত্র তাহার তামিলনাড়ু ও বুন্দেলখণ্ডের উপর এমনরূপে আঁটিয়া থাকে যে আমি আমার নাগাসাকি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিতেছি না, সে শুধু ফুকুশিমা হইবার উপক্রম করিতেছে।"

ঈশ্বর গলা খাঁকরাইয়া কহিলেন, "হস্ত পদের প্রয়োগে সুফল ঘটিতেছে না?"

আদম গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "না!"

ঈশ্বর কহিলেন, "এখন কী করিব? আবদারখানা কী তোমার?"

আদম কহিল, "ঈভ যেন এখন শিথিল ঢিলাঢালা বস্ত্রাদি পরিধান করে খোদাবন্দ!"

ঈশ্বর কহিলেন, "ঠিকাছে। আমি ফরমান পাঠাইতেছি। ঈভ এক্ষণ হইতে ঢোলা আলখাল্লা পরিয়া চলাফেরা করিবে।"

দুইদিন পর আদম আবার ঈশ্বরের দরবারের দ্বারে ঘা মারিল। তবে হস্ত বা পদ দিয়া নহে।

ঈশ্বর দরজা খুলিয়া আঁতকাইয়া উঠিয়া কহিলেন, "ছি ছি আদম, তুমি তোমার হণ্ডুরাসটি এইরূপে বাগাইয়া পুনর্বার আমার পবিত্র দরবারে আসিলে যে? দশজন দেখিলে কহিবে কী?"

আদম গোঁ গোঁ করিয়া কহিল, "ঈভের জামাকাপড় ঠিক নাই মহাত্মন!"

ঈশ্বর চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, "ঠিক নাই মানে কী? আমি তো অলিন্দ হইতে দেখিলাম, ফরমান পাইবা মাত্র সে একটি ঢোলা আলখাল্লা পরিয়া বাজারে বরবটি দরদাম করিতেছে!"

আদম কহিল, "উহার মুখ দেখা যায় জাঁহাপন।"

ঈশ্বর কহিলেন, "মুখ তো দেখা যাইবেই। মুখ দেখা না গেলে বুঝিবে কীরূপে যে এটি ঈভ?"

আদম কহিল, "জাঁহাপন, আপনি কি মনিকালিউয়িনস্কিলের ঘটনা সম্পর্কে অবগত?"

ঈশ্বর মাথা চুলকাইয়া কহিলেন, "উমমম, আচ্ছা, বটে?"

আদম কহিল, "হাঁ। কখনও কখনও মুখদর্শন করিলেও মোগাদিশু নিয়ন্ত্রণ কঠিন হইয়া পড়ে।"

ঈশ্বর কহিলেন, "আচ্ছা আমি ঈভকে ফরমান পাঠাইতেছি, সে মুখ ঢাকিয়া চলাফেরা করিবে।"

দুইদিন পর আদম ঈশ্বরের দরবারে পুনরায় হানা দিল।

ঈশ্বর ক্ষিপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, "আদম, তোমার সমস্যা কী? তুমি আবার তোমার হাম্বানটোটা বাগাইয়া আমার দরবারে আসিলে যে?"

আদম গোঁ গোঁ করিয়া কহিল, "ঈভের জামাকাপড় ঠিক নাই প্রভু!"

ঈশ্বর হুঙ্কার দিয়া কহিলেন, "আবার কী সমস্যা তাহার জামাকাপড়ে? আমি তো দেখিলাম সে একটি বস্তায় ঢুকিয়া বুটের ডাল কিনিতে বাজারে আসিয়াছে!"

আদম কহিল, "নন্দন কানন বড় বাত্যাপ্রবাহময় অঞ্চল প্রভু। বাতাসে ঈভের বস্তাটি তাহার অঙ্গে এইরূপে মাখিয়া যায় যে তাহার মেদিনীপুর ও রাওলপিণ্ডি দুটি পরিষ্কার ঠাহর করা যায়।"

ঈশ্বর দন্ত কিড়মিড় করিয়া কহিলেন, "এখন কি নন্দন কাননে বাত্যাপ্রবাহ বন্ধ করিয়া দিবার আবদার লইয়া আসিয়াছ মর্কট?"

আদম গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "না। আপনি ঈভকে একটি ইস্পাতের সিন্দুকে ঢুকিয়া চলাফিরা করিতে আদেশ দিন।"

ঈশ্বর আরশের হেণ্ডুলে কীল মারিয়া কহিলেন, "ঠিকাছে! বলিতেছি! এইবার তোমার হনুলুলু নামাইয়া দূর হও!"

দুইদিন পর আদম পুনরায় ঈশ্বরের দরবারে গিয়া দণ্ডায়মান হইল। উভয়াথেই।

ঈশ্বরের চোয়াল ঝুলিয়া পড়িল। তিনি বিস্ফারিত নেত্রে আদমের পানে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি কী ভক্ষণ কর বল দেখি? আবার তুমি তোমার লিভারপুল বাগাইয়া আমার দরবারে হাজির হইয়াছ?"

আদম বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "ঈভের জামাকাপড় ... !"

ঈশ্বর হুহুঙ্কারে কহিলেন, "ঠিক নাই? ইস্পাতের নিরেট সিন্দুকে তাহাকে ঢুকাইয়াছি, দুইটি স্বর্গদূত ঠ্যালাগাড়িতে করিয়া সেই সিন্দুক লইয়া বাহির হয়, তারপরও ঠিক নাই?"

আদম গোঁ গোঁ করিয়া কহিল, "ইস্পাতের সিন্দুকটি বড় মনোহর!"

আদমচরিতের একটি ফেসবুক পৃষ্ঠা খুলিয়াছি। পাঠকেরা দলে দলে যোগদান মারুন।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: মঙ্গল, ০৮/১১/২০১১ - ৪:০৬পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত ০৪৬

মুখফোড়

আদম পাড়ার চায়ের টংদোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি ভাঁড়ে করিয়া সুরুৎ সুরুৎ চা পান করিতে করিতে মুচকি হাসিতেছিল। গিবরিল ডানা ঝাপটাইয়া নামিয়া আসিয়া শুধাইল, "ভাই আদম, খাটাশের ন্যায় হাসিতেছ কেন?"

আদম চক্ষু টিপিয়া কহিল, "ঈভকে এইবার এমন ইসকুরু টাইট দানের এন্তেজাম করিয়াছি ওহে গিবরিল, স্বয়ং ঈশ্বরও তাহাকে রক্ষা করিতে অপারগ।"

গিবরিল হাঁক ছাড়িয়া এক ভাঁড় চায়ের অর্ডার দিয়া কহিল, "কী করিয়াছ? তাহার ইসকুরু তো যতদূর জানি বিলক্ষণ টাইট আছে, উহা শিথিল করিবার কোন সুযোগ তো তুমি পাও নাই!"

আদম গলা খাঁকরাইয়া কহিল, "এইসব বাজে আলাপ করিবি নাকি কী করিয়াছি শুনিবি?"

গিবরিল তপ্ত চায়ে চুমুক মারিয়া কহিল, "আচ্ছা বল শুনি।"

আদম খিলখিল হাসিয়া কহিল, "গত বৎসর এই দিনে ঈভের দেহটিকে পৌরসভা ঘোষণা করিতে বিল আনিয়াছিলাম ঈশ্বরের দরবারে।"

গিবরিল বিষম খাইয়া কহিল, "ঈভের শরীর পৌরসভা হয় কী করিয়া?"

আদম মুহুর্মুহু হাসিয়া কহিল, "ঈশ্বর কি সব বিল পাঠ করিয়া দেখেন নাকি? বুঢ়া ভিসিপিতে দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে দেখিতেছিল, আমি বিল লইয়া ঘ্যানাইতেছিলাম বলিয়া বিরক্ত হইয়া কহিল, "কুন!" অমনি সব হইয়া গেল।"

গিবরিল চায়ের কাপে চিন্তিত চুমুক দিয়া কহিল, "তারপর?"

আদম কহিল, "পরদিন ঈভ পরওয়ানা পাইয়া ঈশ্বরের দরবারে গিয়া কলতলা ফাঁদিয়া বসিল। ঈশ্বর বিরক্ত হইয়া তাহাকে স্বীয় পৌরসভার চেয়ারপারসন বানা্ইয়া দিলেন।"

গিবরিল কহিল, "তাতে তোমার কী লাভ?"

আদম চক্ষু মুদিয়া কহিল, "চেয়ারপারসনের মেয়াদ এক বছর হে বেয়াকুক গিবরিল! গতকল্যই ছিল ঈভের চেয়ারপারসনপনার শেষ দিন!"

গিবরিল কহিল, "এখন কি পুনরায় নির্বাচন হইবে?"

আদম কহিল, "হাঁ! গণতন্ত্র মোতাবেক ঈভ এখন তামাদি। তাহার পৌরসভাটি উত্তমরূপে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন এক জবরদস্ত ব্যক্তি, যে দৃঢ় মুষ্ঠিতে তাহার জোড়াসাঁকোকে টিপাইমুখ বানাইয়া ছাড়িবে!"

গিবরিল কহিল, "কবে নির্বাচন?"

আদম চোখ টিপিয়া কহিল, "ঈশ্বর যাতে পুনরায় তাহাকে স্বীয় পৌরসভার চেয়ারপারসন নিয়োগ করিতে না পারেন, সেইজন্য আমি আজ সক্কাল সক্কাল তাহার পৌরসভাটিকে সিটি কর্পোরেশনে পরিণত করার বিল আনিয়াছি।"

গিবরিল চক্ষু গোল করিয়া কহিল, "ঈশ্বর সেই বিল পাশ করিলেন?"

আদম কহিল, "হাঁ। ফেসবুকে বসিয়া বসিয়া স্ট্যাটাস আপডেট করিতেছিলেন, রিলেশনশিপ ইট'স কমপ্লিকেটেড, আমি গিয়া বিল লইয়া ঘ্যানাইতে আরম্ভ করিবামাত্র পাশ করাইয়া দিলেন!"

গিবরিল কহিল, "অ! তা তোমার জন্য বার্তা আছে হে আদম। সব শুনিয়া বোধ করিতেছি, বার্তাটা সুখকর নহে।"

আদম চায়ের ভাঁড় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কহিল, "আবার কী ঘটিল?"

গিবরিল একটি প্যাপিরাস খুলিয়া নাসিকায় চশমা আঁটিয়া পড়িতে লাগিল। "ঈভের সিটি কর্পোরেশনটিকে তাহার সুপারিশ মোতাবেক দুই ভাগে ভাগ করা হইতেছে। তাহার শরীরের বামভাগ লইয়া ঈভ উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও দক্ষিণভাগ লইয়া ঈভ দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন গঠিত হইবেক। তাহার শরীরের মধ্যভাগের ত্রিকোণাকৃতির একটি অংশকে এই দুই সিটি কর্পোরেশনের মাঝে নো ম্যানস ল্যাণ্ড বলিয়া ঘোষণা করা হইল। এই আদেশ এক্ষণ হইতে কার্যকর হইবেক। স্বাক্ষর: ঈশ্বর, ৩৪/৪ নন্দন কানন, স্বর্গ ১০০০।"

আদমচরিতের একটি ফেসবুক পৃষ্ঠা খুলিয়াছি। পাঠকেরা দলে দলে যোগদান মারুন।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: মঙ্গল, ০১/১১/২০১১ - ১২:১১পূর্বাহ্ন)

আদমচরিত ০৪৭

মুখফোড়

হ্রদের তীরে একটি মন্দসমীরণপুষ্পবিভূষণকোকিলকূজিত কুঞ্জের কোণে কদম্বতরুর দিকে চাহিয়া ঈশ্বর উলু দিয়া উঠিয়া কহিলেন, "কেউ কি একটি বাঁশি যোগাড় করিতে পার?"

আদম গিবরিলের পঞ্জরে কনুই দ্বারা খোঁচা মারিয়া কহিল, "যাও হে দূত, তোমার ফরমায়েশ খাটিবার ওয়াক্ত নজদিক।"

গিবরিল বিরস কণ্ঠে কহিল, "আমি শুধু বার্তা বহন করি ওহে আদম! বাঁশি সংগ্রহের কর্ম সে আমার নহে।"

আদম আশেপাশে দৃকপাত করিয়া কহিল, "একটি পেল্লায় জ্ঞানবৃক্ষ আমার নাগালের বাহিরে রাখিয়া জ্ঞানলভ্যার্থে কেন ঈশ্বর আমাকে চীন দেশে লইয়া আসিলেন, বুঝিতেছি না। চীন দেশে কী এত জ্ঞান আছে শুনি?"

কে এক স্বর্গদূত হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঈশ্বরের স্যুটকেস হইতে একটি শিঙা বাহির করিয়া আনিয়া হাজির করিল।

ঈশ্বর শিঙা হস্তে লইয়া বেজার হইয়া কহিলেন, "চাহিলাম বাঁশি, আনিলি শিঙা?"

স্বর্গদূত মস্তক নমিত করিয়া কহিল, "বাঁশি তো নাই জাঁহাপন।"

ঈশ্বর শিঙা হস্তে লইয়া উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন, "কই গিবরিল, কই আবুলিল, তোমরা নিকটে আইস। একটি দৌড় প্রতিযোগিতা হইয়া যাক। যে জিতিবে তাহাকে আমি মন্ত্রী বানাইব।"

আদম গিবরিলের পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া কহিল, "যাও হে গিবরিল, দেখ এ যাত্রা তোমার ললাটে মন্ত্রীত্বের শিকা ছিঁড়ে কি না।"

আরেক প্রান্ত হইতে আবুলিল সহাস্যবদনে ভুঁড়ি দুলাইয়া আসিয়া হাজির হইল।

ঈশ্বর কহিলেন, "আমি শিঙা বাজাইলেই তোমরা দুইজন দৌড় শুরু করিবে। যে সর্বাগ্রে ঐ কদম্বতরুটি হইতে একটি কদম আনিয়া আমার হস্তে সমর্পণ করিতে পারিবে, তাহাকে মন্ত্রী করিব।"

গিবরিল গোমড়া মুখে কহিল, "আপনি ইস্রাফিলের শিঙা লইয়া কী করিতেছেন?"

ঈশ্বর চমকাইয়া উঠিয়া শিঙাটি সাভিনিবেশে পরখ করিয়া কহিলেন, "বিষ্ঠা! ইস্রাফিলের শিঙাটি আমার লাগেজে পুরিয়াছে কোন মর্কট?"

আদম ঊর্ধ্বনেত্র হইয়া শিস বাজাইতে লাগিল।

ঈশ্বর সন্তর্পণে শিঙাটি বগলস্থ করিয়া কহিলেন, "বেশ, আমি হুইসেল বাজাইলেই দৌড় শুরু কর।"

ঈশ্বর জিহ্বার নিচে অঙ্গুলি পুরিয়া শিস বাজাইতেই গিবরিল আর আবুলিল দৌড় শুরু করিল। আবুলিলের বিদ্যুৎগতি দেখিয়া সকলেই হতবাক হইয়া পড়িল। গিবরিলকে পশ্চাতে ফেলিয়া সে চক্ষের নিমেষে একটি কদম আনিয়া ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিল।

গিবরিল হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিল, তাহার ললাটে স্বেদ।

আদম তাজ্জব হইয়া কহিল, "এ কী করিয়া সম্ভব? তুমি না রশ্মি দ্বারা নির্মিত? তুমি আবুলিলের নিকট হারিয়া গেলে?"

গিবরিল কহিল, "ঐ শ্যালক নিউট্রিনো দ্বারা নির্মিত। কিঞ্চিৎ ভারি হইলেও সে আমার ফোটনগুলিকে হারাইয়া দিয়াছে।"

ঈশ্বর আবুলিলের কণ্ঠে মন্ত্রীমাল্য পরাইয়া দিলেন।

আদম কহিল, "যাহ সালা, মজাই মাটি। ভাবিলাম ঈশ্বর বুড়বাকটি ইস্রাফিলের শিঙা বাজাইয়া দিলে বেশ একখানা প্রলয় দেখিতে পাইব, সেই সুযোগও পণ্ড হইল। ঐদিকে আবুলিলও মন্ত্রী হইল।"

গিবরিল আবুলিলের পানে চাহিয়া উদাস কণ্ঠে কহিল, "প্রলয় কি শুধু শিঙা বাজাইলেই ঘটে রে আদম?"

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: বিষ্যুদ, ১৭/১১/২০১১ - ১২:১৩অপরাহ্ন)

আদমচরিত ০৪৮

মুখফোড়

গিবরিল আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, "শিগগীর আইস, সর্বনাশ ঘটিতেছে!"

আদম খড়শয্যায় অর্ধশায়িত হইয়া সাভিনিবেশে একটি পাতলা পুস্তক পাঠ করিতেছিল, মনোসংযোগে বিঘ্ন ঘটায় সে চটিয়া কহিল, "সর্বনাশের জন্য কিছু বাকি আছে নাকি? আমার যা কিছু ছিল বুঢ়বাক ঈশ্বরের চক্রান্তে মাটি হইয়াছে। মহাপ্লাবনে স্বর্গ ডুবিলেও আমার কিছু আসে যায় না হে গিবরিল!"

গিবরিল কহিল, "তোমার বাড়ির পিছনের বাঁশবাগানটি শয়তান ইজারা লইয়াছে!"

আদম সাবধানে পাতলা পুস্তকটি বালিশের নিচে চালান করিয়া দিয়া কহিল, "বিদ্যালাভের সময় সর্বদাই বিপত্তি ঘটে রে গিবরিল। চল দেখিয়া আসি।"

কয়েক শত গজ পা চালাইয়া নিকটস্থ বাঁশঝাড়ের সমীপে আসিয়া দুইজনে দেখিল, শয়তান আরও কতিপয় স্বর্গদূত সঙ্গে লইয়া ফিতা লইয়া বংশদণ্ডের আকার প্রকার মাপজোক করিতেছে।

আদম হাঁকিয়া কহিল, "সুপ্রভাত বন্ধু! হঠাৎ বাঁশঝাড়ে? বলি মতলবখানা কী?"

শয়তান ডাক শুনিয়া পিছু ফিরিয়া আদমকে দেখিয়া মধুর হাস্যে কহিল, "সুপ্রভাত আদম! ভাবিলাম, অনেক তো হইল, এইবার কৃষিকাজে মন দেই।"

গিবরিল ফুঁসিয়া কহিল, "বাঁশ কবে কৃষিখাতের অন্তর্ভুক্ত হইল?"

শয়তান স্মিত মুখে কহিল, "মেসোপটেমিয়ায় কিছু জমি কিনিয়াছি হে বার্তাবাহক শ্যালকপুত্র। শুনিয়াছি আগামীর জগত কনস্ট্রাকশনের জগত। চারিদিকে সেতু বাঁধ দালান রাজপথ নির্মাণ হইবে। তখন বাঁশের চাহিদা বিপুল বাড়িবে। তাই আগেভাগে ব্যবসার পথ সুগম করিতেছি।"

আদম গিবরিলকে কহিল, "চল গিবরিল, শুনিলেই ত। চিন্তার কিছু নাই।"

শয়তান পকেট হইতে একটি চশমা আর একটি ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স বাহির করিয়া কহিল, "তিষ্ঠ আদম। আসিয়াই যখন পড়িয়াছ, তখন তোমার গুহ্যদ্বারের ব্যাসখানা মাপিয়া লই।"

আদম কহিল, "আমার গুহ্যদ্বারের ব্যাস মাপিয়া তুমি কী করিবে?"

শয়তান সহাস্যে কহিল, "কৃষিকাজে প্রচুর তথ্য লাগে আদম। কয় মিলিমিটার বৃষ্টিপাত ঘটিবে, কয় কিলোমিটার বেগে হাওয়া চালাইবে, কত ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা থাকিবে, আদমের গুহ্যদ্বারের ব্যাস কত ... এ সবই গুরুত্বপূর্ণ কৃষিতথ্য।"

আদম স্কন্ধ ঝাঁকাইয়া কহিল, "বেশ, তোমার উপকারে লাগিলে মাপিয়া লও।" এই বলিয়া সে আপেলপত্রে কৌপীনখানি নামাইয়া সম্যক আয়োজন করিয়া দাঁড়াইল।

শয়তান নিপুণ হস্তে আদমের গুহ্যদ্বারে ক্যালিপার্স প্রবিষ্ট করিয়া মাপজোক লইয়া খাগের কলম দিয়া প্যাপিরাসের চোথায় সকলই টুকিয়া রাখিল।

আদম কহিল, "তোমার কৃষিকাজে আমার কোন ক্ষতি হইবে না তো হে শয়তান?"

শয়তান মধুরঞ্জিত কণ্ঠে কহিল, "তোমার ক্ষতি হয়, এমন কোন কাজ শয়তান করিবে না হে আদম। লিচ্চিন্তে থাক।"

গিবরিল ফিরিবার পথে আদমকে কহিল, "লক্ষণ ভাল ঠেকিতেছে না হে আদম। তুমি সাবধানে থাকিও।"

আদম চটিয়া কহিল, "তুমি একটি নৈরাশ্যবাদী মূর্খ হে গিবরিল! শয়তান নিজেই কহিতেছে সে আমার কোন ক্ষতি করিবে না, আর তুমি তখন হইতে বকবক করিয়াই চলিতেছ! তোমার জ্বালায় শান্তিতে একটি বেলা নিরিবিলি গুপ্তকোষ পাঠ করিতে পারি না। যাও তুমি তোমার আপন কাজে!"

গিবরিল হতাশ হইয়া উড়িয়া গেল।

পরদিন গিবরিল আসিয়া সক্কাল সক্কাল পুনরায় আদমের দুয়ারে টোকা দিল। আদম দুই মিনিট পর হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া কহিল, "কী বারতা কহ।"

গিবরিল কহিল, "সর্বনাশ ঘটিতে চলিতেছে আদম! শিগগীর আইস!"

আদম কহিল, "আবার কী সর্বনাশ? মহাপ্লাবন ঘটিবে নাকি? নোয়ার নাওখানায় আলকাতরা মাখাইতে বল তোমার ঈশ্বর কর্তাকে।"

গিবরিল কহিল, "শয়তান তোমার বাঁশঝাড়ের বাঁশ কাটিতে শুরু করিয়াছে!"

আদম বিরক্ত হইয়া কহিল, "চল দেখিয়া আসি।"

কয়েক শত গজ পা চালাইয়া দুইজনে বাঁশঝাড়ের সমীপে আসিয়া দেখিল, শয়তান ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গোবৃন্দ মহোৎসাহে বংশ কর্তন করিতেছে। চারিদিকে স্তুপাকৃতি বংশকাণ্ড।

আদম হাঁকিয়া কহিল, "সুপ্রভাত শয়তান! তোমার কৃষিকাজ দেখি ব্যাপক জোরেসোরে আগাইতেছে! ঘটনা কী?"

শয়তান মুখ তুলিয়া দংষ্ট্রাকরাল এক হাসি উপহার দিয়া কহিল, "তা আগাইতেছে বটে! সামনে বাণিজ্যের মৌসুম। সময় থাকিতে বাঁশ কাঠ কাটিয়া গুছাইয়া রাখিতেছি। ঠিকাদারেরা দুইদিন পর চিলুবিলু করিয়া মক্ষিকার ন্যায় ছাঁকিয়া ধরিবে, দেখিও।"

গিবরিল ফুঁসিয়া কহিল, "ঠিকাদারেরা কবে হইতে চোখা বাঁশ ফরমায়েশ করিতেছে?"

শয়তান একটি দাও দিয়া বাঁশ ছাঁটিয়া অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করিতেছিল, গিবরিলের প্রশ্ন শুনিয়া সে মিষ্টি হাসিয়া কহিল, "পেলব বাঁশ নির্মাণের কাজে কমই আসে ওহে হরকরার ছাও! আগেভাগে এক মাথা চোখা করিয়া মূল্য সংযোজন করিয়া রাখিতেছি।"

আদম গিবরিলের পানে ফিরিয়া কহিল, "দেখিলে তো? চিন্তার কিছু নাই। কৃষিকাজ আর ব্যবসা চলিতেছে। চল আমরা যাই।"

শয়তান গলা খাঁকরাইয়া কহিল, "ওহে আদম, আসিয়াই যখন পড়িয়াছ, তখন তোমার গুহ্যদ্বারের ব্যাসখানি পুনরায় মাপাইয়া লইতে দিবে নাকি?"

আদম বিস্মিত হইয়া কহিল, "গতকল্যই না এক দফা মাপিলে?"

শয়তান সুমিষ্ট হাসিয়া কহিল, "কৃষিকাজে তথ্য হালনাগাদ রাখিতে হয় হে আদম। তাছাড়া গতকল্য তোমার গুহ্যদ্বারের ব্যাস আর আজিকে তোমার গুহ্যদ্বারের ব্যাসে যে আকাশ পাতাল ফারাক দেখা দিবে না, তাহা কে বলিতে পারে?"

আদম কহিল, "তা বেশ তো, তোমার উপকারে লাগিলে মাপিয়া লও।" এই বলিয়া সে কৌপীন উঁচু করিয়া সম্যক আয়োজন করিয়া দাঁড়াইল। শয়তান নিপুণ হস্তে ক্যালিপার্স প্রবিষ্ট করিয়া মাপজোক লইল। তাহার পর সেই ক্যালিপার্স দ্বারা হস্তধৃত বংশদণ্ডের সূক্ষ্ম প্রান্তটির অগ্রভাগে কী যেন মাপিতে লাগিল।

আদম কহিল, "তোমার কৃষিকাজে আমার কোন ক্ষতি হইবে না তো হে শয়তান?"

শয়তান নিক্কণমধুর কণ্ঠে কহিল, "তোমার অনিষ্ট হয়, এমন কোন কাজ শয়তান করিবে না হে আদম। লিচ্চিন্তে থাক।"

গিবরিল ফিরিবার পথে আদমকে কহিল, "লক্ষণ ভাল ঠেকিতেছে না আদম। সাবধানে থাকিও!"

আদম ক্ষেপিয়া কহিল, "তুমি সবকিছুতেই কেবল দুর্লক্ষণ দেখ হে গিবরিল! শয়তান নিজে কহিল সে আমার কোন অনিষ্ট করিবে না, আর তুমি সেই তখন হইতে ঘ্যানাইতেছ! যাও তুমি তোমার আপন কাজে, আমি বাড়ি গিয়া একটু শান্তিসহকারে বড়দের ব্যায়াম করি!"

গিবরিল ব্যাজার হইয়া উড়িয়া গেল।

পরদিন প্রত্যুষে আদমের কুটিরের দুয়ারে ঘা পড়িল। আদম দরজা খুলিয়া দেখিল, শয়তান দণ্ডায়মান। হাতে একটি সুতীক্ষ্ণ বংশদণ্ড। অদূরে দণ্ডায়মান গিবরিল।

আদম কহিল, "কী ঘটনা শয়তান? বায়সও নিদ্রিত এখন, আর তুমি এইবেলা আমার বাড়িতে? বাঁধ ভাঙিয়া কোথাও মহাপ্লাবন ঘটিল নাকি? নোয়ার নাওখানার নোঙর উত্তোলন করিয়াছে নাকি কেউ?"

শয়তান মধুর হাসিয়া কহিল, "কিছু তথ্য দরকার আদম। তুমি কি অনুগ্রহ করিয়া তোমার কৌপীন নামাইয়া তোমার গুহ্যদ্বারটি প্রস্ফূটিত করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইবে কিয়ৎক্ষণের জন্য? আমি কিছু তথ্য লইয়াই প্রস্থান করিব, বেশি সময় লাগিবে না।"

আদম কহিল, "তোমার এই কৃষিকাজে আমার কোন ক্ষতি হইবে না তো হে শয়তান?"

শয়তান বীণাবিনিন্দিত মধুর কণ্ঠে কহিল, "তোমার ব্যথা লাগে, এমন কোন কাজ শয়তান করিবে না হে আদম। লিচ্চিন্তে থাক।"

আদম কহিল, "তা বেশ তো, তোমার উপকারে যদি লাগে, আপত্তি কী?" এই বলিয়া সে কৌপীন খুলিয়া ঘুরিয়া সম্যক আয়োজন করিয়া দাঁড়াইল।

গিবরিল নক্ষত্রবেগে উড়িতে উড়িতে ঈশ্বরের দরবারে গিয়া সিংহদ্বারে ঘা মারিতে মারিতে আর্তনাদ করিয়া কহিল, "জাঁহাপন, দরওয়াজা খুলুন! শয়তান আদমকে ধরিয়া পোন্দাইতেছে, আদমের কোনো হুঁশই নাই!"

ঈশ্বর এক পেয়ালা চা হাতে প্রসন্ন বদনে দরজা খুলিয়া কহিলেন, "কী ব্যাপার গিবরিল, তুমি এই ফজরের ওয়াক্তে সক্রিয় যে?"

গিবরিল সাশ্রুনয়নে কহিল, "শয়তান আদমকে পোন্দাইতেছে খোদাবন্দ! অথচ আদম ইহা অনুধাবনও করিতে পারিতেছে না! সে আপনা হইতেই কৌপীন খুলিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইতেছে প্রত্যহ!"

ঈশ্বর সুমধুর হাসিয়া কহিলেন, "আমি কী করিব বল? ইহা তাহাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়!"

আদমচরিতের একখানা ফেসবুক পৃষ্ঠা আছে।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: বুধ, ২৩/১১/২০১১ - ৬:৫৮পূর্বাহ্ণ)

আদমচরিত ০৫২

মুখফোড়

স্বর্গে সূর্য অস্তমিত প্রায়। দূরে জায়হুন নদী বহমান। পাখপাখালির কলকাকলিতে সন্ধ্যার আকাশ মুখরিত। গুহা হইতে বাদুড়ের পাল আলস্যভরে গা ঝাড়িয়া ডানা ঝাপটাইয়া বাহির হইতেছে।

আদম একটি সরাইখানায় ইয়ার-বকশী লইয়া একটি টেবিল দখল করিয়া আড্ডা গুলজার করিতেছে।

আদমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু গিবরিল সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, কিন্তু শয়তান কেন তোমার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে?

আদম মৃৎপাত্র ভর্তি ইক্ষুর শরবতে চুমুক দিয়া কহিল, জানি না ভ্রাতা। কিন্তু সে ফিরিয়া আসিয়া আমার স্ত্রীর যেরূপ বর্ণনা দিয়াছে, আবেগে আমার বক্ষ মোচড় দিতেছে।

গিবরিল ও আড্ডার আরও জনাকয়েক ইয়ার-বকশী একে অপরের মুখের পানে চাহিয়া কহিল, কীরূপ বর্ণনা?

আদম ছলছল নয়নে কহিল, শয়তান কহিল, তাহার নিজের ঘরে বসিয়া ভাল লাগে না। তাই সে একটি দ্বিচক্রযানে চড়িয়া ঈভের সহিত দুইচারটি সুখ-দুঃখের আলাপ করিতে গিয়াছিল। দ্বিচক্রযান চড়িতে তাহার ভাল লাগে।

গিবরিল কহিল, ততঃ কিম?

আদম কহিল, ঈভ বৈকালে বারান্দায় বসিয়া কেশসজ্জা করিতেছিল একা একা। শয়তানকে দেখিয়া সে খাতির করিয়া বসাইল। পিঠা দিল, জল দিল। হাতপাখা দিয়া বাতাসও দিল।

গিবরিল কহিল, ততঃ কিম?

আদম কহিল, শয়তান ঈভের প্রশংসা করিল। ঈভকে দেখিয়া তাহার নাকি নিজের বাল্যকাল স্মরণ হইয়াছে।

গিবরিল কহিল, বাল্যকালে শয়তান কী করিত?

আদম কহিল, শয়তান বাল্যকালে পনের-কুড়ি বছর গোখামারে কাজ করিয়া কাটাইয়াছে। রোজ সকাল বিকাল সে গরুর দুধ দোহন করিত।

ইয়ার-বকশীরা সবাই একে অপরের মুখ দেখিল কেবল।

গিবরিল কহিল, ততঃ কিম?

আদম কহিল, শয়তান ঈভের ঘাগরা ও কাঁচুলির অনেক প্রশংসা করিল। সে ঈভের ঘাগরা ও কাঁচুলি খুলিয়া জাদুঘরে প্রদর্শনী করিবার পরামর্শ দিয়াছে। নকশা দেখিয়া নাকি তাহার শিল্পী জয়নিলের কথা মনে পড়িয়া গিয়াছিল।

গিবরিল কহিল, ততঃ কিম?

আদম কহিল, শয়তান ঈভের ওজনেরও প্রশংসা করিয়াছে। খুব কম না, খুব বেশিও না। যতটুকু পরিমাণ হইলে সকল কার্য সুচারুরূপে সমাধান করা যায়, ঈভের ওজন ততখানিই।

গিবরিল কহিল, ততঃ কিম? ততঃ কিম?

আদম কহিল, শয়তান ঈভের গৃহস্থালি রুচিরও প্রশংসা করিল। বলিল, বড় পরিপাটি মেয়েটি। সবকিছু গোছগাছ পরিষ্কার রাখে। তাহার শয্যা প্রস্তুতির নাকি তুলনা হয় না। বালিশ, কম্বল, তোষক, চাদর, সকলই সে বড় সুন্দর সাজাইয়াছে। তাহার তোষকটি অতি মনোরম। তবে খাটে অনেক ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হয়। কিন্তু উহা তো কাঠের ভৌত বৈশিষ্ট্য। ঈভের তো আর করার কিছু নাই, তাই না?

গিবরিল আর ইয়ার বকশীগণ একে অপরের দিকে চাহিয়া কহিল, ততঃ কিম?

আদম কহিল, শয়তান ঈভের দাবনার প্রশংসা করিল বিশদ। বলিল, তোমার স্ত্রীর দাবনাটি বড় পুরুষ্টু হে আদম। বড়ই সম্ভাবনাময় দাবনা।

গিবরিল কহিল, কিন্তু ...।

আদম সজল চক্ষে ইক্ষুরসে চুমুক দিয়া কহিল, কিন্তু ফিন্তু নাই ভায়া। শয়তান কহিয়াছে, আমার স্ত্রীর সৌন্দর্য যে কীরূপ শ্বাসরুদ্ধকর, তাহা অনেকেই জানে না।

গিবরিল রশ্মিনির্মিত মস্তক চুলকাইতে লাগিল।

আদম টেবিলে কীল মারিয়া কহিল, আহা, নিজ স্ত্রীর মূল্য যদি শয়তানের ন্যায় উপলব্ধি করিতে পারিতাম! ঈভকে লইয়া শয়তানের মাঝে যে জজবা জাগ্রত দেখিলাম, তার শতভাগের একভাগও তো আমার নাই।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: বিষ্যুদ, ১৫/১১/২০১২ - ১১:৩৩অপরাহ্ন)

আদমচরিত ০৫৩

মুখফোড়

আদম গলা খাঁকরাইয়া কহিল, আমার কোন প্রকার দোষ নাই। সব দোষ ঈভের।

কারাগারের বাহিরে দাঁড়াইয়া গিবরিল বিষণ্ন বদনে কান চুলকাইতেছিল, সে কহিল, তোমাকে তো বমাল ধরা হইয়াছে আদম। একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়িয়াছ। দোষ নাই বলিয়া কি পার পাইবে?

আদম গরাদ মুষ্ঠিতে ধরিয়া কহিল, ঈভ আমাকে ফুসলি না দিলে আমি জ্ঞানবৃক্ষের ফলে দন্ত ফুটাইবার পর্যায়ে যাইতে পারিতাম না হে মর্কট গিবরিল। ঈশ্বর হতভাগা এইরূপ ষ্টিং অপারেশন ফাঁদিয়া আমায় ফাঁসাইবে, জানিলে জ্ঞানবৃক্ষের ফল ত দূরের কথা, আমি বাদামবুটও মুখে দিতাম না।

গিবরিল কহিল, ঈশ্বরের কাছে সকলই প্রমাণাদি আছে। তিন চান্দ্রমাস পূর্বে তুমি ঈভকে গিয়া বলিয়াছিলে, তুমি স্বর্গে আসিয়াছ জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া বংশবিস্তার করিতে।

আদম কহিল, ডাঁহা মিথ্যা কথা। বরঞ্চ ঈভই আমার বংশদণ্ডটি দেখাইয়া কহিয়াছিল, ইহাকে বিস্তৃত করিতে জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ আবশ্যক। সে আমাকে সরল পাইয়া ফুসলি দিয়াছিল।

গিবরিল কহিল, তুমি দুই চান্দ্রমাস পূর্বে একটি সিঁদকাটি ও একটি মই সংগ্রহ করিয়া ঈভকে বলিয়াছিলে, সিঁদ কাটিয়া নিষিদ্ধ বৃক্ষের বাগানে ঢুকিয়া তুমি কীরূপে মই বাহিয়া

জ্ঞানবৃক্ষের শাখায় চড়িয়া জ্ঞানবৃক্ষের ফল পাড়িবে।

আদম কহিল, ডাঁহা মিথ্যা কথা। বরঞ্চ ঈভই আমাকে কামারশালা হইতে সিঁদকাটি আর করাতশালা হইতে মই কিনিয়া দিয়া বলিয়াছিল, বংশ বিস্তৃত হইলে রাত্রিকালে আসিও আমার ঘরে। সে আমাকে নাজুক পাইয়া ফুসলি দিয়াছিল।

গিবরিল কহিল, তুমি এক চান্দ্রমাস পূর্বে নিষিদ্ধ বাগানের নকশা, মুদ্গরধারী রক্ষীদের টহলের তফশিল, বাগানের বেড়ার চতুর্পার্শ্বের সয়েল টেস্ট প্রতিবেদন ও জ্ঞানবৃক্ষের দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতার স্পেক শিট সংগ্রহ করিয়া ঈভকে বলিয়াছিলে, তেড়েমেড়ে ডাণ্ডা করে দিব ঠাণ্ডা।

আদম কহিল, ডাঁহা মিথ্যা কথা। ঈভই ঐসব দলিল দস্তাবেজ বোন্দায় বাঁধিয়া আমার হাতে তুলিয়া দিয়া কহিয়াছিল, তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দিবি রে। সে আমাকে কচি পাইয়া ফুসলি দিয়াছিল।

গিবরিল কহিল, গতকল্য তুমি রাত্রি দ্বিপ্রহরে চুপেচাপে নিষিদ্ধ বাগানে সিঁদ কাটিয়া ঢুকিয়া বৃক্ষের গায়ে মই লাগাইয়া জ্ঞানবৃক্ষের ফল পাড়িতে উপরে উঠিয়াছিলে। তারপর জ্ঞানবৃক্ষের ফল পাড়িয়া গাছে বসিয়াই ভক্ষণকালে আড়ালে ওঁত পাতিয়া থাকা রক্ষী এফবিয়াইল তোমাকে বমাল গেরেফতার করে।

আদম কহিল, ঈভ আমাকে বৃক্ষে তুলিয়া মই লইয়া চম্পট দিয়াছিল। আর আমি কদাপি জ্ঞানবৃক্ষের ফল পাড়িয়া খাইতে পারি নাই, উহা ছিল একটি কাঁঠাল। কাঁঠাল খাইলে বংশদণ্ড বিস্তৃত হয় না, বরং পেটটি ফাঁপিয়া বংশদণ্ড দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলিয়া যায়। আমি দিনে পাঁচবার ঈশ্বরপ্রণাম করি, তাহার লিখিত অকথ্য বটতলার উপন্যাসগুলি পাঠ করি। মহল্লায় সকলেই আমাকে ভাল যুবক বলিয়া জানে। ঈভ একটি ছলনাময়ী ইষ্টিং এজেন্ট। সে আমায় পরহেজগার পাইয়া ফুসলি দিয়াছিল।

গিবরিল কহিল, হাঁ হাঁ এইসব ঈশ্বরকে গিয়া বলিও। শুনিয়াছি তিনি তোমায় কানে ধরিয়া স্বর্গ হইতে খেদাইয়া মর্ত্যে পাঠাইবেন।

আদম গিবরিলের সঙ্গে তর্ক জুড়িয়া দিল। গিবরিলও গামছা রশ্মিনির্মিত কটিদেশে বাঁধিয়া তর্জনী নাড়াইয়া গর্জন করিতে লাগিল।

এমন সময় সাপ্তাহিক চান্দের আলোর কৃতী সাংবাদিক, ঔপন্যাসিক, কবি, নাট্যকার ও আরারাত পর্বতারোহী চক্রের সভাপতি আনিসাইল কারাগারের সম্মুখে আসিয়া মধুর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, আহারে আদমটা। গরিব মায়ের গরিব ছেলেটা। ঈভ কি উহার উত্থানোদ্যত বংশদণ্ডটি দেখামাত্র একটু মৌখিক কাউন্সেলিং করিতে পারিত না? আহারে কচিটা। আহারে দুষ্টুটা।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: মঙ্গল, ২৩/১০/২০১২ - ১০:২১অপরাহ্ন)

আদমচরিত ০৫৪

মুখফোড়

আদম মিষ্টান্নের হাঁড়িটি বিজ্ঞানিলের হস্তে ধরাইয়া দিয়া সুমধুর স্বরে কহিল, মিষ্টান্ন মিতরে জনা।

বিজ্ঞানিল তাহার রশ্মি নির্মিত বস্ত্রখণ্ডের পকেট হইতে কী একটি যন্ত্র বাহির করিয়া মিষ্টান্নের হাঁড়ির শালপাতার আবরণ সরাইয়া মিষ্টির গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া হাসিমুখে কহিল, আদম যে! কেমন আছ বন্ধু?

আদম মুখটিকে পলকে আঁধার করিয়া কহিল, ভাল থাকি কী করিয়া বন্ধু? ঈশ্বরের সরকার চতুর্দিক হইতে জীবন যৌবনের উপর আক্রমণ চালাইতেছে। ভাবিতেছি বনে যাব। এইখানে আর না।

বিজ্ঞানিল একটি মিষ্টি কাঠিতে গাঁথিয়া মুখে পুরিয়া কহিল, অহো, বড় সুস্বাদু! কোন ময়রার দোকান হইতে কিনিলে?

আদম কহিল, ময়রার দোকান থেকে মিষ্টি খরিদ করিয়া তোমাকে খাওয়াইব? আমি কিনিয়াছি একটি গাভী, আর কয়েকটি ইক্ষুদণ্ড। গাভীর দুধ দোয়াইয়া ইক্ষু নিংড়াইয়া নিজের হস্তে মিষ্টি পাকাইয়াছি বন্ধু!

বিজ্ঞানিল চপচপ মিষ্টি খাইতে খাইতে কহিল, তা কী কারণে আজ আমি তোমার বন্ধু বটিলাম?

আদম বিগলিতহাস্যে কহিল, তুমি যে ঈশ্বর কণা বানাইয়া বসিয়াছ বন্ধু!

বিজ্ঞানিল ভ্রু নাচাইয়া কহিল, হ্যাঁ! যদিও সে একটি কণা মাত্র, কিন্তু সবুর কর। ছোট বালুকার কণা বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল! এইরকম আরও কিছু কণা বানাইয়া অচিরেই একটি বনসাই ঈশ্বর গড়িয়া ফেলিব!

আদম কহিল, ঈশ্বরের দরবার হইতেই আসিতেছি। বুঢ়া ভয়ানক টেনশনে পড়িয়া গেছে। গিবরিলকে দিয়া ওজন মাপাইতেছে শুধু।

বিজ্ঞানিল কহিল, ওজন মাপাইতেছে কেন?

আদম কহিল, পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে তাহার শরীরের কোনও কণা চুরি হইয়াছে কি না।

বিজ্ঞানিল অট্টহাস্য করিয়া কহিল, বনসাই ঈশ্বরটি বানাইয়া ভাবিতেছি মোড়কে মুড়িয়া বুঢ়াকে উপহার দিব!

আদম গলা খাঁকরাইয়া কহিল, তা বিজ্ঞানিল তুমি এইসব ফালতু গবেষণা যন্তরমন্তর ছাড়িয়া কিছু কাজের গবেষণা কর না কেন?

বিজ্ঞানিল চটিয়া কহিল, ফালতু? ঈশ্বর কণা ফালতু?

আদম গলা নামাইয়া কহিল, এক ঈশ্বরের যন্ত্রণাতেই বাঁচি না বাপু, দেড়খানা হাজির হইলে লাভ কী?

বিজ্ঞানিল কহিল, সে তুমি বুঝিবে না। বিজ্ঞানের লীলা তোমার ন্যায় মৃত্তিকানির্মিত আদম বুঝিলে ত হইতই।

আদম কহিল, ইয়ে, তুমি ঈভ কণা নির্মাণে মনোযোগ দিতেছ না কেন?

বিজ্ঞানিল কহিল, ঈভ কণা? সে আবার কী?

আদম কহিল, ঈশ্বর কণার ন্যায়, কিন্তু ধর গিয়া, যাহা ক্রমশ জমাইয়া আরেকটি ঈভ নির্মাণ করা যাইবে? বিন্দু হইতে সিন্ধু আর কী।

বিজ্ঞানিল সন্দিগ্ধ নয়নে আদমকে পর্যবেক্ষণ করিয়া কহিল, আরেকটি ঈভ নির্মাণ করিলে কী ঘটিবে?

আদম বেজার হইয়া কহিল, ঈভ বড় দুষ্ট হে বিজ্ঞানিল। তাহার সহিত বহুদিন যাবত সুবিধা করিতে পারিতেছি না। আরেকটি ঈভ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নির্মাণ করা গেলে সুখে শান্তিতে সংসার করিতাম ভাইটু।

বিজ্ঞানিল চিন্তিত মুখে আরেকটি মিষ্টি মুখে পুরিয়া কহিল, ঈভ নির্মাণের জন্য এত খাটিয়া প্রোটনে প্রোটনে ঠুক্কি মারিয়া ঈভ কণা উৎপাদন কি ইনটেলিজেন্ট ডিজাইন হইবে? তুমি ঈশ্বরের কাছে গিয়া বল না কেন? তোমার তো এন্তার পঞ্জরাস্থি বেকার পড়িয়া আছে। ঈশ্বরকে বলিলেই তিনি আরেকটি পঞ্জরাস্থি খুলিয়া নতুন ঈভ গড়িয়া দিবেন। খরচ কম পড়িবে।

আদম ভয়ানক চটিয়া কহিল, হাঁ হাঁ, পঞ্জরাস্থি হইতে কী মাল নির্মাণ হয় তাহা দেখিতেছি এত বৎসর ধরিয়া। পঞ্জরাস্থি হইতেই যদি ঈভ বানাইব তবে তুই বিজ্ঞানিল আছিস কী উৎপাটন করিতে? ইনটেলিজেন্ট ডিজাইন মারাইতেছিস হাবুল কোথাকার!

বিজ্ঞানিল আদমকে বিজ্ঞান বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু আদম তাহার কথা কানে না তুলিয়া মিষ্টান্নের হাঁড়িটি অবশিষ্ট মিষ্টান্নসহ ছিনাইয়া লইয়া বিজ্ঞানিলের বাটী ত্যাগ করিল।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: বিষ্যুদ, ০৫/০৭/২০১২ - ১০:২১অপরাহ্ন)